সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং

কি
কেন
কিভাবে

আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল
আর সুদকে করেছেন হারাম

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং

www.pathagar.com

সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং

কি

কেন

কিভাবে

?

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

আহসান পাবলিকেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং
কি কেন কিভাবে ?
মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN-984-818-002-8

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯৮

সপ্তম প্রকাশ
মার্চ - ২০১৪

কম্পিউটার কম্পোজ
সাবিত কম্পিউটার সার্ভিস
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ :
মীম প্রিন্টার্স
বাবুপুরা, ঢাকা

বিনিময় ঃ দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Shoodh O Islami Banking: Written by **Moulana Md. Fazlur Rahman Ashrafi** and Published by Muhammad Golam Sarwar, Makka Publication, 38/3 Bangla Bazar, Dhaka-1100.
Price : 250.00 Taka Only US $: 8.00

AP-42-2010

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাদের অফুরন্ত স্নেহ মমতা, ভালবাসা
এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে
দু'কলম লেখার যোগ্যতা আল্লাহপাক
দান করেছেন তাঁদের স্মরণে ....

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

আহাল্লা ল্লা-হুল্ বাইআ'
ওয়া হার্‌রামার রিবা-

আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল
আর সুদকে করেছেন হারাম।

– সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিঃ' এর সাবেক প্রথম ম্যানেজার, শাহ্‌জালাল ব্যাংক লিমিটেড এর বর্তমান সম্মানিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব মতিন উদ্দীন আহ্‌মেদ-এর

বাণী

বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইতিমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকের গ্রাহক এবং জনগণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর লেখা বই পত্রের সংখ্যা অপ্রতুল। মদ্য পান করতে কিংবা শুকরের মাংস খেতে দিলে আমরা আঁতকে উঠি। কারণ তা হারাম ও ঘৃণিত। এ হারাম বস্তু প্রাণ গেলেও গলধঃকরণ করি না। কিন্তু সুদ তার চেয়েও ভায়াবহ ও মারাত্মকভাবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও আমরা সুদকে যেন সহজেই গ্রহণ করছি। সুদকে স্বীয় যুক্তিতে মুনাফা বলে হালাল করে নিচ্ছি। এমতাবস্থায় আমার স্নেহ ভাজন মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী সাহেবের লেখা 'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছি। কর্মজীবনে তিনি একজন ইসলামী ব্যাংকার। ইসলামী ব্যাংকিং-এ তাঁর রয়েছে দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বইটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। বইটির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এ ধরনের একটি বই লিপিবদ্ধ করার জন্যে আমি লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

মতিন উদ্দীন আহমেদ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
শাহ্‌জালাল ব্যাংক লিমিটেড
ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর বর্তমান এ্যাক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল মতিন ভূইয়া'র-

অভিমত

স্নেহভাজন মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী রচিত 'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' বইটির পান্ডুলিপি পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। বইটির বিষয়বস্তু নির্বাচন, সন্নিবেশন, উপস্থাপন ও আলোচনা অত্যন্ত সুন্দর। বইটিতে সুদ ও ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি, নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে বিধায় বইটি পাঠকদেরকে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে সহায়ক হবে। বাংলা ভাষায় এমন একটি বই এদেশের ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলেও আমার বিশ্বাস।

তাঁর রচিত অন্যান্য বইগুলোও আমার ভাল লেগেছে। ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজে চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর এ মহৎ উদ্যোগ ও অবদানের জন্যে তাঁকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ আরো মূল্যবান অবদান রাখার তৌফিক দানের জন্য মহান আল্লাহপাকের নিকট দোয়া করছি।

আবদুল মতিন ভূইয়া
এ্যাক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ
প্রধান কার্যালয়, ১৫, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার, প্রশিক্ষক, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এ কে এম ফজলুল হক এর-

অভিমত

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা অনেকেই আজকাল সুদী লেনদেন করতে দ্বিধাবোধ করছি না। এমনকি আমরা কেউ কেউ সুদকে আমাদের রুজি রোজগারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছি। সুদী অর্থ ব্যবস্থা এবং সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে আমরা ডুবে আছি পাপ, শোষণ ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে। মুসলমানদেরকে সুদের ভয়াবহ অভিশাপ ও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে আর্থিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের দীপ্ত অংগীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংককে দ্রুত গতিশীল এবং গ্রাহক সেবাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই পুস্তকের সংখ্যা বর্তমান বাজারে খুব কম থাকায় ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি ও মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অনেকেই সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারছে না।

এমতাবস্থায় স্নেহাস্পদ মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী এর লেখা 'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' বইটির পান্ডুলিপি দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। বইটি ইসলামী ব্যাংকসমূহের গ্রাহক, ব্যাংকার, প্রশিক্ষাণার্থী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী এবং সর্বস্তরের লোকদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। লেখক বইটিতে সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আমি লেখকের বইটি লিপিবদ্ধকরণে তার কঠোর পরিশ্রমের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ কে এম ফজলুল হক
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

www.pathagar.com

সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় .... পৃষ্ঠা

১। লেখকের কথা ১৯

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের দৃষ্টিতে রিবা (সুদ)

২। রিবা'র (সুদের) আয়াত সমূহের তালিকা ২৩
৩। কুরআনের ভাষায় রিবা (সুদ) ২৪
৪। হাদীসের ভাষায় রিবা (সুদ) ২৮
৫। রিবা'র (সুদের) হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নাম ৩৪
৬। তৎকালীন আরবে যারা সুদী কারবারে জড়িত ছিল ৩৫
৭। রিবা (সুদ) হারাম হবার সময়কার ও এর ধারাবাহিকতা ৩৬
৮। রিবা (সুদ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী ৪০
৯। রিবা (সুদ) সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের মনোভাব ৪১
১০। জাহেলী যুগে রিবা (সুদ) গ্রহণের রীতি যেরূপ ছিল ৪২
১১। আল কুরআনে রিবা'র বিবিধ অর্থ ও বিশ্লেষণ ৪৪
১২। রিবা তৎকালীন আরবের একটি বহুল প্রচলিত শব্দ ৪৬
১৩। কাফিরদের চালাকী ও ধৃষ্টতামূলক উক্তি ৪৭
১৪। বিভিন্ন মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে রিবা'র সংজ্ঞা ৪৭
১৫। রিবা'র (সুদের) প্রকারভেদ ৫০
১৬। রিবা আন্ নাসিয়া'র সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ ৫০
১৭। রিবা আন নাসিয়ার নিষিদ্ধতার বিবরণ ৫৩
১৮। রিবা-উল-কুরআন ও রিবা-উল-জাহিলিয়্যাত ৫৩
১৯। রিবা আন নাসিয়া সম্পর্কিত আয়াত সমূহের তালিকা ৫৪
২০। রিবা আন নাসিয়ার (মেয়াদী সুদের) বৈশিষ্ট্যাবলী ৫৫

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১। রিবা আল ফাদল এর সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ	৫৫
২২। হাদীসের ভাষায় রিবা আল ফাদল	৫৭
২৩। রিবা আল ফাদল এর নিষিদ্ধতার বিবরণ	৬৩
২৪। রিবা আল ফাদল এর নিষিদ্ধতা একটি সতর্কতা ও নিবারণমূলক ব্যবস্থা	৬৪
২৫। নিয়ম ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে হালাল ও হারাম	৬৫
২৬। রিবা আল ফাদল এর বৈশিষ্ট্যাবলী	৬৭
২৭। রিবা আল ফাদল রিবা আন নাসিয়ায় পরিবর্তন হতে পারে কিনা	৬৭
২৮। রিবা আল ফাদল এর ক্ষেত্রে ফকীহগণের ইখতিলাফ	৬৭
২৯। রিবা সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর উক্তি ও ব্যাখ্যা	৬৯
৩০। সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করা উচিত	৬৯
৩১। যে সব বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে	৭১
৩২। সমজাতীয় জিনিসের ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি	৭৩
৩৩। গণনা করে ক্রয় বিক্রয় করা হয় এমন জিনিসের ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি	৭৩
৩৪। যে সকল লেনদেন সুদের পর্যায়ভুক্ত	৭৪
৩৫। সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য	৭৬
৩৬। ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য	৭৮
৩৭। ইসলামে রিবা (সুদ) হারাম হবার কারণ ও যৌক্তিকতা	৭৯
৩৮। ইসলাম ভক্তিতে প্রাধান্য দেয়, যুক্তিকে নয়	৮০
৩৯। ঈমানের দাবী ঃ খোদায়ী বিধান মানতেই হবে	৮১
৪০। সুদের নৈতিক কুফল	৮৩
৪১। সুদের সামাজিক কুফল	৮৪
৪২। সুদের অর্থনৈতিক কুফল	৮৫
৪৩। সুদের রাজনৈতিক কুফল	৮৬

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

৪৪। রিবা (সুদ) খাওয়ার অর্থ ৮৭
৪৫। চক্রবৃদ্ধি হারে রিবা (সুদ) গ্রহণ না করার তাৎপর্য ৮৮
৪৬। রিবা (সুদ) নিশ্চিহ্ন ও সাদাকাহ্ বৃদ্ধির তাৎপর্য ৮৯
৪৭। সুদখোরদের শাস্তির নমুনা ও পরিণাম ৯২
৪৮। সুদখোরদের শাস্তির কারণ ৯৫
৪৯। সুদ থেকে তওবাকারীদের পূর্ব অর্জিত সম্পদ ও তওবা ৯৬
৫০। তওবাকারীগণ মূলধন ফেরত পাবে কিনা ৯৮
৫১। বকেয়া পাওনা সুদের অবস্থা ৯৯
৫২। ব্যাংকে বর্তমান প্রচলিত সুদ নিষিদ্ধ কিনা ১০২
৫৩। প্রয়োজনে সুদভিত্তিক ঋণ নেয়া যায় কিনা ১০৩
৫৪। সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা ১০৫
৫৫। সুদের টাকা খরচ করার খাত ১০৬
৫৬। সুদী কারবার বাতিল করণে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিশ্বনবী (সাঃ) ১০৭
৫৭। সুদখোররা এতো সুখে সম্মানে কেন ঃ জবাব ১০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিনিয়োগের ইসলামী পদ্ধতি ও শর'য়ী বিধান

৫৮। বিনিয়োগ ও ক্রয় বিক্রয়ের ইসলামী পদ্ধতি ১১৩
৫৯। বাই মুরাবাহা পদ্ধতি (লাভে ক্রয় বিক্রয়) ১১৪
৬০। বাই মুরাবাহা'র শর'য়ী বিধান ১১৫
৬১। বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতি (বাকীতে ক্রয় বিক্রয়) ১১৯
৬২। বাই মুয়াজ্জাল এর শর'য়ী বিধান ১২০
৬৩। বাই সালাম পদ্ধতি (অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়) ১২৪
৬৪। বাই সালাম এর শর'য়ী বিধান ১২৭

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

৬৫। বাই মুদারাবা পদ্ধতি (উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ) ১৩০
৬৬। বাই মুদারাবা'র শ্রেণী বিভাগ ১৩১
৬৭। বাই মুদারাবা'র শর'য়ী বিধান ১৩২
৬৮। বাই মুশারাকা বা শিরকাত (অংশীদারী কারবার) ১৩৬
৬৯। বাই মুশারাকা বা শিরকাতের শ্রেণী বিভাগ ১৩৭
৭০। শিরকাতুল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্ব) ১৩৯
৭১। শিরকাতুল মুফাওয়াদা (সম-অংশীদারী কারবার) ১৪০
৭২। শিরকাতুল মুফাওয়াদা এর শর'য়ী বিধান ১৪০
৭৩। শিরকাতুল ইনান (অসম-অংশীদারী কারবার) ১৪৩
৭৪। শিরকাতুল ইনান এর শর'য়ী বিধান ১৪৩
৭৫। শিরকাতুস সানাই ও এর শর'য়ী বিধান ১৪৬
৭৬। শিরকাতুল ওয়াজুহ ও এর শর'য়ী বিধান ১৪৭
৭৭। ইজারা বা ভাড়া ১৪৮
৭৮। ইজারা বা ভাড়া এর শর'য়ী বিধান ১৪৯
৭৯। নিলামে ক্রয় বিক্রয় ১৫০
৮০। নিলামে ক্রয় বিক্রয়ের শর'য়ী বিধান ১৫১
৮১। ইসতিসনা (শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন) ১৫১
৮২। ইসতিসনা'র শর'য়ী বিধান ১৫২
৮৩। ইসলামের দৃষ্টিতে আল ওয়াদিয়া ১৫৩
৮৪। আল ওয়াদিয়া'র শর'য়ী বিধান ১৫৫
৮৫। আল ওয়াদিয়া ও আমানতের মধ্যে পার্থক্য ১৫৬
৮৬। ঋণ দান সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের উপদেশ ১৫৭
৮৭। ঋণ অনাদায়ীদের প্রতি বিশ্বনবীর (সাঃ) হুশিয়ারী ১৫৭

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং ঃ নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতি

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৮।	বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পটভূমি	১৬০
৮৯।	বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা	১৬৪
৯০।	বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	১৭২
৯১।	বাংলাদেশে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা	১৭৪
৯২।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৭৫
৯৩।	আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিত	১৭৬
৯৪।	আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৭৬
৯৫।	সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৭৮
৯৬।	শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৭৯
৯৬।	ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা	১৮০
৯৭।	ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	১৮২
৯৮।	ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলী	১৮৩
৯৯।	ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড	১৮৪
১০০।	ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য	১৮৪
১০১।	ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কেন	১৮৯
১০২।	ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী	১৯০
১০৩।	ইসলামী ব্যাংকের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম	১৯১
১০৪।	ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস	১৯২

ব্যাংকের পুঁজি সংগ্রহ

১০৫।	ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস	১৯৩
১০৬।	আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব	১৯৪
১০৭।	সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	১৯৫

www.pathagar.com

১০৮। বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ---- ১৯৬
১০৯। সাধারণ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব ---- ১৯৭
১১০। বিশেষ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব ---- ১৯৮
১১১। মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব ---- ১৯৯
১১২। অন্যান্য জমা হিসাব (Others Savings Deposit A/c) ---- ১৯৯
১১৩। শেয়ার মূলধন (Share Capital) ---- ২০০
১১৪। ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল (Own Capital) ---- ২০০
১১৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ ---- ২০০
১১৬। সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম ---- ২০০
১১৭। সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব এবং ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ---- ২০০
১১৮। সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ও মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ---- ২০২
১১৯। সুদী ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্ট এবং ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা টার্মস ডিপোজিট একাউন্টের মধ্যে পার্থক্য ---- ২০৪

ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি

১২০। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ---- ২০৫
১২১। বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ---- ২০৫
১২২। বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী ---- ২০৭
১২৩। বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ---- ২০৭
১২৪। বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী ---- ২০৮
১২৫। বাই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ---- ২০৯
১২৬। বাই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী ---- ২১০
১২৭। বাই মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ---- ২১০
১২৮। বাই মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী ---- ২১১

www.pathagar.com

১২৯। বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ২১২
১৩০। বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী ২১২
১৩১। হায়ার পারচেজ/হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিল্‌ক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ২১৩
১৩২। হায়ার পারচেজ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী ২১৪
১৩৩। ইজারা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (Leasing) ২১৪
১৩৪। ইজারা ও ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য ২১৫
১৩৫। নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ২১৫
১৩৬। কিস্তিতে বিক্রয় পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ২১৫
১৩৭। সরাসরি বিনিয়োগ (Direct Investment) ২১৬
১৩৮। অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ২১৬
১৩৯। বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল এর মধ্যে পার্থক্য ২১৬
১৪০। বাই মুয়াজ্জাল ও বাই সালাম এর মধ্যে পার্থক্য ২১৮
১৪১। বাই মুদারাবা ও বাই মুশারাকা এর মধ্যে পার্থক্য ২১৮
১৪২। হায়ার পারচেজ ও হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিল্‌ক এর মধ্যে পার্থক্য ২১৯
১৪৩। বাই মুয়াজ্জাল ও হায়ার পারচেজ এর মধ্যে পার্থক্য ২২০
১৪৪। ইজারা ও হায়ার পারচেজ এর মধ্যে পার্থক্য ২২১
১৪৫। ঋণ ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য ২২২

ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়

১৪৬। ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক কার্যাবলী ২২৩
১৪৭। এলসি খোলা তথা আমদানি বাণিজ্য ২২৩
১৪৮। ১০০% মার্জিনে এলসি খোলার নীতিমালা ও পদ্ধতি ২২৪
১৪৯। আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার নীতিমালা ও পদ্ধতি ২২৭
১৫০। শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার নীতিমালা ও পদ্ধতি ২২৯

www.pathagar.com

১৫১। ১০০% মার্জিনের এলসিতে আমদানী উত্তোর বিনিয়োগ পদ্ধতি ২৩১
১৫২। আংশিক বা শূন্য মার্জিনের এলসি-তে আমদানী উত্তোর বিনিয়োগ পদ্ধতি ২৩২
১৫৩। আমদানী উত্তোর স্বল্প সময়ের জন্যে বিনিয়োগ নীতিমালা ২৩৫
১৫৪। ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা (রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানি) ২৩৭
১৫৫। আভ্যন্তরীণ এলসি (Inland L/c) ২৩৭
১৫৬। রপ্তানি বাণিজ্য (Export) ২৩৮
১৫৭। রপ্তানি পূর্ব বিনিয়োগ নীতিমালা ও পদ্ধতি ২৩৮
১৫৮। ফরেন বিল পারচেজ (FBP) নীতিমালা ও পদ্ধতি ২৪২
১৫৯। ইনল্যান্ড বিল পারচেজ (IBP) ২৫২
১৬০। বৈদেশিক মুদ্রার আদান প্রদান (Remittance) ২৫২
১৬১। বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট ২৫৩
১৬২। বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় ২৫৩

পরিশিষ্ট

১৬৩। ইসলামী ব্যাংক ঃ আসলেই সুদমুক্ত কিনা? ২৫৪
১৬৪। ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং ঃ সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা ২৬২
১৬৫। গ্রন্থপুঞ্জী ২৭১

www.pathagar.com

লেখকের কথা

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

'ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং' পরিভাষাটি আধুনিককালে উদ্ভাবিত হলেও ইসলামী পদ্ধতি ও নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে ইসলামের শুরু থেকেই। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনও বায়তুল মালকে বহাল রেখে এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। বায়তুল মাল ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ।

কিন্তু কালের বিবর্তনের সাথে সাথে বিবিধ কারণে মুসলমানগণ তাঁদের হাতে আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। ক্রমান্বয়ে তাঁরা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে সুদী অর্থ ব্যবস্থার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। শত শত বছর সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে জড়িত থাকার ফলে বর্তমানে ব্যাংক বলতে অনেকে সুদকেই বুঝে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা বাণিজ্য, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং জনগণের অর্থের নিরাপত্তা বিধানে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থা জনগণের জন্যে প্রকৃত উপকারী ও কল্যাণমুখী তখনই হবে যখন ব্যাংক থেকে সুদ প্রথাটি রহিত হবে। তাই দেশ বিদেশের শত শত ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত, গবেষক, আইনবিদ ও ব্যাংকারদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

'ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং' পরিভাষাটি এখন আর তেমন নতুন নয়। কারণ বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের বয়স ইতিমধ্যে প্রায় তিন যুগের অধিক কাল পার হয়েছে। বাংলাদেশেও এর' বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায় এক যুগ। ইতিমধ্যে বিশ্বে দুই শতাধিক সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাদেশে ৫টি ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে প্রায় দুই শতাধিক শাখা। এদেশে ইসলামী

www.pathagar.com

ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে দ্রুতগতিতে এবং সফলতার সাথে এগিয়ে চলেছে। ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের প্রতি জনগণের উদ্বিপনা ও আগ্রহ্ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাহক সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে নতুন নতুন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করার প্রয়োজন হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের কর্মকান্ড, নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্যে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ্। কিন্তু বর্তমান বাজারে ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় লিখিত বইপত্রের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

অপরদিকে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়টি অনুপস্থিত থাকার কারণে যারা শিক্ষাজীবন শেষে কিংবা সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে এসে ইসলামী ব্যাংকে চাকুরীতে যোগদান করেন; প্রথম অবস্থায় তাঁদের অনেকেরই ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি জানা না থাকার কারণে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে সহজে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। ফলে অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। তাঁদের ভাষায়, "ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন আর সুদী ব্যাংকের লেনদেন তো দেখতে প্রায় একই রকম। তাহলে পার্থক্য কোথায়?" সুদী ব্যাংক থেকে এসে যারা ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক হন তাঁদেরও রয়েছে ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার আগ্রহ্। এছাড়া ডিপোজিটর এবং শিক্ষিত সাধারণ লোকদের জানার আগ্রহ্ তো আছেই। দেশের উচ্চ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নেই তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উগ্রতার সাথে আপত্তিকর বিভিন্ন মন্তব্যও করে থাকেন।

"ইসলামী ব্যাংক আসলেই কি সুদ মুক্ত? ইসলামী ব্যাংক সুদ খায় না তাহলে ব্যাংক ডিপোজিটরদের লাভ দেয় কোথা থেকে? সুদ ছাড়া ব্যাংক চলে আবার কিভাবে? সুদ না খেলে ব্যাংক ঋণ দেয় কিভাবে? সুদী ব্যাংক আর ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন তো একই রকম দেখি, পার্থক্য কোথায়? আসলে আপনারা ডাইরেক্ট সুদ খান না; একটু ঘুরিয়ে এভাবে খান।" এসব প্রশ্ন আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ অনেকেই আমাকে করে থাকেন।

আমি একটি ইসলামী ব্যাংকের সাথে খানিকটা জড়িত আছি বলেই হয়তো তাঁদের এতসব জিজ্ঞাসা। আর এসব জিজ্ঞাসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়তোবা

www.pathagar.com

তাঁদের ধারণা আমার নিকট হতে তাঁরা সঠিক জবাব ও তথ্য পাবে। আমিও তাঁদেরকে ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে সাধ্যমত বুঝানোর এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এত ব্যাপক বিষয়টি স্বল্পসরে কাউকে বুঝানো অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। এছাড়া এ বিষয়ে এ অধমের জ্ঞানও নিতান্ত কম। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপ হয় তখন, যখন আমার কোন আলেম বন্ধু বা শুভাকাঙ্খি আমাকে কোন গায়ের আলেম বা সাধারণ মানুষের সামনে প্রশ্ন করেন, ইসলামী ব্যাংক কি আসলেই সুদমুক্ত? আফসোস হয়! আমার ঐসব প্রিয় আলেম বন্ধুগণ দিনভর দ্বীনি খেদমতে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামী পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সমভাবে চিন্তা ও গবেষণা করার হয়তো সুযোগ পাচ্ছেন না। পরিতাপ হয় এ কারণে যে, বিজ্ঞ আলেম বন্ধুগণ একটুও চিন্তা করলেন না যে, তাঁদের এ একটি উক্তির কারণে সাধারন মানুষ কত বিভ্রান্তি ও বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারে এবং এ বাক্যটি ইসলামের জন্যে, একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে এবং রাষ্ট্রের জন্যে কত মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

তবে যে দেশের গোটা অর্থ ব্যবস্থা সুদ ভিত্তিক, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী শিক্ষা অবহেলিত এবং ব্যাপকভাবে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং শিক্ষা অনুপস্থিত এবং যে দেশের জনগণ দীর্ঘদিন যাবত সুদী অর্থব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, সে দেশের কিছু কিছু লোকের এরূপ ধারণা অস্বভাবিক কিছু নয়। এমতাবস্থায় সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ের উপর কিছু লিখার জন্যে হাতে কলম নেই ও প্রচেষ্টা চালাই। 'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' বইটি সে প্রচেষ্টারই বহিঃপ্রকাশ।

বইটি লিপিবদ্ধকরার সময় বহুলোকের সাথে সাক্ষাত করে তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে। জানতে চেয়েছি, তাঁরা ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে কোন্ কোন্ বিষয়াদি জানতে চান এবং কি কি জিজ্ঞাসা তাঁদের মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে। এছাড়া আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমীতে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি ক্লাস নিতে গিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল অভাব ও সমস্যা অনুভব করি। এ সকল বিষয়াদির উপর ভিত্তি করেই বইটি লিপিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। বইটি লিপিবদ্ধকরণে বিশেষ করে আমার কর্মজীবনের কিছু অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়েছে।

বইটি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের পাঠক পাঠিকাগণ বইটি দ্বারা উপকৃত হতে পারেন এবং সুদ ও

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যারা ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, যারা ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক এবং যারা ইসলামী ব্যাংকে সদ্য চাকুরীতে যোগদান করেছেন কিংবা যোগদান করতে আগ্রহী তাঁদের জন্যে বইটি বিশেষ উপকারে আসবে।

ইতিপূর্বে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর আমার লেখা 'ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা' নামক ২৫৬ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠক সমাজে এবং ইসলামী ব্যাংকারদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকায় উক্ত বই থেকে কিছু কিছু অংশ অত্র বইয়ে সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' বইটিকে মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'ইসলামের দৃষ্টিতে রিবা (সুদ), দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বিনিয়োগের ইসলামী পদ্ধতি ও শর'য়ী বিধান এবং তৃতীয় অধ্যায়ে 'ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিংঃ নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি' ইত্যাদি বিষয়াবলীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে একটি পরিশিষ্ট; যেখানে ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং এর প্রধান সমস্যাবলী আলোচিত হয়েছে। বইটি দ্বারা কোন পাঠক পাঠিকা খানিকটা উপকৃত হলেও আমি আমার এ শ্রমকে স্বার্থক বলে মনে করব।

বইটি লিপিবদ্ধকরণ ও মুদ্রণে যারা আমাকে তথ্য দিয়ে পরামর্শ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার জীবন সঙ্গীনী মাহমুদা রহমান আমাকে এ কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা ও সময় দিয়ে আমাকে লিখনীতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বইটিতে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। কারণ মানুষ মাত্রেই ভুলের উর্ধ্বে নয় এবং সবার চিন্তাধারাও এক রকম নয়। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বইটিকে নির্ভুল করতে। পাঠক সমাজের নিকট অনুরোধ বইটিতে মারাত্মক কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাকে অবহিত করা হলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন আমার এ শ্রম ও প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতি, উন্নতি, প্রসার ও সমৃদ্ধি দান করেন। আমীন- ছুম্মা আমীন!

– লেখক

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে রিবা (সুদ)

রিবার (সুদের) আয়াতসমূহের তালিকা

'রিবা (ربا) ' আরবী শব্দ। উর্দূ ও ফারসীতে বলা হয় 'সুদ (سود)'। আর বাংলায় বলা হয় 'কুসীদ'। বাংলা ভাষায় উর্দূ ও ফারসী 'সুদ' শব্দটি 'রিবা'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামে 'সুদ'কে সম্পূর্ণ রূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুদ ও এর প্রাসংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে ১৫টি আয়াতের অনুসন্ধান পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ ঃ

সূরা আল বাকারা ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০ এবং ২৮১	মোট ৭টি আয়াত
সূরা আলে ইমরান ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ১৩০ ও ১৩১	মোট ২টি আয়াত
সূরা আন নিসা ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ১৬০, ১৬১ ও ১৬২	মোট ৩টি আয়াত
সূরা মায়িদা ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ৬২ ও ৬৩	মোট ২টি আয়াত
সূরা রুম ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ৩৯	মোট ১টি আয়াত

		সর্বমোট ১৫টি আয়াত

উপরোক্ত ১৫টি আয়াতের মধ্যে ৭টি আয়াত হচ্ছে এমন যেখানে আল্লাহ্ পাক সরাসরি রিবা (ربا) শব্দ উল্লেখ পূর্বক রিবার (সুদের) কুফল, রিবার সাথে সংশ্লিষ্টদের মন্দ পরিণতি, হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভ্রষ্টতা ও কঠোর শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। আয়াত ৭টি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

সূরা আল বাকারা ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮ ও ২৭৯	= ৪টি আয়াত
সূরা আলে ইমরান ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ১৩০	= ১টি আয়াত
সূরা নিসা ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ১৬১	= ১টি আয়াত
সূরা রুম ঃ	আয়াত নম্বর ঃ ৩৯	= ১টি আয়াত

		মোট = ৭টি আয়াত

www.pathagar.com

কুরআনের ভাষায় রিবা (সুদ)

ইতিপূর্বে উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের ১৫টি আয়াত বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط
فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط
وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

১. "যারা সুদ খায়, তারা (হাশরে) সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ এ যে, তারা বলে, নিশ্চয়ই ব্যবসা তো সুদেরই অনুরূপ, অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর সুদকে করেছেন হারাম। অতএব, যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে, অনন্তর সে বিরত রয়েছে; তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই থাকবে, আর তার কৃতকর্ম থাকবে আল্লাহ্র উপর নির্ভর। আর যারা পুনরায় (সুদ গ্রহণ) আরম্ভ করবে, তারা অগ্নিবাসী হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।" —সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ٥

২. "আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সাদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ্ কোন অবিশ্বাসী পাপীদের ভালবাসেন না।"

—সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ٥

www.pathagar.com

৩. "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

–সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৭।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥

৪. "হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহকে ভয় কর। আর সুদের যা বকেয়া আছে তা পরিহার কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

–সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৮।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٥

৫. "কিন্তু যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ সুদ পরিহার না কর) তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সহিত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে। তোমরা অত্যাচার করবে না, তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না।"

–সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

৬. "আর যদি খাতক (ঋণ গ্রহীতা) অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার হুকুম আছে। আর মাফ করে দেয়া তোমাদের জন্যে আরো উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।"

–সূরা বাকারা, আয়াত ২৮০।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ قف ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ٥

www.pathagar.com

৭. "সে দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে এবং তাদের উপর কোন অবিচার করা হবে না।" –সূরা বাকারা, আয়াত ২৮১।

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ لَا تَاْكُلُو الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

৮. "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।" –সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ٥

৯. "তোমরা সে অগ্নিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" – সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩১।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ٥

১০. "ইহুদীদের সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের জন্যে বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি যা তাদের জন্যে হালাল ছিল, আর তারা বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিত।" –সূরা নিসা, আয়াত ১৬০।

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ٥

১১. "তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা) নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করত এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধনসম্পদ গ্রাস করত, আর আমি তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"

–সূরা নিসা, আয়াত ১৬১।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ

www.pathagar.com

وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط
اُوْلٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ٥

১২. "কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মু'মিনগণ, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও ঈমান আনে। আর যারা সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, আমি তাদেরকে মহা পুরস্কার দিব।"

–সূরা নিসা, আয়াত ১৬২।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَاكَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ٥

১৩. "তাদের অনেককেই তুমি দেখবে পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ (সুদ) ভক্ষণে তৎপর; তারা যা করে নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট।" –সূরা মায়িদা , আয়াত ৬২।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ
وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ٥

১৪. "রাব্বানীগণ (আল্লাহ্ওয়ালাগণ) ও যাজকগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ (সুদ) ভক্ষণে নিষেধ করে না? তারা যা করে নিশ্চয়ই তাও নিকৃষ্ট। –সূরা মায়িদা, আয়াত ৬৩।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ٥

১৫. "মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে রিবা (সুদ) দিয়ে থাকো, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে যে যাকাত প্রদান করে থাকো– এরূপ লোকেরাই আল্লাহ্র সমীপে প্রদত্ত মালে বৃদ্ধি পায়।" –সূরা রূম, আয়াত ৩৯।

www.pathagar.com

হাদীসের ভাষায় রিবা (সুদ)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বহু সংখ্যক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা রিবা (সুদ) হারাম প্রমাণিত। সুদের অবৈধতা এবং সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত মাত্র কয়েকটি হাদীস নিম্নে উদৃত হলো ঃ

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ٥

(১) হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সুদী লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, (পাপের দিক থেকে) তারা সকলেই সমান অপরাধী।" – সহীহ মুসলিম

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا اَيْسَرُهَا مِثْلُ اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ ٥

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সুদের মধ্যে তিয়াত্তরটি গুনাহ রয়েছে। আর সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজের মাতাকে বিবাহ করার সমতুল্য।" – মুসতাদরাকি হাকিম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا كَالَّذِىْ يَقَعُ عَلٰى اُمِّهٖ ٥

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "সুদের ভিতর সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য।"

– বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ

www.pathagar.com

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَنْزَلَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبًا يَاْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زِنْيَةٍ ٥

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার যিনা করা (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া) অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ।"

– মুসনাদে আহ্মাদ ও তিবরানী

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَاِنْ لَّمْ يَاْكُلْهَا اَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ وَ يُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ ٥

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন কোন মানুষই সুদ ব্যতীত বাকী থাকবে না। কেউ যদি সুদ না খায় কমপক্ষে সুদের ধোঁয়া বা ধূলিকণা হলেও তাকে স্পর্শ করবে। – আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ ٥

(৬) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের স্বাক্ষীদ্বয় ও সুদের লিখককে অভিসম্পাত করেছেন। – সহীহ্ তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসারী ও ইবনে মাজাহ্

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ

www.pathagar.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ
لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ لَمَّا اِنْتَهَيْنَا اِلَى السَّمَاءِ
السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقَ فَاِذَا اَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَ
صَوَاعِقٍ فَاَتَيْتُ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ
فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ
يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَكَلَةُ الرِّبٰوا ٥

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মি'রাজ রজনীতে আমি সপ্তম আকাশে পৌছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনী, বিদ্যুৎ ও প্রকট শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন এ সম্প্রদায়ের নিকট এলাম যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সর্পে ভরপুর। সর্পগুলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল সুদখোর সম্প্রদায়।" – মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ
الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ ٥

(৮) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিসম্পাত করতে শুনেছেন, সুদখোরের প্রতি, সুদদাতার প্রতি এবং সুদের ঋণপত্র লিখকের প্রতি। আরও অভিসম্পাত করেছেন দান খয়রাতে বাধা দানকারীর প্রতি। আর তিনি নিষেধ করতেন মৃতের জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হতে। – নাসায়ী

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ حَقٌّ

www.pathagar.com

عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيْقُهُمْ نَعِمَتَهَا- مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَاٰكِلُ الرِّبَا وَاٰكِلُ مَالِ الْيَتِيْمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْعَاقُ الْوَالِدَيْهِ ٥

(৯) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের কোন নিয়ামত ভোগ করার সুযোগও দিবেন না। এরা হলো ঃ (১) মদ্য পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) সুদখোর, (৩) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

– মুসতাদরাকি হাকীম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ٥

(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ক্ষতিকর সাতটি বিষয় থেকে তোমরা পরহেজ থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! সে সাতটি বিষয় কি? জবাবে তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, (২) যাদু বিদ্যা শিক্ষা ও প্রদর্শন করা, (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, (৪) সুদ ভক্ষণ করা, (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, (৬) ধর্ম যুদ্ধে পলায়ন করা এবং (৭) কোন স্বতী সাধবী রমণীকে অপবাদ দেয়া।

– সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اٰكِلُ الرِّبٰوا ٥

(১১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

– মুসতাদরাকি হাকিম

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاْتِىْ عَلٰى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ ٥

১২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন সে তার উপার্জন হালাল পন্থায়, না হারাম পন্থায় করল তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন বোধ করবে না।

– সহীহ্ বুখারী

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى وَسْطَ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْرُجَ رَمٰى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَ جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِىْ فِيْهِ لِحَجَرٍ

www.pathagar.com

فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ اٰكِلُ الرِّبَا ٥

১৩। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আজ রাতে (মি'রাজ রজনীতে) আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম। তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত নদীর তীরে পৌছে গেলাম। নদীর মধ্য খানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমন্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এ ভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী (সঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন)? তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর।

– সহীহ্ বুখারী

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا ٥

(১৪) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে ঋণ মুনাফা টানে তা রিবা (সুদ)।

– কানযুল উম্মাল ও জামে সগীর

عَنْ عَوْنَ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَتَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ ٥

১৫। হযরত আওন ইবনে আবি জুহাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

– সহীহ্ বুখারী

www.pathagar.com

রিবা'র (সুদের) হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নাম

সুদের অবৈধতা সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। যে সকল সাহাবায়ে কিরাম সুদের নিষিদ্ধতা, মন্দ পরিণতি এবং সুদী লেনদেন সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)
২. হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ)
৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)
৪. হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ)
৫. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ)
৬. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)
৭. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)
৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালা (রাঃ)
৯. হযরত আবু বাকরাহ্ (রাঃ)
১০. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)
১১. হযরত ফাযালা ইবনে আবী উবায়দা (রাঃ)
১২. হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ)
১৩. হযরত উসামা ইবনে যায়িদ (রাঃ)
১৪. হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ)
১৫. হযরত আবুল মিনহাল (রাঃ)
১৬. হযরত আওন ইবনে আবি জুহাইফা (রাঃ)
১৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)
১৮. হযরত মালিক ইবনে আওস (রাঃ)
১৯. হযরত সাহল ইবনে আবু হাছমা (রাঃ)
২০. হযরত আবুল বাখতারী (রাঃ)
২১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ)
২২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)
২৩. হযরত সুলায়মান ইবনে হারব (রাঃ)
২৪. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ্ (রাঃ) প্রমুখ।

www.pathagar.com

তৎকালীন আরবে যারা সুদী কারবারে জড়িত ছিল

সমগ্র আরব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুষ্ট ও বিষাক্ত ক্ষতটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল তা হচ্ছে সুদ বা কুসীদ। ইহুদী জাতিই সর্বপ্রথম সুদের প্রচলন ঘটায় এবং তা ক্রমান্বয়ে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদী সুদী ব্যবসায়ীরা তাদের এ ব্যবসার মাধ্যমে মদীনার সমাজে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। তাদের ধর্মে সুদ অবৈধ থাকা সত্ত্বেও তারা সুদী কারবার করত এবং তাদের যাজকগণ তাদেরকে এ অবৈধ ব্যবসায় বাধা দিত না কিংবা যাজকগণের বাধা তারা মানত না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের অনেককেই তুমি দেখবে পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে (সুদে) তৎপর; তারা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট" (সূরা মায়িদা ঃ ৬২)। "রাব্বানীগণ (আল্লাহ্ওয়ালাগণ) ও ইহুদী ধর্ম যাজকগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে (সুদ) নিষেধ করে না? তারা যা করে নিশ্চয় তাহাও নিকৃষ্ট" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৩)। মদীনার প্রসিদ্ধ 'আওস' ও 'খাযরাজ' গোত্রের মধ্যে বহুকাল ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পিছনে ছিল প্রধানতঃ ইহুদীদের এ সুদী ব্যবসা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ততবার আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন এবং তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়; আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না (সূরা মায়িদাঃ ৬৪)।

সাধারণত তৎকালীন আরব সমাজের ধনী ও বিত্তশালী লোকেরাই গরীব লোকদেরকে সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করত। মক্কার কুরাইশরা ছিল ধনী ও ব্যবসায়ী। তারাও সুদী কারবারের সাথে জড়িত ছিল। তাদের মাঝে যারা আমীর, ধনী ও বিত্তশালী ছিল তারা গরীব এবং কৃষকদেরকে শর্ত মাফিক সুদে ঋণ দিত। যতদিন পর্যন্ত ঋণ আদায় না হত, ততদিন আসল ও ঋণের টাকার পরিমাণ বাড়াতেই থাকত (মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ সুদ অধ্যায়)।

মুসলমানগণও সুদ হারাম হবার পূর্বে সুদী কারবারে জড়িত ছিল। বনু সাকিফ ও বনু মাখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার ছিল। বনু মাখযুম ছিল মুসলমান। এছাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)ও সুদী লেনদেন ও ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত ছিলেন (সীরাতুন নবী ঃ ৭ম খন্ড)। কিন্তু সুদ হারাম হবার সাথে সাথে তাঁরা

www.pathagar.com

সুদী লেনদেন ও ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ করেন। বিশ্বনবীর (সাঃ) নবুয়্যত প্রাপ্তির পর যারা নতুন মুসলমান হয়েছিলেন তাদের অনেকেই ইসলাম কবুল করার পূর্বে সুদী কারবারে জড়িত ছিলেন এবং ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে সুদ পরিহার করেন। এমনকি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর স্বয়ং চাচা হ্যরত আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুদী কারবারের মালিক ছিলেন (ইবনে জারীর, তাবারী)।

রিবা (সুদ) হারাম হবার সময়কাল ও এর ধারাবাহিকতা

রিবা হারাম হবার সময়কাল ও এর ধারাবাহিকতাকে প্রধানতঃ চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রথম স্তর ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন তিনি মদীনায় বিভিন্ন প্রকার সুদের প্রচলন দেখতে পেলেন। আর মদীনায় এ সকল সুদী ব্যবসার প্রধান হোতা ছিল ইহুদীরা। পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না, আল্লাহ্কে ভয় কর, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৩০)। আল কুরআনে নাযিলকৃত সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত এটিই সম্ভবত সুদের প্রথম আয়াত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সোনা ও রূপা বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করাকে সুদী কারবার বলে সাব্যস্ত করলেন। (সীরাতুন নবীঃ ২য় খন্ড) কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমজাতীয় পণ্যের পরিমাণে কমবেশী করে বিনিময় করাকে নিষেধ করেন। সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ ইহুদী ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন শুরু করেন (সীরাতুন নবী ঃ ২য় খন্ড)। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেন, সোনাকে সোনার মূল্যমান কমবেশী করে বিক্রি করাও সুদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সীরাতুন নবীঃ ২য় খন্ড)

দ্বিতীয় স্তর ঃ অতঃপর অষ্টম হিজরীতে সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধিবিধান অবতীর্ণ হতে থাকে। সূরা আলে ইমরান এর ১৩০ নম্বর আয়াতের পর সুদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম সূরা বাকারার ২৭৫ ও ২৭৬ নম্বর আয়াত

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হয়। উক্ত আয়াতে ঘোষণা করা হয়, "যারা সুদ খায়, তারা (হাশরের দিন) সে ব্যক্তির ন্যায় দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল (বেসামাল) করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ এ যে, তারা বলে, নিশ্চয় ব্যবসাতো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর সুদকে করেছেন হারাম। অতএব, যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে, অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে যা অতীত হয়েছে তা তারই থাকবে; আর তার কৃতকর্ম থাকবে আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে, তারা অগ্নিবাসী হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)। এরপর সূরা বাকারার পরবর্তী ২৭৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সাদাকাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।" তারপর অবতীর্ণ হয় সূরা রুম এর ৩৯ নম্বর আয়াত।

সুদ হারাম হবার সময়কাল ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা ও ৪ (চার) টি আয়াতকে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমেও সুদের নির্ঘাত হারাম হওয়ার কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়নি। বরং সুদী কারবার ছেড়ে দেয়ার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, সুদের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে, সুদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে, সুদখোরদের ভয় দেখানো হয়েছে, তাদের ভয়াবহ শাস্তি, অশুভ পরিণাম ইত্যাদি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রায় প্রত্যেকটি বিধানই মানব রচিত বিশ্বের অন্যান্য সকল বিধানের তুলনায় এক অনন্য স্বাতন্ত্রের অধিকারী। মানুষের জন্যে পালন করা কঠিন কিংবা কষ্টকর হবে এমন যে কোন বিধান অবতীর্ণের পূর্বে পবিত্র কুরআনে এর ফযীলত, সওয়াব, উপকারিতা ও অপকারিতা, শাস্তির কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের অন্তর ও মন মানসিকতাকে তা পালন করার জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। অতঃপর চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেমন– মদ, ব্যভিচার, সুদ ইত্যাদি।

তৃতীয় স্তর ঃ সুদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের বিধান পালন করার মত মানুষের মন মানসিকতা তৈরি হবার কিছুকাল পর অষ্টম হিজরীতেই অবস্থার গুরুত্ব আরো প্রকট হয়ে উঠলে সূরা আল বাকারার ২৭৮ ও ২৭৯ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয় এবং সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত এ দু'টি আয়াতই সম্ভবতঃ সর্বশেষ আয়াত।

উক্ত আয়াত সমূহে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ। আল্লাহ্কে ভয় কর। আর সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে তা পরিহার কর; যদি তোমরা সত্যিই

www.pathagar.com

মু'মিন হও (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৮)। "যদি তোমরা সুদ (সুদের ব্যবসা এবং বকেয়া দাবী) পরিহার না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হও। যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে। তোমরা অত্যাচার করবে না; তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। (অর্থাৎ বকেয়া পাওনা দাবী করে তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে না এবং কেউ তোমাদের মূলধন ফেরত না দিয়ে তোমাদের উপরও জুলুম করবে না)–সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯। উক্ত আয়াত সমূহ্ অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন। নবম হিজরীতে নাজরানবাসীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে এ শর্তও সংযুক্ত ছিল যে, "তোমরা সুদ গ্রহণ করবে না (আবু দাউদ)।

চতুর্থ স্তর ঃ দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র আরবের সকল সুদী কারবার বাতিল করেন এবং স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের সমুদয় সুদ বাতিল ঘোষণা করেন। আরাফাতের ময়দানে প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করলেন–

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاَنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِيْ بَنِيْ سَعَدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ ٥

অর্থাৎ "শুনে রাখো, জাহিলিয়্যাতের সমস্ত প্রথা আমার পদতলে সমাধিস্থ করা হলো। জাহিলী যুগের অন্যায় রক্তপাতের (প্রতিশোধমূলক রক্তপ্রবাহ) বিষয়টিও রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার আত্মীয় ইবনে রবীআ ইবনে হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিব হত্যার প্রতিশোধের বিষয়টি রহিত ঘোষণা করলাম। ইবনে রবীআ বনী সা'দ গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল (প্রতিপালিত হচ্ছিল)। হুযায়ল গোত্রের লোকেরা সেখানে তাকে হত্যা করেছিল। সর্বশেষে তিনি বললেন, জাহিলী যুগের প্রচলিত সুদের সমস্ত কারবার রহিত করা হলো। সর্ব

www.pathagar.com

প্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের সমুদয় সুদ বাতিল ঘোষণা করলাম" (সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, রবীআ ইবনে হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশ গোত্রের লোক এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চাচাত ভাই। তাঁর এক পুত্র সন্তান ছিল, নাম আয়াস। সে বনী সা'দ গোত্রে প্রতিপালিত হচ্ছিল। হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। যার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রতিশোধমূলক রক্ত প্রবাহ বন্ধের জন্যে সর্বপ্রথম নিজ খান্দানকে উপস্থিত করলেন এবং জাহেলী যুগের সকল অন্যায় রক্তপ্রবাহ্ বাতিল ঘোষণা করলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে ইবনে রবী'আর (রবীআর পুত্র) স্থলে স্বয়ং রবীআর নিহত হবার কথা উল্লেখ আছে। আসলে ইবনে রবীআ (রবীআর পুত্র আয়াস) এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। যেহেতু আয়াসের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা রবীআর উপর ফরজ ছিল, তাই কোন কোন রেওয়ায়েতে রবীআর পুত্রের স্থলে স্বয়ং রবীআর কথাই উল্লেখ আছে। (সহীহ্ মুসলিম ও আবু দাউদ)

সমগ্র আরব জুড়ে সুদী কারবারের ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে সমাজের অসহায় ও গরীব লোকেরা সব সময়ের জন্যে ঋণ দাতাদের নিকট গোলাম বনে গিয়েছিল। আজ সেই গোলামীর কুটিল জাল তিলে তিলে ছিন্ন করা হলো। এই কর্তব্য ও দায়িত্ব পরিপূর্ণ করার জন্যে এবং সুদী লেনদেনকে চিরতরে রহিত করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বপ্রথম নিজ খান্দানকেই উপস্থাপিত করলেন। ঘোষণা করলেন, "জাহিলী যুগের প্রচলিত সুদের সমস্ত কারবার রহিত করার হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের সমুদয় সুদ বাতিল করলাম।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুদী কারবারের সাথে জড়িত ছিলেন। সে সময় অনেকের নিকটই তিনি সুদের বকেয়া পাওনা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সুদের সকল বকেয়া পাওনা বাতিল ঘোষণা করলেন। সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এটিই ছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র আরব সমাজ থেকে সুদ রহিত করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, ইসলামী বিধান সমূহের মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার বিধান হচ্ছে সর্বশেষ বিধান।

www.pathagar.com

রিবা (সুদ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَاِنْ لَّمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهٖ وَيُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ ٥

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "এমন এক যুগ আসবে যখন কোন মানুষই সুদ (সুদের ব্যবহার) ব্যতীত বাকি থাকবে না। কেউ যদি সুদ না খায় কমপক্ষে সুদের ধোঁয়া বা ধূলিকণা হলেও তাকে স্পর্শ করবে।"

– আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ

প্রিয় পাঠক! বর্তমান যুগ কি সেই যুগ নয়? আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখব, বিশ্বনবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। গোটা বিশ্ব আজ পরিচালিত হচ্ছে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির উপর। মুসলিম বিশ্বও এর থেকে আলাদা নয়। মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে সুদী লেনদেনের সাথে। অফিস, আদালত, কলকারখানা, ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির সর্বত্রই চলছে সুদী লেনদেন। মানুষের ব্যবহারিক প্রতিটি জিনিস তথা জামা কাপড়, পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়ী ঘর, আসবাব পত্র ইত্যাদিতে ছড়িয়ে আছে সুদ। এক কথায় বলতে গেলে সুঁচ থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত প্রতিটি পণ্যেই মিশ্রিত আছে সুদ। যে সকল কল কারখানা ও ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো তৈরি হয় সেগুলোও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদ ভিত্তি ঋণের উপর। বলতে গেলে বর্তমান বিশ্বে আমরা কেউই সুদ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নই। কেউ প্রত্যক্ষভাবে সুদ খাচ্ছি, আবার কেউ হয়তো পরোক্ষভাবে কিংবা বাধ্য হয়ে সুদ খাচ্ছি। এ ব্যাপারে যেন আমাদের কোন ভাবনা নেই, দুঃখ নেই। নেই কোন প্রতিকার। মুসলমান নামধারী কেউ কেউ এমন আছেন যারা সুদ গ্রহণ করাকে নিজেদের ব্যবসা বলে দাবী করেন যা আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতকেও হার মানিয়েছে। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম। সুদী লেনদেনকে আল্লাহ

www.pathagar.com

পাক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার সামিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলমান হয়ে আজ আমরা সুদকে ধিক্কার দিচ্ছি না বরং অবাধে সুদী লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছি। অথচ মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব ছিল সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে সুদ মুক্ত যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি কায়িমের প্রচেষ্টা চালানো।

বায়হাকী ও ইবনে মাজায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "কোন সমাজে সুদের প্রচলন হলে সেখানে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যাবে, ব্যভিচারের প্রচলন হলে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এবং মাপে কম দেয়ার প্রথা চালু হলে আল্লাহ্ তায়ালা সেখানে বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন।"

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন, উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, সুদের প্রচলন হলে সেখানে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। পাগল ব্যক্তি কখনো নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে না। মঙ্গল অমঙ্গল বলতে সে কিছু জানে না। ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান তার লোপ পায়। তদরূপ আমরাও যেন আজ এক প্রকারের পাগল। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সুদকে হারাম করা, এর কুফল বর্ণনা করা এবং এর চূড়ান্ত ভয়াবহ্ পরিণামের কথা উল্লেখ করার পরও আমরা সুদকে পরিহার করছি না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন জাতি যখন ব্যভিচার ও সুদে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করার অনুমতি দেন।

রিবা (সুদ) সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের মনোভাব

ইসলামে সর্বপ্রকার সুদ হারাম। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মেই নয় অন্যান্য ধর্মেও সুদ হারাম বলে জানা যায়। পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের শরীআতেও সুদ (রিবা আন নাসিয়া) নিষিদ্ধ ছিল যার প্রমাণ প্রাচীন ধর্মপুস্তকগুলোতে রয়েছে। সুদ সম্পর্কে অন্যান্য ধর্ম ও কয়েকজন অমুসলিম মনীষীর মনোভাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. Exodus এর ২২তম স্তবকে বলা হয়েছে, If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usures neither shalt thou lay upon him usury

"তোমরা যদি আমার কোন লোককে অর্থ ঋণ দাও, যারা তোমাদের অপেক্ষা গরীব তাহলে তোমরা মহাজন হবে না এবং তোমরা তার নিকট থেকে সুদ আদায় করবে না।" কিন্তু ইহুদী জাতিই এ নিষেধাজ্ঞাকে প্রকাশ্যে অমান্য করে সুদী কারবার চালু করে।

www.pathagar.com

খ. হযরত মুসা (আঃ) এর উপর নাযিলকৃত কিতাব 'তাওরাত' বর্তমান বিশ্বের কোথাও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। বর্তমানে ইহুদীরা যে দু'টি গ্রন্থকে হযরত মুসা (আঃ) এর কিতাব বলে দাবী করছে সে দু'টিতেও সুদকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। Deuteronomy এর ২৩তম স্তবকে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ঋণ দেবে না- অর্থের উপর সুদ, দ্রব্য সামগ্রীর উপর সুদ এবং অন্য যে কোন জিনিস ঋণ দেয়া হয় তার উপর সুদ।"

গ. খৃষ্টান ধর্মের শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং রোমে পোপের আওতাধীন চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিভক্তি কাল পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' -এ সুদ নিষিদ্ধ উল্লেখ রয়েছে।

ঘ. অর্থনীতি বিশারদ অমুসলিম লর্ড কীনস বলেছেন, অর্থ বন্টনের অসমতা এবং পরিপূর্ণ কম বিনিয়োগের পথে বাধার কারণ হচ্ছে সুদ প্রথা। কেননা এর দরুন মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে।

জাহেলী যুগে রিবা (সুদ) গ্রহণের রীতি যেরূপ ছিল

ইসলামী শরীয়ায় যে সকল বিষয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে কঠোর। সুদ হচ্ছে একটি মারাত্মক প্রতারণা, শোষণের হাতিয়ার এবং মানবতার দুশমন। সুদী লেনদেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার সামিল। ইসলামে সর্ব প্রকার সুদ নিষিদ্ধ। চাই তা সরল সুদ হউক বা চক্রবৃদ্ধি সুদ; সুদের হার কম হউক বা বেশী; তা জাহেলী যুগে প্রচলিত থাকুক বা না থাকুক। বর্তমান যুগে এক শ্রেণীর সুদখোর পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তারা এ কথাও বলতে দ্বিধাবোধ করেন না যে, "ইসলাম জাহেলী যুগের প্রচলিত সুদকে নিষিদ্ধ করেছে; কিন্তু বিশ্বব্যাপী বর্তমান কালের প্রচলিত সুদ বা ব্যাকিং সুদ নিষেধাজ্ঞার আওতাভূক্ত নয়।" অথচ ইসলাম সকল প্রকার সুদকেই হারাম করা হয়েছে। এখানে এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, জাহেলী যুগে যে ধরনের সুদ প্রচলিত ছিল তা বর্তমানে শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয় বরং গোটা বিশ্বে সে ধরনের সুদেরই প্রচলন রয়েছে এবং সুদী ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহে জাহেলী যুগের সুদেরই আধুনিকায়ন করা হয়েছে। জাহেলী যুগে কি ধরনের সুদ এবং কোন

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় সুদের লেনদেন হতো তা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে তা থেকে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলোঃ

(১) তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে মুজাহিদের রেওয়ায়েত ক্রমে উল্লেখ আছে, জাহেলী যুগে আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এ যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে সুদের উপর বাকী দেয়া হতো। মেয়াদ শেষে দেনাদার যদি দেনা পরিশোধে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে তাকে আরো সময় দেয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা পরিশোধ করতে অক্ষম হতো, তাহলে সুদের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়া হতো।

(২) ইমাম রাজী (রঃ) তাফসীর কবীরে লিখেছেন, জাহেলী যুগে আরবে সুদের একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়ে তার নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো এবং মেয়াদ শেষে ঋণ গ্রহীতার নিকট মূলধন ফেরত চাইতো। ঋণ গ্রহীতা যদি তা আদায় করতে অক্ষম হতো তাহলে ঋণ গ্রহীতাকে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিতো।

(৩) ইমাম আবু বকর আল জাসসাসের (রঃ) আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে, যে ঋণে মেয়াদের হিসেবে কোন মুনাফা নেয়া হয় তা হচ্ছে 'রিবা আন নাসিয়া'। জাহেলী যুগে এ প্রকার রিবারই প্রচলনই ছিল। পবিত্র কুরআন এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে। জাহেলী যুগে লোকেরা একটি চুক্তির ভিত্তিতে ঋণের আদান প্রদান করতো। তাতে বলা হতো, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূলধনের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ ঋণ গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।

(৪) স্পেনের খ্যাতনামা তাফসীরবিদ আবু হাইয়্যান গারনাতী (রঃ) তাঁর রচিত 'তাফসীর বাহরে মুহীতে' সুদের (রিবার) সংজ্ঞায় লিখেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা অর্থ ঋণ দিয়ে সুদ গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতো।

(৫) তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (রঃ) লিখেছেন, জাহেলী যুগে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হতো।

www.pathagar.com

(৬) ইমাম তোয়াহ্বী (রঃ) 'শরহে মা'আনিউল আসার' গ্রন্থে লিখেছেন, "কোরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝানো হয়েছে, যা জাহেলী যুগে ঋণের উপর নেয়া হতো।" আরববাসীরা একে 'রিবা' নাম দিয়েছিল। পবিত্র কোরআন একেই সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে।

(৭) সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন, "অজ্ঞতার যুগে 'বনু আমর' 'বনু মুগিরাকে সুদের উপর ধার দিত। আর 'বনু মুগিরা' তাদেরকে সুদ পরিশোধ করত। ইসলাম আবির্ভাবের সময়ও 'বনু মুগিরা' অনেক সুদী ঋণগ্রস্থ ছিল। এমনিভাবে 'বনু মুগিরা' বনু সাকিফকেও সুদ দিত। (দুররে মানসুর)

(৮) আল্লামা শিবলী নো'মানী (রঃ) তাঁর সীরাতুন নবী (সাঃ) গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে যারা ধনী ও বিত্তবান ছিল, তারা গরীব এবং কৃষকদের শর্ত মাফিক সুদে ঋণ দিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণ আদায় না হত, ততক্ষণ আসল ও ঋণের টাকার পরিমাণ বাড়াতেই থাকত।

আল কুরআনে রিবা'র বিবিধ অর্থ ও বিশ্লেষণ

পবিত্র কুরআনে সুদ বা কুসীদ এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' (ربا) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। রিবা (ربوا অথবা ربا) লেখ্যরূপ ভিন্ন হলেও উচ্চারণ অভিন্ন। আরবী 'রিবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে আধিক্য, পরিবৃদ্ধি, চড়া, পরিবর্ধন, বেশী, বৃদ্ধি, স্ফীত, বিকাশ ইত্যাদি। রিবার ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে সুদ বা কুসীদ। সুদ (سود) হচ্ছে ফারসী ও উর্দূ শব্দ যা আরবী 'রিবা'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। বাংলা ভাষায় বলা হয় কুসীদ। 'সুদ' শব্দটি বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয় 'রিবা'র প্রতিশব্দ হিসেবে। ইংরেজীতে বলা হয় Usury (ইউজুরি), interest, interest on loan, premium for the use of money. রিবা'র দু'টি লেখ্যরূপই পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয়টিই বিশুদ্ধ। কুরআন মাজীদে রিবা শব্দটি উল্লেখিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ ٥

অর্থাৎ "যখন আমি উহার (ভূমির) উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।"

www.pathagar.com

(এখানে ربت তথা রিবা শব্দটি 'স্ফীত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)

– সূরা হাজ্জ, আয়াত ঃ ৫।

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ٥

অর্থাৎ "প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে।"

(এখানে رابيا তথা রিবা শব্দ 'চড়া বা বিকাশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)

– সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ১৭।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ٥

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাকে বর্ধিত করেন।"

(এখানে ربوا এবং يربى তথা রিবা শব্দ যথাক্রমে 'সুদ এবং পরিবৃদ্ধি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। – সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৬।

اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ٥

অর্থাৎ "যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও।"

(এখানে اربى তথা রিবা শব্দ 'আধিক্য বা বেশী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।) – সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ঃ ৯২।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَابِيَةً ٥

অর্থাৎ "তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে আরো শক্ত করে পাকড়াও করলেন।"

(এখানে رابية তথা রিবা শব্দ 'অধিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

– সূরা হাক্কা, আয়াত ঃ ১০

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِيَرْبُوْا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ٥

অর্থাৎ "মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে রিবা (সুদ) দিয়ে থাকো, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।"

(এখানে রিবা শব্দ 'সুদ এবং বৃদ্ধি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

–সূরা রূম, আয়াত ঃ ৩৯

www.pathagar.com

ইসলামে 'রিবা' অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হলেও সকল প্রকার বৃদ্ধিকে ইসলামে 'রিবা' (ربا) বলে আখ্যায়িত করে হারাম করা হয়নি। কারণ ব্যবসা বাণিজ্যেও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, যা 'মুনাফা' নামে আখ্যায়িত। মূলধনের এ বৃদ্ধি অর্থাৎ 'মুনাফা' সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা হারামও নয়। ইসলামে একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলে আখ্যায়িত করে হারাম করা হয়েছে, যা প্রদত্ত মূলধনের উপর চুক্তি মোতাবেক আদায় করা হয়। সুতরাং **একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্যের বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক পূর্বনির্ধারিত হারে কোন বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্য আদায় করা হয় কিংবা একই শ্রেণীভুক্ত মালের হাতে হাতে লেনদেন কালে কোন বিনিময় ব্যতীত অতিরিক্ত যে পরিমাণ মাল গ্রহণ করা হয় তাকে রিবা (সুদ) বলে।**

পবিত্র কুরআনে রিবাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের কোথাও রিবার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। এর কারণ এ হতে পারে যে, 'রিবা' শব্দটি আরবী। আরববাসীদের ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং রিবার আয়াতসমূহ যখন নাযিল হয় তখন আরববাসী 'রিবার' অর্থ সহজেই বুঝতে পেরেছিল। এছাড়া 'রিবা' হচ্ছে তৎকালীন আরবে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়্যত প্রাপ্তি এবং পবিত্র কুরআন নাযিলের পূর্বে জাহেলী যুগে রিবার লেনদেন প্রসার লাভ করেছিল ব্যাপক ভাবে। পবিত্র কোরআনে, 'রিবা' বলে কোন্ জিনিসকে বুঝানো হয়েছে তা তৎকালীন আরববাসীদের হয়তো বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। আর এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে 'রিবা'র অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাকারার আয়াত সমূহ যখন অবতীর্ণ হয় তখন এটা কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে কিরাম 'রিবা' শব্দের অর্থ বা স্বরূপ বুঝার জন্যে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং 'রিবা' শব্দের অর্থ বা স্বরূপ বুঝার জন্যে বিশ্বনবী (সাঃ) নিকট গিয়েছিলেন। বরং দেখা গিয়েছে যে, মদ্যপানের অবৈধতার বিধান অবতীর্ণ হবার সংগে সংগে যেমন তাঁরা তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তদরূপ রিবার অবৈধতার আয়াত নাযিল হবার সংগে সংগেই তারা 'রিবার' যাবতীয় লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

রিবা তৎকালীন আরবের একটি বহুল প্রচলিত শব্দ

আরবরা স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, তারা যাকে দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে 'রিবা' বলত এবং যার লেনদেন করত, পবিত্র কুরআন তাকেই হারাম ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছে। রিবার অর্থ শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরামগণই যে বুঝতে পেরেছিলেন তা নয়; বরং গোটা আরবজাতিই এর অর্থ বা স্বরূপ বুঝতে পেরেছিল। আর এ জন্যেই আরবের কাফির, মুশরিক ও ইহুদীরা খোদায়ী এ বিধানকে মেনে নিতে রাজি হল না। বরং তারা পাল্টা উত্তর দিয়েছিল যে,

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۝

"ক্রয় বিক্রয় (ব্যবসা) তো সুদেরই অনুরূপ।"

অর্থাৎ সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং সুদ হারাম হলে ক্রয় বিক্রয়ও হারাম হওয়া উচিত। অথচ তাদের দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের বলা উচিত ছিল,

إِنَّمَا الرِّبٰوا مِثْلُ الْبَيْعِ ۝

"সুদ তো ব্যবসারই মত" অর্থাৎ ব্যবসা হালাল হলে সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা ব্যবসার সাথে সুদকে তুলনা না করে বরং সুদের সাথে ব্যবসাকে তুলনা করে চালাকী ও ধৃষ্টতামূলকভাবে বলেছিল, "ব্যবসা তো সুদেরই মত।" কি একটা অদ্ভুত যুক্তি। অর্থাৎ তারা ব্যবসাকে সুদের সাথে তুলনা করে ব্যবসাকে হারাম করতে চেয়েছিল; যাতে করে মুসলমানরা ব্যবসা করে উন্নতি সাধন করতে না পারে। সুদকে হারাম করার কারণে তারা মুসলমানদের সাথে প্রতিহিংসায় জ্বলছিল। অথচ ব্যবসা আর সুদ এক জিনিস নয়। ব্যবসায়ী তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা তার লাভ লোকসানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। আর সুদ ভিত্তিক লেনদেনে সর্বাবস্থায় মূলধন নিরাপদ থাকে। লোকসান হয় না। আসলে তারা মুসলমানদের সাথে তিরস্কার করার জন্যেই এরূপ বলেছিল। সুতরাং সুদ বলতে আল্লাহ্পাক কোন্ জিনিসকে বুঝিয়েছেন তা গোটা আরব জাতি সহজে বুঝতে পেরেছিল বলেই সম্ভবতঃ পবিত্র কুরআনে সুদের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার তেমন কোন প্রয়োজন হয়নি।

কাফিরদের চালাকী ও ধৃষ্টতামূলক উক্তি

বিভিন্ন মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে রিবা'র সংজ্ঞা

পবিত্র হাদীসে পাকে এর সংজ্ঞা ও বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরামগণ এবং বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ রিবাকে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত

www.pathagar.com

করেছেন। নিম্নে রিবা বা সুদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো ঃ

১. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا ٥

অর্থাৎ "যে ঋণ কোন মুনাফা আকর্ষণ করে তাই রিবা (সুদ)।"

২. কিতাবুল ফিকহ্ আ'লাল মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

فَهُوَ زِيَادَةُ اَحَدِ الْبَدَلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّقَابِلَ هٰذِهِ الزِّيَادَةِ عِوَضٍ ٥

অর্থাৎ "একই জাতীয় কোন পণ্য সামগ্রীর পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোন বিনিময় ব্যতীত এক পক্ষ কর্তৃক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয়, সে অতিরিক্ত মাল বা অংশকে বলা হয় 'রিবা' বা 'সুদ'।" যেমন কেউ এক কেজি চাল দিয়ে হাতে হাতে দেড় কেজি চাল নিল। এখানে অতিরিক্ত আধা কেজি চালের কোন বিনিময় দেয়া হয়নি। ইসলামী শরীয়ায় এ অতিরিক্ত আধা কেজি চাল সুদ হিসেবে গণ্য।

৩. প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবু ইসহাক আল যাজ্জাজ (রঃ) এর মতে,

كُلُّ قَرْضٍ يُؤْخَذُ اَكْثَرُ مِنْهُ فَهُوَ رِبًا ٥

অর্থাৎ "ঋণের ক্ষত্রে আসলের অতিরিক্ত যা কিছু নেয়া হয় তা রিবা।"

(তাজুল আরুস ঃ রিবা দ্রঃ)

৪. আহকামুল কুরআন গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল আরাবী (রঃ) লিখেছেন,

اَلرِّبَا فِى اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِى الْاٰيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ ٥

অর্থাৎ "রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি। পবিত্র কুরআনে ঐ বৃদ্ধিকে বুঝানো হচ্ছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই।"

৫. রিবার সংজ্ঞা প্রসংগে মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে লেখা হয়েছে,

كُلُّ زِيَادَةٍ مَشْرُوْطَةٍ فِى الْعَقْدِ خَالِيَةٌ عَنْ عِوَضٍ مَشْرُوْعٍ ٥

www.pathagar.com

অর্থাৎ "শরীয়া সম্মত বিনিময় ব্যতীত চুক্তির শর্তানুযায়ী যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয় তাকে 'রিবা' বলে।"

৬. ইমাম আবু বকর আল জাসসাস (রঃ) ও ইমাম আল রাযীর (রঃ) মতে (আহ্কামুল কুরআন, মিসর)

هُوَالْقَرْضُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلٰى الْمُسْتَقْرِضِ ٥

অর্থাৎ "যে ঋণ আদায়ের একটি মেয়াদ শর্তরূপে থাকে এবং গ্রহীতার উপর আসলের অধিক মাল দিবার শর্ত আরোপিত থাকে তাই রিবা।

৭. ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে সুদের সংজ্ঞা প্রসংগে লেখা হয়েছে, "ইসলামী শরীয়ায় 'সুদ' ঐ মালকে বলা হয়েছে যা মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়, যার কোন বিনিময় নেই।"

৮. মুফতি আমীমুল ইহ্সান (রঃ) তাঁর কাওয়াইদুল ফিকহ্ গ্রন্থে লিখেছেন,

اَلرِّبَا هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عَوْضٍ بِمِعْيَارٍ شَرْعِى مَشْرُوطَةٍ لِاَحَدِ الْمُتَاعَا قِدَيْنِ فِى الْمُعَا وَضَةِ ٥

"চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ পারস্পরিক লেনদেনে শরীয়া সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করে তাকে 'রিবা' বলা হয়।"

৯. যে উপহারের পিছনে অপেক্ষাকৃত অধিক বা উচ্চতর প্রতিদানের লোভ থাকে তাকেও রিবা বলা হয়। সূরা রূম, আয়াত নম্বর ৩৯-এ বলা হয়েছেঃ মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে রিবা দিয়ে থাকো, আল্লাহ্‌র নিকট তা বৃদ্ধি হয় না (فلا يربوا)। ইবনে জারীর (রঃ) এর মতে এ রিবা উপরোক্ত উপহারকে বুঝায়।

এমনিভাবে বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ বিশ্বনবী (সাঃ) এর হাদীসের ভিত্তিতে রিবাকে (সুদকে) বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে পৃথিবীর মানুষের সামনে পেশ করে গিয়েছেন। মোদ্দকথা সর্বপ্রকার সুদ ইসলামে অবৈধ। সেটা জাহেল যুগে প্রচলিত থাকুক বা না থাকুক।

উল্লেখ্য যে, রিবা (সুদ) কেবলমাত্র ঋণ কিংবা নগদ টাকা পয়সার মধ্যেই

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ নয়; বরং ক্রয় বিক্রয় এবং পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রেও অনেক ব্যবস্থা এরূপ আছে, যা ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে সুদী লেনদেন বলে সাব্যস্ত হয়।

রিবা'র (সুদের) প্রকারভেদ

রিবা (সুদ) দুই প্রকার। যথা-

[১] **রিবা আন নাসিয়া** (ربا النسيئة) বা মেয়াদী ঋণের সুদ (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩২৭)। অর্থাৎ ঋণের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে মূলধনের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশ। সে ঋণ নগদ অর্থও হতে পারে, আবার পণ্যও হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই 'রিবা আন নাসিয়া'র উদ্ভব ঘটে।

[২] **রিবা আল ফাদল** (ربا الفضل) বা হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে আদায়কৃত অতিরিক্ত অংশ। অর্থাৎ একই জাতীয় জিনিসের হাতে হাতে ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময়ের সময় কম বেশী করে বিনিময় করা হলে 'রিবা আল ফাদল' এর উদ্ভব ঘটে। বিনিময়ের জিনিস পণ্য হউক বা মুদ্রা হউক। কেউ কেউ 'রিবা আল ফাদল'কে বাংলায় সংক্ষেপে 'মালের সুদ' বলে বঙ্গানুবাদ করেছেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ ২২শ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৩৭)

তবে উল্লেখ্য যে, সমজাতীয় জিনিসের কেবলমাত্র হাতে হাতে অসম বিনিময়ের ক্ষেত্রেই 'রিবা আল ফাদল' এর উদ্ভব ঘটে।

রিবা আন নাসিয়ার অবৈধতা কুরআনের দ্বারা প্রমাণিত; আর রিবা আল ফাদল এর অবৈধতা হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত।

রিবা আন নাসিয়ার সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

নাসিউন (نسيئ) শব্দের অর্থ হচ্ছে মেয়াদ, সময় নেয়া, বাকী দেয়া বা দেরী করা। সুতরাং রিবা আন নাসিয়া (ربا النسيئة) হচ্ছে যে রিবা (সুদ) মেয়াদ বা সময়ের অনুপাতে ঋণের উপর নেয়া হয়। এ হিসেবে 'রিবা আন নাসিয়া'র অর্থ হচ্ছে মেয়াদী ঋণের সুদ। পবিত্র কুরআন একেই সাকুল্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সে জন্য একে **'রিবা উল কুরআন'** (ربا القران) বলা হয়। অন্য দিকে অজ্ঞতার (জাহিলিয়্যাত) যুগে এ প্রকার লেনদেন রিবারূপেই পরিচিত ছিল; সেজন্যে একে **'রিবা উল জাহিলিয়্যাত'** (ربا الجاهلية) ও বলা হয়।

www.pathagar.com

বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ রিবা আন নাসিয়াকে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

১. হাদীস শরীফে বলা হয়েছে كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا অর্থাৎ যে ঋণ (কর্জ) মুনাফা আকর্ষণ করে তাই রিবা (রিবা আন নাসিয়া)।

২. প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবু ইসহাক আল-যাজ্জাজ (রঃ)-এর মতে كُلُّ قَرْضٍ يُؤْخَذُ بِهِ اَكْثَرُ مِنْهُ فَهُوَ رِبًا ٥ অর্থাৎ ঋণের ক্ষেত্রে আসলের অতিরিক্ত যা কিছু নেয়া হয় তাই রিবা। (তাজুল আরূস, রিবা দ্রঃ)। এ সংজ্ঞাটি হাদীস রূপে হযরত হারিস ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী উসামা এর মাসনাদেও পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে যাজ্জাজের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি হাদীস ভিত্তিক।

৩. মুজামু লুগাতিল ফুফাহা কিতাবে রিবা আন নাসিয়া'র সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে

كُلُّ الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوْطَةِ فِى الْعَقْدِ خَلِيَةٌ عَنْ عِوَضٍ مَشْرُوْعٍ ٥

অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদের বিপরীতে শরীয়া সম্মত কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত চুক্তির শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত অর্থ বা মাল প্রদান করা হয় তাকেই রিবা (রিবা আন নাসিয়া) বলে।

৪. প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ফুদালা ইবনে আবীদ (রাঃ) এর মতে

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا ٥

অর্থাৎ যে ঋণ মুনাফা আকর্ষণ করে অর্থাৎ মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয়। তাই রিবা (রিবা আন নাসিয়া)।

৫। ইমাম আবুবকর আল জাসসাস (রঃ) ও ইমাম আল রাযীর (রঃ) মতে–

هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ الْاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ ٥

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে ঋণ আদায়ের একটি মেয়াদ শর্তরূপে থাকে এবং গ্রহীতার উপর আসলের অধিক মাল দিবার শর্ত আরোপিত থাকে তাই রিবা (রিবা আন নাসিয়া) – আহ্কামুল কুরআন।

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের ভিত্তিতে রিবা আন নাসিয়ার সংজ্ঞা এভাবে বলা যায় যে, **"একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্যের বিপরীতে মেয়াদান্তে চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্য আদায় করা হয় তাকে 'রিবা আন নাসিয়া' বলে।"**

এ শ্রেণীর রিবা (সুদ) কেবল ঋণের ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়, সময়ের অনুপাতে মূলধনের অতিরিক্ত অংশের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং শর্ত হিসেবে তা আদায় করা হয়। ঋণ নগদ অর্থও হতে পারে আবার পণ্যও হতে পারে।

যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ২০০ টাকা এক বৎসরের জন্যে এ শর্তে ঋণ দিল যে, এক বৎসর পর ঋণদাতাকে ২৩০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। এখানে মূলধন ২০০ টাকার অতিরিক্ত যে ৩০ টাকা পরিশোধের শর্ত করা হয়েছে তার কোন বিনিময় নেই। বরং এটা হচ্ছে সময়ের ব্যবধানের ফল। সুতরাং এক্ষেত্রে ৩০ টাকা হচ্ছে রিবা আন নাসিয়া। অনুরূপভাবে কেউ যদি, কাউকে ১ মণ চাল এক মাস বা এক বৎসরের জন্যে এ শর্তে ঋণ দেয় যে, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে দেড় মণ চাল দিবে। তাহলে এ অতিরিক্ত আধা মণ চাল হবে 'রিবা আন নাসিয়া' বা মেয়াদী ঋণের সুদ।

তবে বিনা শর্তে এবং স্বেচ্ছায় যদি আসলের অর্থাৎ মূলধনের উপর কিছু দেয়া হয় তাহলে তা রিবা হবে না। কারণ হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঋণ পরিশোধের সময় কিছু অতিরিক্ত দিতেন এবং বলতেন خيركم احسنكم قضاء অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় মূলধন অপেক্ষা অধিকতর বা উৎকৃষ্টতর কিছু প্রদান করে (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্জরূপে গৃহীত একটি উটের বাচ্চার বদলে একটি পূর্ণবয়স্ক উট দিয়েছিলেন। এ আধিক্য রিবারূপে গণ্য নহে। কারণ ইহা مشروط বা পরিশোধের শর্ত হিসেবে ছিল না। বরং স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

রিবা আন নাসিয়ার নিষিদ্ধতার বিবরণ

এ প্রকারের রিবা হারাম হবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। বরং সকল মুসলমানদের মধ্যে সর্বসম্মত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোন সময়ই এর মধ্যে কোন প্রকারের সংশয় বা সন্দেহ দেখা দেয়নি। পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের শরীআতেও রিবা আন নাসিয়া নিষিদ্ধ ছিল যার প্রমাণ প্রাচীন ধর্মপুস্তকগুলিতে রয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারা-র যে ক'টি আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে মূলতঃ রিবা আন নাসিয়া-কেই বুঝানো হয়েছে এবং হারাম ঘোষণা করা হয়েছে; সেজন্যে একে **রিবা উল কুরআন** বলা হয়। জাহেলী যুগে রিবা আন নাসিয়া-র অধিক প্রচলন ছিল এবং একেই তারা 'রিবা' বলে জানত।

রিবা-উল-কুরআন ও রিবা-উল-জাহিলিয়্যাত

তাই এ প্রকারের রিবাকে 'রিবা উল জাহিলিয়্যাত'ও বলা হয়। ইমাম তোয়াহবী (রঃ) শরহে মা'আনিউল আসার গ্রন্থে লিখেছেন, কুরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সে রিবা-কেই বুঝানো হয়েছে যা ঋণের উপর নেয়া হতো। অর্থাৎ রিবা আন নাসিয়া। জাহেলী যুগে একেই রিবা বলা হতো। প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (রঃ) মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, "জাহেলী যুগের প্রচলিত ও কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হল, কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা মাল গ্রহণ করা।" অর্থাৎ রিবা আন নাসিয়া। আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সুদেমূলে পরিশোধ করতে না পারলে মূলধনের সাথে অতিরিক্ত পাওনা অর্থ যোগ করে সম্পূর্ণ অর্থের উপর পুনরায় নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করার শর্তে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। ইসলামী শরীয়ায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। সরলসুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ উভয়ই ইসলামে হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

প্রাথমিক পর্য্যায়ে সুদের বিধি বিধান কেবলমাত্র ঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ ঋণের ক্ষেত্রে দেয় ঋণের অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হতো (রিবা আন নাসিয়া)। যে রকম ভাবে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন انما الربا فى النسيئة অর্থাৎ রিবা (সুদ) কেবলমাত্র ঋণের সাথেই সম্পৃক্ত।

পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে সকল জিনিসের ক্রয় বিক্রয়, আদান প্রদান ও বিনিময়ে সুদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোও একটি

www.pathagar.com

সতর্কতাও নিবারণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যাতে মানুষ সুদের ধারে কাছেও যেতে না পারে।

রিবা আন নাসিআর নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

রিবা আন নাসিয়া সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তালিকা

পবিত্র কুরআনে যে রিবাকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হচ্ছে রিবা আন নাসিয়া। পবিত্র কুরআনে মোট ১৫টি আয়াত খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে রিবার নিষিদ্ধতা ও কুফল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত নম্বর ২৭৫ হতে ২৮১	= মোট ৭টি আয়াত
সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত নম্বর ১৩০ হতে ১৩১	= " ২ " "
সূরা নিসা ঃ আয়াত নম্বর ১৬০ হতে ১৬২	= " ৩ " "
সূরা মায়িদা ঃ আয়াত নম্বর ৬২ ও ৬৩	= " ২ " "
সূরা রুম ঃ আয়াত নম্বর ৩৯	= " ১ " "
	মোট ১৫টি আয়াত

উপরোক্ত ১৫টি আয়াতের মধ্যে ৭টি আয়াত হচ্ছে এমন যেখানে আল্লাহ্ পাক রিবা শব্দ উল্লেখ পূর্বক প্রত্যক্ষ ভাবে রিবার নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আয়াত গুলো হচ্ছে–

সূরা বাকারা ঃ আয়াত নম্বর ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮ ও ২৭৯	= মোট ৪টি আয়াত
সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত নম্বর ১৩০	= " ১ " "
সূরা নিসা ঃ আয়াত নম্বর ১৬১	= " ১ " "
সূরা রুম ঃ আয়াত নম্বর ৩৯	= " ১ " "
	মোট ৭টি আয়াত

উল্লেখিত ৭টি আয়াত 'কুরআনের ভাষায় সুদ' সূচীতে অর্থ সহ উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

রিবা আন নাসিয়ার বৈশিষ্ট্যাবলী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রিবা আন নাসিয়ার অবৈধতা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতে রিবা আন নাসিয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এটাকে তারা বিরা হিসেবেই জানত। তাই পবিত্র কুরআনে যখন রিবার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয় তখন তাদের বুঝতে বাকি ছিল না যে, পবিত্র কুরআন কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছে। বর্তমান বিশ্বে ব্যাংক, বীমা ও ইন্সুরেন্স কোম্পানীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সুদী লেনদেন হচ্ছে তা মূলত রিবা আন নাসিয়া। এ প্রকার সুদের বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে দেয়া হলো। রিবা আন নাসিয়ার উদ্ভব ঘটে ঋণের ক্ষেত্রে। ঋণ সংক্রান্ত যে কোন লেনদেনে উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, যদি নিম্নের বৈশিষ্ট্যাবলী একসাথে পাওয়া যায় তাহলে তা সুদী লেনদেন (রিবা আন নাসিয়া) বলে গণ্য হবে।

রিবা আন নাসিয়ার বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) লেনদেন ঋণ সংক্রান্ত বিষয় হওয়া। ঋণ নগদ অর্থ হউক অথবা দ্রব্য সামগ্রী হউক।

(২) ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকা।

(৩) মূলধনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকা।

(৪) ঋণ দানের শর্ত হিসেবে পূর্ব নির্ধারিত হারে মূলধনের অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করা।

(৫) অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয় তার কোন বিনিময় না দেয়া।

(৬) সময়ের অনুপাতে মূলধনের অতিরিক্ত অংশের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া।

(৭) উপরের বিষয়গুলোকে লেনদেনের শর্ত হিসেবে গণ্য করা।

ঋণদানের ক্ষেত্রে যে কোন উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, লেনদেনে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যেগুলো একসাথে পাওয়া গেলেই তা নিঃসন্দেহে সুদী লেনদেন (রিবা আন নাসিয়া) বলে গণ্য হবে।

রিবা আল ফাদল এর সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

আল ফাদল (الفضل) শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত। সমজাতীয় কোন জিনিসের হাতে হাতে অসম বিনিময়ের ক্ষেত্রে রিবা আল ফাদল (ربا الفضل) নিহিত। যথা এক মণ গমের বিনিময়ে হাতে হাতে এক মণের অতিরিক্ত গম

www.pathagar.com

গ্রহণ করা। মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে 'রিবা আল ফাদল' এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে–

بَيْعُ شَيْئٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا ٥

অর্থাৎ "রিবা সম্পৃক্ত একই জাতীয় মালের ক্রয় বিক্রয় কালে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যে অতিরিক্ত অংশ প্রদান করে তাকে 'রিবা আল ফাদল' বলে।

কিতাবুল ফিক্হ আ'লাল মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থে বলা হয়েছে।

هُوَ زِيَادَةُ اَحَدِ الْبَدَلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّقَابِلَ هٰذِهِ الزِّيَادَةِ عِوَضٍ ٥

অর্থাৎ একই জাতীয় কোন জিনিসের একই মজলিসে পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোন বিনিময় ব্যতীত এক পক্ষ কর্তৃক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয়, সে অতিরিক্ত মাল বা অংশকে বলা হয় রিবা (রিবা আল ফাদল)।

সুতরাং রিবা আল ফাদল এর সংজ্ঞা এ ভাবে দেয়া যায় যে, **"ওজন বা পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ সমজাতীয় কোন জিনিসের হাতে হাতে ক্রয় বিক্রয় বা লেনদেন কালে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তাকে 'রিবা আল ফাদল' বলে।** রিবা আল ফাদল কেবল মাত্র সমজাতীয় জিনিসের হাতে হাতে অসম বিনিময়ের ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়ে থাকে। বিনিময়ের জিনিস দ্রব্যও হতে পারে, নগদ মুদ্রাও হতে পারে। যেমন কেউ যদি দুই মন যবের হাতে হাতে বিনিময়ের সময় আড়াই মণ যব গ্রহণ করে তাহলে অতিরিক্ত আধা মণ যব হবে 'রিবা আল ফাদল'। কারণ অতিরিক্ত আধা মণ যবের কোন বিনিময় দেয়া হয় নাই। আর যদি এ ধরনের লেনদেন বাকীতে কম বেশী করে হয় অর্থাৎ দুই মন যব একমাসের জন্যে ঋণ দিয়ে মেয়াদান্তে চুক্তি মোতাবেক আড়াই মণ যব গ্রহণ করা হয় তাহলে অতিরিক্ত আধা মণ যব হবে 'রিবা আন নাসিয়া'। সুতরাং একই জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে গুণ ও মানগত দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকলেও লেনদেনে/বিনিময়ে কোনরূপ পার্থক্য বা কমবেশী করা যাবে না। বরং বিনিময়ের সময় পরিমাণে অবশ্যই সমান সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে। আর যদি লেনদেন কর্জে হাসানা উদ্দেশ্য হয় তাহলে বিনিময় বাকীতে করা যাবে কিন্তু পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। শর্ত মোতাবেক কমবেশী করা হলে তা সুদী লেনদেন (রিবা আন নাসিয়া) হবে।

www.pathagar.com

হাদীসের ভাষায় রিবা আল ফাদল

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَ التَّمَرُ بِا لتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمَثَلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًابِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًابِيَدٍ ٥

১. হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ আদান প্রদান করা হলে পরিমান সমান সমান এবং হাতে হাতে (নগদ) আদান প্রদান করতে হবে। তবে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর পরস্পরের সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছে করতে পার কিন্তু হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে। –সহীহ্ মুসলিম, মুসনাদ, আহ্মদ, নাসায়ী

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اِسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى الاٰخِذُوَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءً ٥

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের

www.pathagar.com

বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সেক্ষেত্রে পরিমাণে সমান সমান এবং হাতে হাতে আদান প্রদান করতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী গ্রহণ করবে সে সুদী লেনদেনকারী সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই সমান অপরাধী সাব্যস্ত হবে।
–সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَي بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ٥

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, পরিমাণে সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, এক দিকে অপর দিক অপেক্ষা বেশী করো না। রূপার বিনিময়ে রূপা পরিমাণে সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, এক দিকে অপর দিক অপেক্ষা বেশী করো না। আর উপস্থিতের বিনিময়ে অনুপস্থিতকে বিক্রয় করো না। –সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ (ص) عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اِلَّاسِوَاءً بِسِوَاءٍ وَاَمَرَنَا اَنْ تَشْتَرِى الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّتِ كَيْفَ شِئْنَا ٥

৪. হযরত আবু বাকরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রৌপ্যের সাথে রৌপ্যের এবং স্বর্ণের সাথে স্বর্ণের সমতা ব্যতিরেকে ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। উপরন্তু তিনি বলেছেন, রৌপ্যের সাথে স্বর্ণ্যের ও স্বর্ণ্যের সাথে রৌপ্যের যেভাবে ইচ্ছে (অর্থাৎ কমবেশী করে) ক্রয় বিক্রয় করতে পারো।
–সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًوا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًوا اِلَّاهَاءَوَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًوا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًوا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ رِبًوا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ ٥

৫. হযরত উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সহিত যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে উহা সুদী লেনদেন হবে। রৌপ্যের বিনিময় রৌপ্যের সহিত যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে উহা সুদী লেনদেন হবে। গমের বিনিময় গমের সহিত যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে উহা সুদী লেনদেন হবে। যবের বিনিময় যবের সহিত যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে উহা সুদী লেনদেন হবে। খেজুরের বিনিময় খেজুরের সহিত যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে উহা সুদী লেনদেন হবে। —সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمَرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ اَكُلُّ تَمَرِخَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِاصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلِ ذٰلِكَ ٥

৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে খায়বর এলাকায় চাকরি দিলেন। ঐ ব্যক্তি তথা হতে খুব ভাল খেজুর নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উহা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, খায়বরের সব খেজুর কি এরূপ উত্তম হয়? ঐ ব্যক্তি বলল, না- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ)। আমরা এরূপ এক ছা খেজুর দুই ছা খেজুরের বিনিময়ে

www.pathagar.com

গ্রহণ করে থাকি। কিংবা ভাল দুই ছা খেজুর খারাপ তিন ছা এর বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, এরূপ বিনিময় করো না। বরং নিম্নমানের খেজুর মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি কর। অতঃপর প্রাপ্ত মুদ্রা দ্বারা ভাল খেজুর ক্রয় কর। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইহাও বললেন, ওজন করা বস্তু সম্পর্কেও এ বিধানই (অর্থাৎ এক জাতীয় বস্তুদ্বয়ে বিনিময় হলে বস্তুদ্বয়ে ভাল মন্দের বিরাট ব্যবধান থাকলেও ঐ বস্তুদ্বয়ের সরাসরি বিনিময়ে কমবেশী করা যাবে না; করলে তা সুদী লেনদেন গণ্য হয়ে হারাম হবে। ভালমন্দের পার্থক্য করতে হলে ঐ বস্তুদ্বয়ে সরাসরি বিনিময় না করে উপরোল্লিখিত নিয়মে মুদ্রার দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় করতে হবে। তাতে ভালমন্দের ব্যবধানও হবে এবং জায়েজও হবে।)

– সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (ص) قَالَ جَاءَ بِلَالٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِتَمَرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ (ص) مِنْ اَيْنَ هٰذَا قَالَ كَانَ عِنْدَنَا تَمَرٌ رَدِىٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبٰوا عَيْنُ الرِّبٰوا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمَرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِبِهٖ

৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত বিল্লাল (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট 'বর্নী' প্রজাতির খেজুর নিয়ে আসলে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রকার খেজুর কোথা হতে পেলে? তিনি বললেন, আমার নিকট খারাপ খেজুর ছিল; আমি উহার দুই ছা' খেজুর এক ছা এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি। তা শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন, ওহ্ এ তো প্রকৃত সুদী লেনদেন হয়েছে। ওহ্ এ তো সুদী লেনদেন হয়েছে। এরূপ করো না; বরং তুমি উহা (তথা খারাপ খেজুর পরিমাণে বেশী দিয়ে কম পরিমাণে উত্তম খেজুর লাভ) করতে হলে (মুদ্রার বিনিময়ে) খারাপ খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করবে; অতঃপর (সেই মুদ্রায়) উত্তম খেজুর ক্রয় করবে।

– সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَى عَشَرَدِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا

www.pathagar.com

فَوَجَدْتُ فِيهَا اَكْثَرَ مِنْ اِثْنٰى عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتّٰى تَفَصَّلَ ٥

৮. হযরত ফাযালা ইবনে আবী উবায়দা (রাঃ) বলেন, আমি খায়বর বিজয়ের সময় বার দিনার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একটি মালা ক্রয় করলাম। ঐ মালায় স্বর্ণদানাও ছিল এবং মূল্যবান পাথরও ছিল। আমি মালাটিকে ভেঙ্গে তার মধ্য থেকে মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণ আলাদা করলাম। তা থেকে বার দিনারেরও অধিক স্বর্ণ পেলাম। অতঃপর আমি ঐ ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এভাবে ভবিষ্যতে আর স্বর্ণ ও পাথরের তৈরী মালা স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না; যতক্ষণ না মালা থেকে মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণকে আলাদা আলাদা করে দেয়া হয়।

– সহীহ্ তিরমিজি, আবুদাউদ ও নাসায়ী।

(উল্লেখিত ক্ষেত্রে পাথর মিশ্রিত স্বর্ণের চেইন বা মালা স্বর্ণমুদ্রার সহিত বিনিময় হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মালার স্বর্ণকে ভিন্নভাবে দেখতে হবে যে উহার পরিমাণ কত? মালার স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারিত না করলে স্বর্ণমুদ্রার সহিত বিনিময় জায়েজ হবে না। পাথর মিশ্রিত স্বর্ণের চেইন স্বর্ণমুদ্রার সাথে বিনিময় করতে হলে চেইনের স্বর্ণ অপেক্ষা মুদ্রার স্বর্ণের পরিমাণ অবশ্য বেশী হতে হবে নতুবা জায়েজ হবে না। কেননা মুদ্রার স্বর্ণ হতে চেইনের স্বর্ণের পরিমাণ স্বর্ণ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট সামান্য স্বর্ণটুকু পাথরের বিনিময় ধরা হবে। স্বর্ণ মুদ্রার স্বর্ণের পরিমাণ যদি চেইনের স্বর্ণ হতে কম পরিমাণ হয় তাহলেতো জায়েজই হবে না। আর যদি স্বর্ণ মুদ্রার স্বর্ণ চেইনের স্বর্ণের সমপরিমাণ হয় তাহলেও জায়েজ হবে না। কারণ পাথরের বিনিময়ে তো সামান্য স্বর্ণ অবশ্য থাকতে হবে।)

عَنْ عُبَادَةَ اِبْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلاَ التَّمَرَ بِالتَّمَرِ وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلٰكِنْ بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقَ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ

www.pathagar.com

وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمَرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمَرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ ٥

৯. হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করো না– যে যাবৎ না উভয় দিকের বস্তু সম পরিমাণের হয়, উভয় দিক হতে হাতে হাতে লেনদেন হয় এবং উপস্থিত মজলিসে হস্তগত হয়। হাঁ, রৌপ্যর বিনিময়ে স্বর্ণ, স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে গম, গমের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে খেজুর, খেজুরের বিনিময়ে লবণ উভয় পক্ষ হতে হাতে হাতে আদান প্রদানে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারো। (অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় জিনিসের পারস্পরিক লেনদেনে কমবেশী করা যাবে কিন্তু লেনদেন অবশ্যই হাতে হাতে হতে হবে।) – মিশকাত।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ اٰخِرَمَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبٰوا وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوْا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ ٥

১০. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, সুদ হারাম হবার আয়াতই শেষ আয়াত। (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে সুদ হারাম হবার পরে তাতে আর কোন পরিবর্তন হয় নি)। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাত হয়ে গিয়েছে অথচ সুদের (অসংখ্য শাখা প্রশাখার) পূর্ণ বিবরণ আমাদের সম্মুখে রেখে যান নি, সুতরাং কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সুদ এবং যে যে বিষয়ে সুদের কোন প্রকার সন্দেহ হয় তাও তোমরা বর্জন করবে। – ইবনে মাজাহ্

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ ٥

www.pathagar.com

১১. হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়, অতঃপর ঋণ গ্রহীতা দাতাকে কোন উপহার বা হাদিয়া দেয়; তবে উহা গ্রহণ করবে না। যদি গ্রহীতা যানবাহনের উপর দাতাকে বসাতে চায় তবে উহার উপর বসবে না। অবশ্য যদি ঋণ নেয়ার পূর্ব হতে তাদের মধ্যে ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকে তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা। – ইবনে মাজাহ

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمَرُ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخَلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَ كُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَادِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ ٥

১২। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা বিভিন্ন রকমের খেজুর পেতাম। অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর। আর সেগুলো আমরা (ভাল) এক ছা' খেজুরের বিনিময়ে দুই ছা' করে বিক্রি করতাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, এক ছা' (খেজুরের) পরিবর্তে দুই ছা' (খেজুর) এবং এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করা যাবে না। –সহীহ বুখারী

রিবা আল ফাদল এর নিষিদ্ধতার বিবরণ

রিবা আল ফাদল নিষিদ্ধ হয়েছে হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহে রিবা আল ফাদলকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমান সমান (مثلا بمثل) এবং হাতে হাতে (يدا بيد) হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী গ্রহণ করবে সে সুদী লেনদেনকারী সাব্যস্ত হবে (فقد اربى)। সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান অপরাধী (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

উক্ত হাদীসে ৬টি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যার প্রত্যেক প্রজাতির সমজাতীয় দ্রব্যের পরস্পর লেনদেনের সময় পরিমাণে সমান সমান হতে হবে

www.pathagar.com

এবং হাতে হাতে হতে হবে। যেমন স্বর্ণের সাথে স্বর্ণের কিংবা খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় করা হলে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে, কমবেশী করে বিনিময় করা যাবে না এবং বিনিময় হাতে হাতে করতে হবে, বাকীতে করা যাবে না। এর বিপরীত হলে তা সুদী লেনদেন হবে। একই জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে গুণ ও মানগত দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকলেও লেনদেনে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না। বরং সমান সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় করতে হবে। কারণ একই জাতীয় দু'টি পণ্য বা দ্রব্যের বিনিময়ের প্রয়োজন তখনই হয় যখন জাতিগত অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দ্রব্য বা পণ্য দু'টির মধ্যে গুণ ও মানগত পার্থক্য থাকে। এক্ষেত্রে সমজাতীয় দ্রব্য যদি কম বেশী করে বিনিময় করা হয় তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউ-ই তার নিজ নিজ পণ্যের প্রকৃত মূল্যমান জানতে পারল না। ফলে মানুষের মধ্যে এমন একটি মানষিকতার জন্মলাভ করবে যা মানুষকে সুদী লেনদেনের দিকে ধাবিত করবে।

আরবে সমজাতীয় জিনিসের বিনিময় প্রচলিত ছিল এবং তাতে পরিমাণের তারতম্য ঘটত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আশংকা করেছিলেন যে, এ প্রকারের লেনদেন ক্রমান্বয়ে রিবা-র রূপ লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেই বলেছেন, انى اخاف عليكم الربا অর্থাৎ তোমাদের উপর আমার রিবার আশংকা হচ্ছে (কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ২৩২ পৃঃ)। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি সতর্কতা ও নিবারণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে রিবা আল ফাদল-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কতক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এ নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ অনবহিত ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ)। তিনি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস لا ربا الا فى النسيئة

রিবা আল ফাদল এর নিষিদ্ধতা একটি সতর্কতা ও নিবারণমূলক ব্যবস্থা

অর্থাৎ "মেয়াদী ঋণ ব্যতীত অন্য কিছুতে রিবা (সুদ) নেই।" এ মতের উপর ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) যখন তাঁকে রিবা আল ফাদল এর অবৈধতা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) তওবা করে তাঁর পূর্বমত পরিহার করলেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, রিবা দ্রঃ)। অধিকাংশ ফকীর মতে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের অর্থ হচ্ছে ভিন্ন জাতিয় জিনিস যেমনঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় যদি পরিমাণে কমবেশী করে বাকীতে করা হয় তাহলে রিবা হবে। আর হাতে হাতে বিনিময় হলে রিবা হবে না।

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ একদা হযরত বিল্লাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট বর্ণী প্রজাতির কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন, এ খেজুর তুমি কোথা থেকে আনলে? বিল্লাল (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমাদের খেজুর খারাপ ছিল তাই আমি আমাদের দুই ছা' পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে এক ছা' পরিমাণ ভাল খেজুর ক্রয় করে এনেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ (اوه عين الربوا عين الربوا) আহ্! এটাতো সুদেরই মত হলো, এতো সুদের মতোই। (لا تفعل) কখনো এরূপ করোনা। তোমরা যদি ভাল খেজুর পেতে চাও তাহলে প্রথমে তোমার খেজুর বাজারে বিক্রি করবে। তারপর প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে ভাল খেজুর ক্রয় করে নিবে। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, এক ব্যক্তি খায়বর থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে খেজুর বিনিময় করে নিয়ে আসলে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) ঐরূপ উক্তি করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন, এরূপ বিনিময় আর করবে না। বরং নিম্নমানের খেজুর প্রথমে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে, অতঃপর প্রাপ্ত মুদ্রা দিয়ে উন্নতমানের খেজুর ক্রয় করে আনবে।

নিয়ম ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে হালাল ও হারাম

আলোচ্য হাদীস সমূহে সমজাতীয় বস্তুদ্বয়ের বিনিময়ে একটি সরাসরি নিয়ম ও পদ্ধতিকে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে। আর একটু ঘুরানো অপর নিয়মকে হালাল বলা হয়েছে। আধুনিককালে এক শ্রেণীর লোক এরূপ ব্যবধানের প্রতি নাক সিঁটকায়ে থাকেন। তাদের মতে উভয় নিয়মের শেষফলতো একই। কাজেই যে কোন একভাবে বিনিময় করলেই তো হলো। কিন্তু মনে রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে যে, উভয় নিয়মের চূড়ান্ত ফলাফল এক হলেও অর্থাৎ একই জাতীয় জিনিসের ভালটি কম এবং মন্দটি বেশী প্রাপ্তির লেনদেন হলেও নিয়ম বা পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য এবং শেষ ফলেও রয়েছে ব্যবধান। একটি পদ্ধতিতে নিম্নমানের খেজুরের মালিক তাঁর খেজুরের ন্যায্য মূল্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদে তাকে প্রতারিত হবার, ঠকবার এবং আফসুস করার সম্ভাবনা থাকে এবং নিজের মালের মূল্যমান জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে এটি হারাম। আর অপর নিয়মে তার মালের ন্যায্য মূল্য জানবার এবং ক্রয় বিক্রয় করা আর না করার অধিকার থাকে। এছাড়া

www.pathagar.com

পরবর্তিতে তাকে আফসুস করার কিংবা প্রতারিত বা ঠকবার সম্ভাবনাও থাকে না। ফলে এ নিয়মটি হালাল। আর এ নিয়মদ্বয়ে হালাল হারামের ব্যবধান স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বিধান গত নিয়মের পার্থক্যে এরূপ ব্যবধান মোটেই বিচিত্র নয়। লক্ষ্য করুণ, বিবাহ্ বন্ধন একটি বিধানগত নিয়ম, যদ্বারা একই নারী জাতির মধ্যে হালাল হারামের ব্যবধান হয়। বৈধ নিয়মে হালাল এবং অবৈধ নিয়মে হারাম হয়। এখন যে কোন নারীকে একই অঙ্গের অধিকারী দেখে এবং শেষফল একই হয় মনে করে কেউ যদি স্ত্রীর ন্যায় অন্য যে কোন নারীকে সমভাবে হালাল মনে করে তাহলে তা হবে মারাত্মক পাপ বা অপরাধ। কোন বিবেকবান লোকই বোন বা শালিকা-কে নারী বলে নিজের স্ত্রীর ন্যায় মনে করতে পারে না। তদরূপ লেনদেনের ক্ষেত্রেও উভয় পদ্ধতিকে এক মনে করা যাবে না। এক নিয়মে হবে হারাম, আর অপর নিয়মে হবে হালাল। সুদের প্রচলন রোধের উদ্দেশ্যে যে সকল ক্রয় বিক্রয়ে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে তাও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

সুতরাং একই জাতীয় দু'টি জিনিসের বিনিময় যদি করতেই হয় তাহলে দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটিকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। **প্রথমটি হচ্ছেঃ** লেনদেন সমান সমান এবং হাতে হাতে করতে হবে। কমবেশী করা যাবে না। আর **দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ** বিনিময়ের একটি পণ্যকে বাজার দরে বিক্রি করবে এবং প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে সেই প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে আনবে। উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করা না হলে তা সুদী লেনদেন হবে এবং এ ধরনের লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে।

তবে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের অসম বিনিময়ে অর্থাৎ এক জাতীয় দ্রব্যের সাথে অন্য জাতীয় দ্রব্যের কমবেশী করে বিনিময় করা হলে তা সুদ হবে না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, পরস্পরের বিনিময় অবশ্য হাতে হাতে করতে হবে। বাকীতে করা যাবে না। যেমন স্বর্ণের সাথে রৌপ্যের কিংবা খেজুরের সাথে লবণের বিনিময় করা হলে পরিমাণে কমবেশী করা যাবে কিন্তু হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে। কারণ হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ভিন্ন জাতের বস্তুর পরস্পরের সাথে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছে করতে পার (فبيعوا كيف شئتم) কিন্তু হাতে হাতে ক্রয় বিক্রয় হতে হবে (اذا كان يدا بيد)।

www.pathagar.com

রিবা আল ফাদল এর বৈশিষ্ট্যাবলী

রিবা আল ফাদল এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ক্রয় বিক্রয়/বিনিময়ের জিনিস একই শ্রেণীভূক্ত অর্থাৎ সমজাতীয় হওয়া।
২. ওজন অথবা পরিমাপের দ্বারা জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এমন জিনিস হওয়া।
৩. হাতে হাতে বিনিময় হওয়া।
৪. হাতে হাতে বিনিময়ের সময় কম বেশী করে বিনিময় করা।

উপরের ৪টি বৈশিষ্ট্য যদি কোন ক্রয় বিক্রয়/লেনদেনে এক সাথে পাওয়া যায় তাহলেই তা সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে এবং রিবা আল ফাদল এর উদ্ভব ঘটবে। আর যদি কোন একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান না থাকে তাহলে তাতে সুদের উদ্ভব বা সংযোগ ঘটবে না। তবে ৩নং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ হাতে হাতে বিনিময় না হয়ে যদি বাকীতে বিনিময়/ক্রয় বিক্রয় হয় এবং লেনদেনের শর্ত হিসেবে কমবেশী করে লেনদেন হয় তাহলে রিবা আন নাসিয়ার উদ্ভব ঘটবে।

রিবা আল ফাদল, রিবা আন নাসিয়ায় পরিবর্তন হতে পারে কিনা

রিবা আল ফাদল কখনো কখনো রিবা আন নাসিয়ায় পরিণত হতে পারে। আর এটা তখনই হবে যখন সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় জিনিসের লেনদেন বাকীতে হবে। অর্থাৎ ওজন অথবা পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ একই শ্রেণীভুক্ত জিনিসের হাতে হাতে বিনিময় না হয়ে যদি বাকীতে বিনিময় করা হয় তাহলে তা সুদী লেনদেন হবে এবং বাকীতে বিনিময়ের শর্ত হিসেবে যদি কম বেশী করা হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশ হবে 'রিবা আন নাসিয়া'। এছাড়া ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত জিনিসের বিনিময় যদি কমবেশী করে বাকীতে বিনিময় করা হয় তাহলেও তা হবে 'রিবা আন নাসিয়া'।

রিবা আল ফাদল এর ক্ষেত্রে ফকীহগণের ইখতিলাক

সুদের বিধি নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত বিধিনিষেধ সম্পর্কিত আয়াত সমূহের অন্তর্ভূক্ত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রিবা আন নাসিয়ার অবৈধতা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে যে রিবাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হচ্ছে রিবা আন নাসিয়া অর্থাৎ ঋণের উপর যা নেয়া হতো। জানা যায়, পবিত্র কুরআনে সুদের বিধি নিষেধ অবতীর্ন হবার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম সুদী লেনদেনকে পরিহার করেছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় বা সন্দেহের মধ্যে পড়েন নি।

www.pathagar.com

কারণ তাঁরা এ কথা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তৎকালীন আরবে যে জিনিসটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং যাকে তৎকালীন আরবরা রিবা বলে জানত পবিত্র কুরআন সেটিকেই হারাম করেছে। আর তা হচ্ছে রিবা আন নাসিয়া বা ঋণের উপর সুদ। পরবর্তীতে ফকীহ্গণের মধ্যেও রিবা আন নাসিয়া সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়, সন্দেহ্ ও মতবিরোধ দেখা দেয়নি।

অপরদিকে রিবা আল ফাদল এর অবৈধতা হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। সুদের আয়াত অবতীর্ন হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েক রকম ক্রয় বিক্রয়, লেনদেনকে রিবা'র অন্তর্ভূক্ত করেন; যা তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন আরববাসীরা এগুলোকে রিবা বলে জানত না। যেমন তিনি ৬টি পণ্য (اموال ربوية-রিবা সম্পৃক্ত সামগ্রী) সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলোর পারস্পরিক বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয়, করতে হলে পরিমাণে সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। হাতে হাতে কম বেশী করে ক্রয় বিক্রয় করা হলে কিংবা বাকীতে ক্রয় বিক্রয় হলে তা রিবা অর্থাৎ সুদী লেনদেন হবে। এছাড়া তিনি বাইয়ে মুজাবানা অর্থাৎ বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহ্রিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করা এবং বাইয়ে মুহাকালা অর্থাৎ জমিনস্থ্ খাদ্য শস্য যেমন ডাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদিকে শুকনো পরিস্কার করা খাদ্য শস্য যেমন ডাল, গম, ভুট্টা, ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এ যে, হাদীসে সুদের ৬টি পণ্যের নাম উল্লেখ আছে। আর তা হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর ও লবণ। উপরের ৬টি দ্রব্য বা পণ্যের মধ্যে ২টি দ্রব্য (স্বর্ণ ও রৌপ্য) হচ্ছে এমন, যা মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে না। কিন্তু এ ২টি দ্রব্য হচ্ছে মৌলিক জিনিস যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সকল জিনিসের মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়। তৎকালীন যুগে সমস্ত মুদ্রা খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী হতো এবং ঐ স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য হতো মুদ্রা গুলোর মূল্য। স্বর্ণের তৈরী মুদ্রাকে বলা হতো দিনার, আর রৌপ্যের তৈরী মুদ্রাকে বলা হতো দিরহাম। সে যুগে দিনারের সাথে দিনারের এবং দিরহামের সাথে দিরহামের বিনিময় করার প্রয়োজন মাঝে মাঝে দেখা দিতো। যেমন রুমী দিনারের সাথে ইরানী দিনার এবং ইরাকী দিরহামের সাথে রুমী দিরহাম বিনিময় করার প্রয়োজন হতো। এতে এক শ্রেণীর লোক অবৈধভাবে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো। বাকী ৪টি পণ্য হচ্ছে এমন যা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে এবং ওজন ও পরিমাপের সাহায্যে যার পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুদ কী উপরোক্ত ৬টি দ্রব্যের মধ্যেই

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ? নাকি এগুলো ছাড়া আরো কিছু দ্রব্য এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হবে? এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই হয়তো হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছিলেন, যা আহকামুল কোরআন ও তাফসীর ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত হয়েছে–

اِنَّ اٰيَةَ الرِّبَا مِنْ اٰخِرِمَا نُزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ قَبْلَ اَنْ يُّبَيِّنَهُ لَنَا فَدَعُوْا الرِّبَا وَالرِّيْبَةَ ٥

রিবা সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর উক্তি ও ব্যাখ্যা

অর্থাৎ "সুদের আয়াত হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত সমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। (তাই এখন থেকে সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী) যেটি সুদ সেটি পরিহার করো এবং যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ দেখা দেয় সেগুলোও পরিহার করা উচিত। "

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর উক্তিতে এরূপ ধারণা করার কোন অবকাশ নেই যে, "রিবা'র অর্থই অস্পষ্ট। এতে গবেষণা করতে হবে। কিংবা রিবা সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর মনে কোন সন্দেহ বা খটকা ছিল।" কারণ যে রিবা (সুদ) সাহাবায়ে কিরামগণ পরিহার করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সম্পর্কে আইনজারী করে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর মনে কোনরূপ সন্দেহ বা খটকা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এরূপ চিন্তাও করা যায় না। বরং হযরত

সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করা উচিত

উমর ফারুক (রাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল, ক্রয় বিক্রয় ও আদান প্রদানে সেসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তিকরণ, যেগুলোকে জাহেলী যুগে সুদ মনে করা হতো না; যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আর সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধতায় ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারেও তিনি সুস্পষ্ট সমাধান দেন যে, সুদের সন্দেহ হয়, এরূপ লেনদেনকেও পরিহার করতে হবে।

কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে–

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ

www.pathagar.com

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ
بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا
شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ اَتْرَكَ
وَمَنْ اِجْتَرَاءَ عَلٰى مَايَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اَوْشَكَ
اَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِىْ حِمٰى اللّٰهِ مَنْ
يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ ٥

হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, হালাল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এতদ দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। সুতরাং গোনাহ্ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন বিষয় যদি কেউ বর্জন করে তাহলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গোনাহ্র বিষয়ও ছেড়ে দিবে। আর যে কাজ করলে গোনাহ্ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন কাজ কেউ করার দুঃসাহস করলে সে প্রকাশ্য গোনাহ্র কাজেও জড়িয়ে পড়বে। গোনাহ্সমূহ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ চারণক্ষেত্র। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ চারণ ক্ষেত্রের আশে পাশে বিচরণ করবে তার সেখানে (নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে) অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাই বেশী রয়েছে। –সহীহ্ বুখারী ও তিরমিজি

সুতরাং রিবা আন নাসিয়া'র ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম এবং ফকীহ্গণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নেই এবং রিবা আল ফাদলও হারাম হবার ব্যাপারে সবাই ঐক্যমত। কিন্তু রিবা আল ফাদলের ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত ৬টি জিনিসের (اموال ربوية। রিবা সম্পৃক্ত সামগ্রীর) ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময়ের মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ? না এগুলো ছাড়া আরো কিছু জিনিসের ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময়ের মধ্যে রিবার সংশ্রব আছে এবং এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে– এ সকল প্রশ্নের সরাসরি জবাব হাদীসে বিস্তারিত ভাবে খুঁজে না পাওয়ার কারণে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং হযরত উমর (রাঃ) এর সন্দেহও ছিল এ পর্যায়ের। পরবর্তীতে ফকীহ্গণের মধ্যেও এ বিষয়ে মতানৈক্য (ইখতিলাফ) দেখা দেয়।

তবে ফকীহ্গণ এ বিষয়ে একমত যে, ৬টি দ্রব্যে হারামের বিধান আরোপিত হবার অবশ্যই কিছু কারণ (علت) আছে এবং ঐ একই কারণ (علت) যদি অন্য

www.pathagar.com

যে সব বিষয়ে ফকীহ্গণের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে

কোন দ্রব্যে পাওয়া যায় তাহ্লে সেই হুকুম (حكم) অর্থাৎ হারামের বিধান অন্য দ্রব্যেও আরোপিত হবে। তবে হারামের মানদন্ড বা কারণ (علت) নির্দিষ্ট করণের ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ফকীহ্র মতামত তুলে ধরা হলো

(১) হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) এর মতে হাদীসে উল্লেখিত কেবল ৬টি দ্রব্য তথা স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর ও লবণের বিনিময়ের মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ। এগুলো ছাড়া বাকী সমস্ত একই জাতীয় দ্রব্যের অসম লেনদেন করা হলে তা সুদী লেনদেন হবে না। হযরত উসমানুল বাত্তী, তাউস ও যাহেরীয়াও (যারা কিয়াস মানে না) এ মত পোষণ করেন।

(২) ইমাম মালেক (রঃ) এর মতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে কারণ (علت) বা হারামের মানদণ্ড হচ্ছে মুদ্রাযোগ্য (ثمنية) হওয়া। আর বাকী ৪টি দ্রব্যের মধ্যে কারণ (علت) হচ্ছে খাদ্য (طعام) ও গুদামজাত যোগ্য (ذخيرة) হওয়া। সুতরাং একই জাতীয় মুদ্রা এবং যে সব দ্রব্য সামগ্রী খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং গুদামজাত করে রাখা হয় সেগুলোর ক্রয় বিক্রয়/বিনিময় সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। অন্যথায় তা সুদী লেনদেন হবে। এছাড়া অন্যান্য সমজাতীয় দ্রব্য অসম লেনদেন করা হলে তা সুদী লেনদেন হবে না।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে হারামের মানদণ্ড বা কারণ (علت) হচ্ছে মুদ্রা যোগ্য (ثمنية) হওয়া। আর বাকী ৪টি দ্রব্যের কারণ (علت) হচ্ছে খাদ্য জাতীয় দ্রব্য (طعام) হওয়া। অর্থাৎ একই জাতীয় মুদ্রা এবং যে সকল দ্রব্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোর অসম বিনিময়ের ক্ষেত্রে রিবার বিধান জারী হবে। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব (রঃ) এ মতের অনুসারী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)ও অনুরূপ একটি মত পোষণ করে থাকেন।

(৪) ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রঃ) এর মতে হাদীসে উল্লেখিত ৬টি বস্তুর মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের (علت) কারণ বা হারামের মানদণ্ড হচ্ছে ওজন

www.pathagar.com

(وزن) অর্থাৎ বাটখারার মাপ হওয়া, আর অপর ৪টি জিনিসের কারণ বা হারামের মানদণ্ড (علت) হচ্ছে কাইল (كيل) অর্থাৎ খাদ্য জাতীয় পাত্রের মাপ হওয়া।

সুতরাং ওজন বা পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ সমজাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় বা লেনদেন পরিমাণে সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। কমবেশী করে কিংবা বাকিতে লেনদেন করা হলে তা সুদী লেনদেন বলে সাব্যস্ত হবে। একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

(৫) ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এর মত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতের সমর্থক ছিলেন, অন্য বর্ণনায় তিনি ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতাবলম্বী ছিলেন। অপর একটি প্রায় সমার্থক মতও তাঁর মতরূপে বর্ণিত হয়েছে।

ফকীহ্গণের উপরোক্ত মতানৈক্যে দেখা যায়, এক মাযহাবের দৃষ্টিতে একটি দ্রব্যের হারাম হবার কারণ বা মানদণ্ড অন্য মাযহাবের দৃষ্টিতে তার হারাম হবার কারণ থেকে ভিন্ন। ফলে খুঁটিনাটি বিভিন্ন মাসআলায় এক মাযহাবের দৃষ্টিতে একটি দ্রব্য সুদী দ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত হয়, আবার অন্য মাযহাবের দৃষ্টিতে ঐ একই দ্রব্য সুদী দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হয় না। যেমন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে লোহা যেহেতু খাদ্য নহে এবং মূল্য প্রদানেও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না; সুতরাং এর সহিত রিবার সম্পর্ক নেই; কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে এতে রিবার সম্পর্ক আছে। কারণ ওজনের দ্বারা লোহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেগুলোকে সুস্পষ্ট সুদী লেনদেন বলে হারাম করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ফকীহ্গণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। বরং হারাম ও হালালের মধ্যবর্তী কিছু জিনিস আছে যেগুলোর ব্যাপারে সংশয় ও সন্দেহ রয়েছে। আর এ সকল খুঁটিনাটি বিষয়েই মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মৌলিক কোন বিষয়াদিতে কোনরূপ মতবিরোধ নেই। সুতরাং যে সকল জিনিসের ক্রয় বিক্রয়/লেনদেন সন্দেহজনক এবং সুদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকে সেগুলোকেও পরিহার করা উচিত।

www.pathagar.com

সমজাতীয় জিনিসের ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি

১. ওজন বা পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ সমজাতীয় জিনিসের ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময় যদি করতে হয় তাহলে নিম্নের দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটিকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমটি হচ্ছে– লেনদেন সমান সমান এবং হাতে হাতে করতে হবে। কমবেশী করা যাবে না। আর

দ্বিতীয়টি হচ্ছে– বিনিময়ের একটি পণ্যকে প্রথমে বাজার দরে বিক্রি করতে হবে এবং প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে সেই প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে আনতে হবে।

উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করা না হলে তা সুদী লেনদেন হবে।

২. ওজন বা পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ সমজাতীয় জিনিসের মধ্যে বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয় যদি মূল উদ্দেশ্য না হয়ে কর্জে হাসানা বা সৌজন্যমূলক ঋণদান মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হাতে হাতে আদান প্রদান না হয়ে বাকীতে লেনদেন হলে তা সুদী লেনদেন হিসেবে পরিগণিত হবে না। তবে শর্ত মোতাবেক কমবেশী করা যাবে না।

৩. ওজন বা পরিমাপ করে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় করা হলে পরিমাণে কমবেশী করা যাবে। এতে সুদ হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, বিনিময় অবশ্যই হাতে হাতে সম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় সুদী লেনদেন হবে। যেমন চাউলের সাথে ময়দার ক্রয় বিক্রয়/বিনিময় করা।

গণনা করে ক্রয় বিক্রয় করা হয় এমন জিনিসের ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি

১. যে সকল জিনিস গণনা, সংখ্যা কিংবা গজ, ফুট বা ফিতা দ্বারা পরিমাপ নির্ণয় করা হয় এরূপ একই জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয়ে কমবেশী করা যাবে; কিন্তু তা অবশ্যই হাতে হাতে বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয় হতে হবে। অন্যথায় সুদী লেনদেন হবে। যেমন ৭টি কমলার সাথে ৬টি কমলার বিনিময় করা।

২. গণনা, সংখ্যা বা গজ, ফুট কিংবা ফিতা দ্বারা পরিমাপ নির্ণয় করা হয় এরূপ ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক লেনদেন বা ক্রয় বিক্রয় যেমন খুশী তেমন

www.pathagar.com

করা যাবে। অর্থাৎ হাতে হাতে কিংবা বাকী উভয় করা যাবে এবং অসম বিনিময়ও করা যাবে। যেমন ৮টি নারিকেলের সাথে দুই গজ কাপড়ের বিনিময় করা কিংবা ৮টি নারিকেলের সাথে ১২টি কমলার বিনিময় করা।

৩. যে সব এলাকায় ওজন করে মাছ ক্রয় বিক্রয় করা হয়, সে সব এলাকায় একই শ্রেণীভুক্ত মাছের হাতে হাতে বিনিময়ে কমবেশী করা হলে তা সুদ হবে। আর যদি ওজন করে ক্রয় বিক্রয় করার প্রচলন না থাকে বরং গণনা করে ক্রয় বিক্রয় করা হয় সে ক্ষেত্রে বিনিময়ে কমবেশী করা হলে সুদ হবে না। তবে অবশ্যই হাতে হাতে বিনিময় করতে হবে।

৪. ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে একই শ্রেণীভুক্ত জীবন্ত পশুর বিনিময়ে গোস্ত ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে বৈধ হবে না। তবে পশুর শরীরে যে পরিমাণ গোস্ত আছে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ গোস্তের বিনিময়ে লেনদেন করা হলে বৈধ হবে যাতে অতিরিক্ত গোস্ত পশুর চামড়ার বদল ধরা যেতে পারে। ভিন্ন শ্রেণীর পশুর গোস্ত হাতে হাতে লেনদেনে কমবেশী করা হলে তা বৈধ হবে না।

৫. কোন দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করলে কম মূল্য আর বাকীতে করলে বেশী মূল্য এরূপ শর্ত করা সুস্পষ্ট সুদী কারবার হবে। যেমন কোন একটি জিনিস নগদ ক্রয় করলে মূল্য ১০০ টাকা আর বাকীতে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করা হলে মূল্য ১৩০ টাকা এরূপ শর্ত করে ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ নয়।

যে সকল লেনদেন সুদের পর্যায়ভুক্ত

১. বাই মুয়াজ্জাল (বাকিতে ক্রয় বিক্রয়) পদ্ধতিতে ক্রেতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালের মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের সময়সীমা আরো বাড়িয়ে দেয় তাহলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যে অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য্য করতে কিংবা বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে দিতে পারবে না। যদি অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য্য করা হয় তাহলে তা সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কারণ বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে মালের মূল্য পরিশোধের জন্য কিছু সময় দেয় তখন ক্রেতার নিকট মালের মূল্য ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ঋণী বা দেনাদার। আর ঋণের উপর শর্ত মোতাবেক লাভ বা অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থ হচ্ছে সুদ আদায় করা।

www.pathagar.com

২. বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে চুক্তিপত্রে যে লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হবে, কোন অবস্থাতেই তার চেয়ে অধিক লাভ আদায় করা যাবে না। কারণ ক্রয় বিক্রয়ে লাভের পরিমাণ একবারই নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত লাভের অতিরিক্ত লাভ আদায় করা হলে তা সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে।

৩. বাই সালাম (অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়) পদ্ধতিতে ক্রেতা মালের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করে থাকে এবং বিক্রেতা পরবর্তী একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতার নিকট মালামাল সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে মালামাল সরবরাহের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য ক্রেতা তার দেওয়া মূল্যের উপর অতিরিক্ত কিছু দাবী করতে পারবে না। অতিরিক্ত কিছু দাবী করে আদায় করা হলে তা সুদ হবে। কারণ ক্রেতার নিকট মালামাল সরবরাহ করার পূর্ব পর্যন্ত মালের মূল্য বিক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে থাকে। অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতার নিকট ঋণী। সুতরাং ঋণের উপর সময়ের ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে কিছু আদায় করার অর্থ হচ্ছে সুদ আদায় করা।

৪. বাই মুদারাবা (উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ) পদ্ধতিতে ব্যবসার মুনাফা মূলধন সরবরাহকারী (সাহেব আল মাল) ও উদ্যোক্তাকে (মুদারিব) পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফার অংশ লাভ করতে হয়। (যেমন মুনাফার ৫০%ঃ ৫০%, ৪০%ঃ ৬০% ইত্যাদি হারে)। আর লোকসান হলে সমুদয় লোকসান মূলধন সরবরাহকারীকে একাই বহন করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী যদি মুনাফার হার (Percentage of Profit) নিতে রাজি না হয়ে তার দেয়া মূলধনের উপর ১৬%, ১৮% ইত্যাদি হারে মুনাফা আদায়ের চুক্তি করে কিংবা কোন পক্ষ মুনাফার টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়ার চুক্তি করে (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক ১০০০০, ২০০০০, ৩০০০০ ইত্যাদি) তাহলে তা আর মুদারাবা পদ্ধতি হবে না বরং তা সুদী লেনদেন হবে।

৫. বাই মুশারাকা (অংশীদারী কারবার) পদ্ধতিতে অংশীদারগণকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যবসার মুনাফার হার (যেমন মুনাফার ৪০%ঃ ৬০%, ৫০%ঃ ৫০% ইত্যাদি হারে) লাভ করতে হয়। কোন অংশীদার তার লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিতে পারে না। আর লোকসান হলে প্রত্যেকের মূলধনের আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন অংশীদার যদি তার মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিতে চায় (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক টাকা ১০০০০/-, ২০০০০/-, ৩০০০০/- ইত্যাদি) কিংবা

www.pathagar.com

মূলধনের উপর মুনাফা (১০%, ১৪%, ১৬% ইত্যাদি হারে) নেয়ার চুক্তি করে তাহলে তা সুদী লেনদেন হবে।

৬. ঋণের বিপরীতে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জিনিসের কোনরূপ ব্যবহার করতে পারবে না। ব্যবহার করলে তা সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে।

৭. বাই মুযাবানা অর্থাৎ বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। কারণ এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় সুদের পর্যায়ভুক্ত।

৮. বাই মুহাক্বালা অর্থাৎ জমিনস্থ খাদ্যশস্যকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্যশস্যের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ। কারণ এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় সুদের পর্যায়ভুক্ত।

৯. সমজাতীয় নিকৃষ্ট জিনিসের বদলে মেয়াদান্তে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করা হলে তা সুদী লেনদেন হবে।

১০. ব্যবহারোপযোগী হবার পূর্বে বৃক্ষে ফল রেখে ফলের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ। কারণ এ ধরনের ক্রয় বিক্রয়ে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে।

১১. একই শ্রেণীভুক্ত বস্তু বা পণ্যের মধ্যে বিনিময় এবং ক্রয় বিক্রয়ই যদি উদ্দেশ্য হয়, তখন সমান সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে। নতুবা সুদী লেনদেন হবে। যেমন বাসা বাড়ীতে মহিলাগণ প্রতিবেশী অন্য মহিলার নিকট হতে চাল, ডাল, লবন, তৈল ইত্যাদি বাকীতে বিনিময় করে থাকে। কিন্তু বিনিময় এবং ক্রয় বিক্রয় যদি মূল উদ্দেশ্য না হয়ে কর্জে হাসানা বা সৌজন্যমূলক ঋণ দান উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা সুদী লেনদেন হবে না।

সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

আমাদের সমাজে কেউ কেউ সুদ ও মুনাফাকে একই জিনিস মনে করে থাকে যা আইয়্যামে জাহেলিয়াতে করা হতো। কেউ কেউ সুদকে মুনাফা বলেও প্রচার করছে এবং কাগজপত্রে 'সুদ' এর স্থলে 'মুনাফা' 'লাভ', Interest ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে হারামকে নিজেদের মনগড়া ভাবে হালাল বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "সুদের অর্থ যেমন অতিরিক্ত, বেশী, বৃদ্ধি; তদরূপ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাও তো অতিরিক্ত, বেশী বা বৃদ্ধি। কাজেই সুদ ও মুনাফা একই জিনিস।" অথচ সুদ ও মুনাফা কখনো এক জিনিস নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক মনে হলেও এতদ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। সুদ ও মুনাফার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

www.pathagar.com

সুদ	মুনাফা
১. কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর ঋণ দানের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয় তা হচ্ছে সুদ।	১. ক্রয় বিক্রয়ে পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয় মূল্যের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তা হচ্ছে মুনাফা।
২. ইসলামে সর্ব প্রকারের সুদ হারাম।	২. মুনাফা হালাল।
৩. সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।	৩. মুনাফার সম্পর্ক ব্যবসা অর্থাৎ পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের সাথে।
৪. সুদী কারবারে লোকসানের ঝুঁকি নেই।	৪. ব্যবসায় মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়।
৫. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	৫. মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং টাকাকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৬. ঋণদাতা ঋণের (মূলধনের) উপর সুদ একাধিকবার ধার্য্য ও আদায় করতে পারে। একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে।	৬. মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে পণ্যের উপর একাধিকবার মুনাফা ধার্য্য করা যায় না। বরং একবারই করা যায়।
৭. সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। অর্থাৎ ঋণ দেয়ার সময়ই সুদে-মূলে কত আদায় করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। সুদের হার কখনো শূন্য হয় না।	৭. মুনাফা থাকে অনির্ধারিত। মুনাফা কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। মুনাফার হার কখনো শূণ্য, এমনকি ঋণাত্মকও হতে পারে।
৮. সুদের ক্ষেত্রে সুদখোরকে তেমন কোন শ্রম বিনিয়োগ করতে হয় না। বরং সুদ হচ্ছে মূলধন ও সময়ের ফল।	৮.মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জন-কারীকে ব্যবসায়ে মূলধন, শ্রম, মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সময় ইত্যাদি সবকিছু কাজে লাগাতে হয়। এছাড়া ব্যবসায়ে ক্রেতা, বিক্রেতা, পণ্য ও পণ্যের মূল্য এ চারটি জিনিস থাকতে হয়।
৯. সুদ নিশ্চিত আয়। অর্থাৎ ঋণদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে-মূলে ফেরত পাবে– এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ঋণ গ্রহীতার লাভ হউক বা না হউকএটা তার দেখার বিষয় নয়।	৯. মুনাফা অনিশ্চিত আয়। অর্থাৎ বিক্রেতার লাভ হতেও পারে নাও হতে পারে।
১০. সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তার কোন বিনিময় দেয়া হয় না।	১০. মুনাফা পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। অর্থাৎ ক্রেতা টাকা দেয় আর বিক্রেতা এর বিনিময়ে মাল দেয়।
১১. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না।	১১. মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

www.pathagar.com

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য

পবিত্র কুরআনে সুদের অবৈধতার আয়াত যখন নাযিল হয় তখন কাফির, ইহুদী ও মুশরিকরা বলেছিল, "ব্যবসাতো সুদেরই মত।" শুধু জাহেলী যুগেই নয়, বর্তমানকালেও এক শ্রেণীর নব্য জাহিল এবং সুদখোররা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্যে সুদকে ব্যবসা বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ব্যবসা ও সুদ এক জিনিস নয়, যা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয় হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

"আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম।"

নিম্নে ব্যবসা ও সুদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখ করা হলঃ

ব্যবসা	সুদ
১. ব্যবসা হালাল। সৎ ব্যবসায়ীদের জন্যে হাদীসে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।	১. সুদ হারাম। সুদী লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।
২. ব্যবসার মধ্যে মালের পারস্পরিক বিনিময় হয়। যেমন– এক পক্ষ মাল দেয় এবং অপর পক্ষ টাকা বা বিনিময় মূল্য দেয়।	২. সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করা হয় তার কোন বিনিময় দেয়া হয় না।
৩. ব্যবসায়ে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই কল্যাণ বা লাভ রয়েছে এবং লোকসানের ঝুঁকিও উভয়কেই বহন করতে হয়।	৩. সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতার লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। ঋণদাতার লাভ নিশ্চিত ও নির্ধারিত, তার কোন লোকসান নেই; কিন্তু ঋণগ্রহীতার লাভ অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত। লাভের তুলনায় লোকসানের ঝুঁকিই তাকে অধিক বহন করতে হয়।
৪. ব্যবসায়ে বিক্রেতা বিক্রীত মালের বিপরীতে ক্রেতার নিকট হতে যত মুনাফাই অর্জন করুক না কেন, একবারের বেশী তা অর্জন করতে পারে না।	৪. সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা একাধিকবার সুদ আদায় করতে পারে। সময় অতিক্রান্ত হবার সাথেই সুদের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

ব্যবসা	সুদ
৫. ব্যবসায়ে মাল ও মালের মূল্য হস্তান্তরের সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসার পরিসমাপ্তি ঘটে।	৫. সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা মূলধন পরিশোধ করলেই তা শেষ হয় না, বরং তাকে সুদের বোঝা বহন করে যেতে হয়।
৬. যে কোন ব্যবসায় ব্যবসায়ীকে শ্রম, চিন্তা, বুদ্ধি, সময় ইত্যাদি ব্যয় করতে হয়।	৬. সুদী কারবারে ঋণদাতাকে শ্রম, বুদ্ধি ইত্যাদি ব্যয় করতে হয় না। বরং সুদ হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের ফল।
৭. ব্যবসার সম্পর্ক পণ্যের সাথে। অর্থাৎ ব্যবসায় পণ্যের ক্রয় বিক্রয় হয়।	৭. সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।
৮. ব্যবসায় লাভ লোকসানে অংশীদারিত্ব হয়। অর্থাৎ মূলধনের উপর অতিরিক্ত কোন অর্থ ধার্য্য ও আদায় করা যায় না বরং লভ্যাংশ লাভ করে থাকে এবং মূলধনের আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করতে হয়।	৮. সুদের ক্ষেত্রে ঋণ দানের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে মূলধনের উপর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। এ অতিরিক্ত অর্থই হচ্ছে সুদ।
৯. ব্যবসার বুনিয়াদ হচ্ছে পরস্পরের সহযোগিতার উপর। ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।	৯. সুদের বুনিয়াদ হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উপর। সুদের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার কল্যাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না।

ইসলামে রিবা (সুদ) হারাম হবার কারণ ও যৌক্তিকতা

সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি বিধান অষ্টম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ইসলামে সকল প্রকার সুদ হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে সুদের মধ্যে তো উপকারিতা রয়েছে। যেমন সুদের ভিত্তিতে গরীব মানুষ ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করছে। সুতরাং সুদ নিষিদ্ধ হবার কারণ ও যৌক্তিকতা কি?

www.pathagar.com

ইসলাম ভক্তিকে প্রাধান্য দেয় যুক্তিকে নয়

এ প্রশ্নের জবাবে **প্রথমতঃ** বলা যায় যে, যুক্তি এবং ভক্তি-এ দু'টি শব্দের গুরুত্ব আমাদের সবাইকে বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে। ইসলাম 'ভক্তি' অর্থাৎ ঈমান আকিদা বা বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়, যুক্তি-কে নয়। তবে 'যুক্তি' হচ্ছে 'ভক্তি'র সহায়ক। কোন বিষয় যদি মানুষের যুক্তিতে বুঝে আসে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো বিষয়টির উপর মানুষের ভক্তি আসে। কিন্তু বিষয়টি যদি যুক্তির স্বপক্ষে না হয় তাহলে কি এর উপর ভক্তি আনবে না? সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা ঈমানী দূর্বলতার কারণে সকল বিষয়েই যুক্তির সন্ধান করেন। বিষয়টি যদি যুক্তির স্বপক্ষে হয় তাহলে মানবে নতুবা মানবে না। এটা ঠিক নয়। কারণ সকল বিষয়ই মানুষের যুক্তিতে বুঝে আসবে এমনটি নাও হতে পারে। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমিত কিন্তু আল্লাহ্ পাক হলেন মহাজ্ঞানী এবং সবকিছুই তার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্যে যে জীবন বিধান রচনা করে দিয়েছেন, তার কোনটি হয়তো মানুষের সীমিত জ্ঞানে এবং যুক্তিতে বুঝে আসবে, আবার কোনটি হয়তো আসবে না। যদি বিধানটি মানুষের যুক্তির স্বপক্ষে হয় তাহলে তো তা মেনে নিতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আর যদি তা যুক্তির স্বপক্ষে না হয় তাহলেও এ খোদায়ী বিধান শিরঅবনত চিত্তে মেনে নিতে হবে। এটা হচ্ছে ঈমানের দাবী। খোদায়ী যে বিধান মানুষের যুক্তিতে বুঝে আসবে না সেটিকে মানুষের সীমিত জ্ঞানের উর্ধ্বে মনে করতে হবে। এটাকে বলা হয় 'আমরে তাআব্বুদী'। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অজু করার পর কেউ যদি প্রস্রাব বা পায়খানা করে কিংবা বায়ু ছাড়ে কিংবা শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয় কিংবা বমি করে তাহলে খোদায়ী বিধান হচ্ছে পবিত্রতা হাসিলের জন্যে পুনরায় ওযু করতে হবে অর্থাৎ মুখমন্ডল, হাত, পা ধৌত করতে হবে এবং মাথা মাসেহ্ করতে হবে। খোদায়ী এ বিধান মানুষের যুক্তির স্বপক্ষে নয়। মানুষের যুক্তিতে তো এটাই বলা হবে যে, যে অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু, রক্ত কিংবা বমি বের হয়েছে সেটিকে ধুয়ে ফেলা উচিত। নাপাক বের হয়েছে এক স্থান দিয়ে অথচ বিধান দেয়া হয়েছে অন্য স্থানকে ধৌত করার জন্যে; এটা মানুষের যুক্তিতে বুঝে আসার মত নয়। এখন কেউ যদি খোদায়ী এ বিধানকে অমান্য করে অর্থাৎ ওযু করা বাদ দিয়ে স্বীয় যুক্তি মোতাবেক ঐ অঙ্গটিকে ধুয়ে নেয় তাহলে কি পবিত্রতা অর্জন হবে? মোটেও নয়। সুতরাং খোদায়ী বিধান মানুষের যুক্তিতে বুঝে আসুক বা না আসুক, ঈমানের দাবী অনুযায়ী তা মানতেই হবে। পবিত্র কুরআন সুদকে হারাম করেছে। ঈমানদারদের জন্যে এ শরয়ী কারণই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

ঈমানের দাবী ঃ খোদায়ী বিধান মানতেই হবে

সুদের অবৈধতা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত, একে হালাল মনে করার কিংবা সুদের নাম পাল্টিয়ে অন্য নাম সংযোজন করে একে হালাল বানানোর কোন অবকাশ নেই। সুদ নিষিদ্ধ হবার কারণ মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝে আসুক বা না আসুক সকল প্রকার সুদ হারাম; খোদায়ী এ বিধান মানতেই হবে এবং সকল প্রকার সুদের লেনদেন পরিহার করতে হবে এটা ঈমানের দাবী। তবে এখানে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, সুদের অবৈধতা যুক্তি সংগত নয়; বরং সুদের অবৈধতা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ সুদের অবৈধতার বহু কারণ উল্লেখ করেছেন যা সম্মুখে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

দ্বিতীয় জবাব হল সুদের মধ্যে যে উপকারিতা আছে তা এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে না। সাথে সাথে একথাও স্বীকার্য যে, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যার মধ্যে কম বেশী উপকারিতা নেই। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, নারী ধর্ষণ, লুটপাট, গাড়ী ভাংচুর, মজুদদারী, মাপে কম দেয়া, ঘুষ ইত্যাদি সমুদয় অপকর্মের মধ্যেও কম বেশী উপকারিতা রয়েছে। এ সকল অপকর্মের মাধ্যমে বিশেষ এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাভবান হয়ে থাকে বা আনন্দ পেয়ে থাকে। চুরি ডাকাতির কারণে কোন কোন পরিবার যদিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় কিন্তু চোর ডাকাতের উপকার হয়। এমনিভাবে উপরের প্রতিটি অপকর্মের মধ্যেই উপকারিতা আছে। কিন্তু উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই বেশী। কোন একটি জিনিসের মধ্যে কিছুটা উপকার থাকলেই তা প্রকৃত পক্ষে উপকারী জিনিস হয় না। জ্ঞানী, দার্শনিক ও গবেষকদের মতে যে জিনিসে অপকারের চেয়ে উপকার বেশী এবং স্থায়ী সেটিকেই তাঁরা উপকারী জিনিস হিসেবে গ্রহণ করেন। আর যেটির মধ্যে অপকারিতা বেশী সেটিকে তাঁরা অপকারী জিনিস বলে পরিহার করেন। সুদের অবস্থা ঠিক অনুরূপ। সুদের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছুটা উপকার লক্ষ্য করা গেলেও তা অস্থায়ী এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক। সুদের মধ্যে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই বেশী। সুদের জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘণ্য। এর অপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী এবং গোটা জাতিকেই এর কুফল ও ক্ষতির বোঝা বহন করতে হয়। সুদ হচ্ছে একটি মারাত্মক প্রতারণা এবং শোষণের হাতিয়ার। সুদ মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয় কুফল যা মানব জীবনকে করে তোলে অশান্ত, শোষিত ও নিষ্পেষিত। সুদের এ সকল কুফলের কারণেই ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এছাড়াও সুদ হারাম হবার কারণ ও যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কিরামগণ সুদ হারামের

www.pathagar.com

কয়েকটি গুরুতর কারণ উল্লেখ করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

১. পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুদকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের জন্যে এ শর'য়ী কারণই যথেষ্ট।

২. সুদী কারবারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উপর নির্ভরশীলতা মানুষকে অলস ও কর্মবিমুখ বানিয়ে দেয়। সুদ ভিত্তিক লগ্নির ফলে বিনা পরিশ্রম বা কম পরিশ্রমে যখন অতিরিক্ত অর্থ বা মাল পাওয়াই যাচ্ছে তখন মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যে এবং শিল্পোৎপাদনে অর্থ খাটানোর প্রয়োজনই মনে করবে না। এভাবে সুদ দেশের বেকারত্ব বৃদ্ধি সহ অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। সুদ হারাম হবার এটি হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক কারণ।

৩. লোকদের নিকট থেকে সুদ আদায় করা হয় কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকেই। যেমন ১০০ টাকা দিয়ে যদি ১২০ টাকা আদায় করা হয় তাহলে অতিরিক্ত ২০ টাকার কোন বিনিময় দেয়া হয় না এবং দিতে হয় না। অথচ এ ২০ টাকা ছিল দাতার প্রয়োজনীয় অর্থ। এর দ্বারা দাতার বিশেষ প্রয়োজন পূরণ হতো এবং এর রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। কিন্তু অর্থের সে মর্যাদা দেয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

حُرْمَةُ مَالِ الْاِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

অর্থাৎ "মানুষের রক্তের যে মর্যাদা, মানুষের ধন সম্পদেরও ঠিক সেই মর্যাদা।"

সুতরাং কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যা গ্রহণ করা হয়, তা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৪. সমাজের অভাবী লোকদেরকে সাদাকাহ ও কর্জে হাসান (উত্তম ঋণ) দেয়া নেয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সহৃদ্যতা, সহানুভূতি, দয়া মায়া, কল্যাণ কামনা ইত্যাদি গড়ে উঠে। কর্জে হাসানা তথা ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা গ্রহণ করা হলে ১০০ টাকাই ফেরত দিতে হয়। অতিরিক্ত কোন অর্থ বা মাল দিতে হয় না। কিন্তু সুদকে হারাম না করে যদি হালাল করা হতো তাহলে সাদাকাহ ও কর্জে হাসানার সুব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। ফলে মানুষ কাউকে সাদাকাহ বা কর্জে হাসানা দিতো না বরং প্রযোজন ও বিপদের সময় ১০০ টাকার পরিবর্তে ১২০ টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হতো। এতে মানুষের পারস্পরিক মায়া মমতা, সহানুভূতি, সহৃদ্যতা ইত্যাদি বলতে কিছুই অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং এটি হচ্ছে সুদ হারাম হবার একটি অন্যতম নৈতিক কারণ।

www.pathagar.com

৫. সুদী অর্থব্যবস্থাকে হারাম ঘোষণা করা না হলে ধনীদের কর্তৃক গরীব, অসহায় ও দুর্বলকে শোষণ করার অবাধ সুযোগ ঘটবে। ফলে এক শ্রেণীর লোক ধনী থেকে আরো ধনী হবে এবং গরীব আরো গরীব ও শোষিত হবে। ফলে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ ও রাহাজানি ছড়িয়ে পড়বে। তাই সুদকে হারাম করা হয়েছে।

৬. সুদ মানুষের মধ্যে কার্পন্য, স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা, ও অর্থ লিপ্সার অসৎ গুণাবলী সৃষ্টি করে। সুদ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে শক্রতার বীজ বপন করে। সুতরাং সুদ নিষিদ্ধতা একটি নৈতিক ও সামাজিক কারণ।

ইসলামে সুদের অবৈধতা ঘোষণা অযৌক্তিক নয়। খোদায়ী এ বিধান মানুষের জ্ঞানেও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ্ পাক মানুষের কল্যাণের জন্যেই সুদকে হারাম করেছেন। সুদ হারাম হবার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন ফুকাহায়ে কিরাম, ওলামায়ে কিরাম, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, দার্শনিক ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ সুদের অসংখ্য কুফল বর্ণনা করেছেন এবং সুদকে তাঁরা মানবতার জন্যে জঘন্য অভিশাপ ও দুশমন রূপে চিহ্নিত করেছেন। শুধুমাত্র মুসলিম মনীষীগণই যে সুদের কুফল বর্ণনা করেছেন তা নয়। বরং বিশ্বের অমুসলিম মনীষীগণও সুদের কুফল ও অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে সুদকে ঘৃণা করেছেন। এখন সুদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কুফলসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সুদের নৈতিক কুফল

(১) সুদ মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়।

(২) সুদ হচ্ছে মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।

(৩) সুদ মানুষকে কর্ম বিমুখ করে। কারণ বিনা পরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বলে জনগণ অর্থকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে জমা রাখে।

(৪) সুদ মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হবার পরিবর্তে অত্যাচারী হতে শিক্ষা দেয়।

(৫) সুদ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে হ্রাস করে।

(৬) সুদ মানুষকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রাখে। ফলে তার কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

www.pathagar.com

(৭) সুদখোররা কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদ ও অসহায়ত্বের সুযোগে তার থেকে অধিক সুদ তথা অবৈধ অর্থ উপাজর্নের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

(৮) সুদ মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়। অধিক অর্থ (সুদ) পাবার আশায় সে এত মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও জ্ঞান থাকে না।

(৯) সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা, সহানুভূতি ও হৃদ্ধতাকে হ্রাস করে দেয়।

(১০) সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করাতো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দিয়ে তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

সুদের সামাজিক কুফল

[১] সুদ সমাজে পরস্পরের মধ্যে মারামারি, হানাহানি ও হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়।

[২] সুদ মানুষকে সমাজের অন্যদের প্রতি নির্মম হতে এবং অমানবিক আচরণ করতে শিক্ষা দেয়।

[৩] সুদ সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে।

[৪] সুদ সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয় এবং নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে।

[৫] সুদভিত্তিক সমাজে অশ্লিল ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটে। ফলে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়।

[৬] সুদ সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ঋণের ভারে জর্জরিত করে। কারণ ঋণ গ্রহীতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদে আসলে পরিশোধ করতে না পারে তখন ঋণদাতা সুদের হার বাড়িয়ে দেয়।

[৭] সুদী সমাজ ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক কাজ উপেক্ষিত থাকে।

[৮] সুদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

[৯] সুদী সমাজে গরীব শোষিত হয় এবং কালবাজারী ও মজুদদারী বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

[১০] সুদ সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষকে ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব ও সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করে এবং কিছু সংখ্যক পুঁজিপতিকে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক বানিয়ে দেয়।

[১১] সুদ প্রথা সম্পদকে সমাজের কতিপয় পুঁজিপতির হাতে তুলে দেয়।

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

১. সুদ দেশের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করে ফেলে।

২. সুদ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়।

৩. সুদ জাতীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগকে বিনষ্ট করে।

৪. সুদ ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগকে অনুৎসাহিত করে।

৫. সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদ ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব বানাবার সুযোগ করে দেয়।

৬. অধিক হারে সুদ দেশে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৭. সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের হার যত বেশী হয়, দ্রব্য মূল্য তত বেড়ে যায়।

৮. সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৯. সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের হার ঝুঁকিমুক্ত ও পূর্বনির্ধারিত থাকে বলে অনেক সময় অর্থকে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

১০. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদী ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন ও অন্যান্য সুদী প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না। কারণ সুদ সহ মূলধন ফেরত পাবে এটাই তাদের প্রধান হিসাব থাকে।

১১. সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যার যত বেশী সম্পদ আছে, সে তত বেশী ঋণ পেয়ে থাকে। অপরদিকে যার সম্পদ নেই সে ঋণ পায় না। ফলে সুদী অর্থব্যবস্থায় গরীবের স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

১২. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদী প্রতিষ্ঠান গুলো বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকে না।

১৩. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদ মানুষকে অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়। বিনা

www.pathagar.com

পরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বলে অনেকে অর্থকে ব্যবসায় না খাটিয়ে ব্যাংকে জমা রাখে।

১৪. সুদ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

১৫. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদ পুঁজিপতি ও ব্যাংকারদেরকে স্বেচ্ছাচারী আচরণে বাধ্য করে। তারা দেশ ও জাতির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য থাকে না।

১৬. সুদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক তার নায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ একদিকে বিনিয়োগ কম থাকায় শ্রমের চাহিদা কমে যায়, অপরদিকে মালিকপক্ষ সুদের বোঝা বহন করে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম হয় না।

১৭. সুদ কালবাজারী ও মজুদদারদের উৎসাহিত করে।

১৮. সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যহত করে।

সুদের রাজনৈতিক কুফল

(১) সুদ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয় এবং ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে।

(২) সুদ দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে।

(৩) সুদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লোক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগের অধিক সুযোগ পায়।

(৪) সুদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুদ সরকারকে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয়ে অনুৎসাহিত করে।

(৫) সুদ সরকারের উপর বৈদেশিক ঋণের বোঝা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয়।

(৬) সুদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতীয় গুরুত্ব পূর্ণ কাজে সরকারের সুদমুক্ত ঋণ পাবার কোন সুযোগ থাকে না।

(৭) সুদ জাতিকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। কারণ জাতীয় প্রয়োজনে অনেক সময় সরকারকে বিদেশী ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু দাতা দেশগুলি ঋণ দেয়ার সময় কতকগুলো শর্তজুড়ে দেয়। ফলে সরকারকে গৃহীত ঋণের বৃহৎ অংশই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়।

(৮) সুদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উন্নত দেশসমূহ দরিদ্র দেশসমূহের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং আধিপত্য স্থাপন করার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

রিবা (সুদ) খাওয়ার অর্থ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রিবা (সুদ) খাওয়া এবং খাওয়ানোকে হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুদ সম্পর্কে যে আরবী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে খাওয়া। যেমন–

الذين ياكلون الربوا (যারা সুদ খায়), لا تاكلو الربوا (সুদ খেয়ো না), اكل الربا ومؤكله (সুদখোর এবং যে সুদ খাওয়ায়) ইত্যাদি।

বর্তমান যুগে সুদখোর এবং এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোক যাদের ইসলাম সর্ম্পকে সম্যক জ্ঞান নেই তারা সুদকে হালাল করার জন্যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা বলেন, কুরআনে সুদ খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু সুদের টাকা দিয়ে বাড়ীঘর নির্মাণ আসবাবপত্র ক্রয় এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়। আসলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুদ খাওয়ার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সুদের সর্বপ্রকার ব্যবহার। আর তা খাওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হউক বা ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্যে ব্যবহার করা হউক বা আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্যে ব্যবহার করা হউক বা পোষাক পরিচ্ছদের জন্যে ব্যবহার করা হউক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'সুদ ব্যবহার' শব্দটি উল্লেখ না করে 'সুদ খাওয়া' শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এ যে, অন্যায়ভাবে কারো কোন জিনিস ব্যবহার করার পর সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার পরে তা মালিকের নিকট ফেরত দেয়া যায়। কিন্তু কোন জিনিস খেয়ে ফেলা হলে তা আর ফেরত দেয়া যায় না। সুদের ব্যাপারটি ঠিক অনুরূপ। সুদের অর্থ ফেরত দেয়া হবে –এ উদ্দেশ্যে কেউই সুদ গ্রহণ করে না। বরং স্থায়ী ভোগদখলের জন্যেই তা গ্রহণ করে। তাই সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী ভোগ করার কথা বুঝাতে গিয়ে কুরআন ও হাদীসে 'খাওয়া' (اكل) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ভাষার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। সুতরাং সুদ খাওয়া অর্থাৎ সুদের সর্বপ্রকার ব্যবহার তথা আসবাবপত্র ক্রয়, ঘরবাড়ি নির্মাণ, পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়, সুদ দেয়া নেয়া, সুদের সাক্ষ্য দেয়া, সুদের দলিল লেখা, সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, বাণিজ্যিক সুদ এবং সর্বপ্রকার সুদী লেনদেন ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেউ যদি সুদের নাম পরিবর্তন করে সুদকে অন্য কোন নতুন নামে আখ্যায়িত করে তাহলেও সুদ হালাল হবে না বরং হারামই। হারামকে হারামই মনে করতে হবে। এটা ঈমানের দাবী।

www.pathagar.com

চক্রবৃদ্ধি হারে রিবা (সুদ) গ্রহণ না করার তাৎপর্য

আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতে আরবে রিবা (সুদ) গ্রহণের বিভিন্ন রীতি প্রচলিত ছিল। তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে মুজাহিদের রেওয়ায়েত ক্রমে আরবে সুদ গ্রহণের একটি অন্যতম সাধারণ রীতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, জাহেলী যুগে আরবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে সুদের উপর বাকী দেয়া হতো। মেয়াদ শেষে দেনাদার যদি দেনা পরিশোধে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে তাকে আরো সময় দেয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা পরিশোধ করতে অক্ষম হতো তাহলে সুদের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়া হতো। এভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে তথা দ্বিগুণ, তিনগুণ ও চারগুণ হারে সুদ আদায় করা হতো। সুদ আদায় করে আরবের এক শ্রেণী সুদখোর অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছিল, অন্যদিকে দরিদ্র লোকেরা অনাহারে অর্ধহারে দিনাতিপাত করত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর তথায় এ ধরণের সুদের লেনদেন দেখতে পান। সুদখোরদের এ ঘৃণ্য মানষিকতাকে পরিহার করার জন্যে এবং মুসলমানদের সতর্ক করার জন্যে পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরান এর ১৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص
وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ" তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না, আল্লাহকে ভয় কর, যেন সুফল প্রাপ্ত হও।"

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি সুদ হারাম আর সরল সুদ হালাল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বপ্রকারের সুদই হারাম। চাই সেটা সাধারণ সুদ হউক বা চক্রবৃদ্ধি সুদ। সূরা বাকারা ও সূরা নিসায় সর্ব প্রকারের সুদকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে তৎকালীন আরবে চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ কয়েকগুণ বেশী করে সুদ আদায় করার প্রচলিত নিয়মের নিন্দা, গরীব মানুষের চরম সর্বনাশ সাধন করে নিজেদের স্বার্থ উদ্বার করার ঘৃণ্য মানষিকতা সম্পর্কে সতর্ক করে এ পদ্ধতিকে চুড়ান্ত এবং সুস্পষ্ট হারাম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে ঃ

لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ٥

www.pathagar.com

অর্থাৎ "কয়েকগুণ বর্ধিত বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাবে না"। এর দ্বারা স্বল্প সুদ বৈধ ঘোষণা করে না। কারণ সূরা বাকারা-র ২৭৮ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে উচ্চ কিংবা নিম্নহারের সমস্ত রিবার দাবী পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ দান ও গ্রহণের যে রীতি তৎকালীন আরবে প্রচলিত ছিল তার প্রতি ইঙ্গিত উক্ত আয়াতে রয়েছে; কিন্তু তাতে তৎকালীন সুদের বৈধতা ও অবৈধতার আইনগত পরিমাণ নির্ধারণ উদ্দেশ্য নহে। উদাহরণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِیْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ٥

অর্থাৎ "আমার আয়াতকে তোমরা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করো না।" কথাটির অর্থ এ নয় যে, ثمنا كثيرا অর্থাৎ উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা বৈধ হবে।

রিবা (সুদ) নিশ্চিহ্ন এবং সাদাকাহ্ বৃদ্ধির তাৎপর্য

পবিত্র কুরআনে সূরা বাক্বারার ২৭৬ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ٥

"আল্লাহ্ রিবা-কে (সুদকে) নিশ্চিহ্ন করে দেন আর সাদাকাহ্ বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে ভালবাসেন না।"

বাহ্যিক ভাবে দেখা যায়, সাদাকায় মানুষের ধন সম্পদ হ্রাস পায়, আর সুদে মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। যেমন কারো যদি ৫০০ টাকা মূলধন থাকে এবং উহা হতে ৫০ টাকা সাদাকাহ্ দেয় তাহলে থাকবে মাত্র ৪৫০ টাকা। আর যদি উক্ত মূলধন ১০% হার সুদে কাউকে ঋণ দেয় তাহলে মেয়াদান্তে তা বেড়ে হবে ৫৫০ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুদে মানুষের ধন সম্পদ বাড়ে, আর সাদাকায় ধন সম্পদ কমে। অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে, আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদাকাহ্ বৃদ্ধি করেন; এর তাৎপর্য কি?

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরকারক লিখেছেন, সুদ নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং সাদাকাহ্ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরদের অর্জিত ধনসম্পদ পরকালে তাদের কোন উপকারেই আসবে না। সেদিন মহান আল্লাহ্পাক যখন মানুষের প্রতিটি কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব গ্রহণ করবেন এবং নেককারদের জান্নাতে এবং পাপীদের জাহান্নামে

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করবেন, সেদিন সুদখোরদের ধন সম্পদ তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। বরং সুদের মাধ্যমে তাদের অর্জিত সম্পদই তাদের জাহান্নামের কারণ হবার জন্যে যথেষ্ট হবে। সুতরাং যে সম্পদ মানুষের দুঃসময়ে উপকারে আসবে না তা প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্যে স্থায়ী ও কল্যাণকর সম্পদ নয়। পক্ষান্তরে সাদাকাহ্ প্রদানকারীদের ধনসম্পদ দুনিয়াতেও বৃদ্ধি লাভ করবে এবং পরকালেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের উপায় হবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥

অর্থাৎ "যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের হয়, আবার এর প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে বিপুল পরিমাণ দান করেন।" –সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৬১

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক একটি উপমা পেশ করে বলেছেন যে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে তাদের উদাহরণ ঐ শস্য দানার ন্যায় যার থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এবং প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি শস্যদানা সাতশত গুণ বৃদ্ধি লাভ করে। এর অর্থ এ নয় যে, দান করলে সেই অনুপাতে উপকার লাভ করবে কিংবা যে পরিমাণ দান করা হবে তা ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। বরং বলা হয়েছে তা বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। যদিও আল্লাহ্ পাক আয়াতে কারিমায় মানুষের বোধগাম্যর জন্য 'সাতশত গুণ' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। আর এরই উপর ভিত্তি করে বলা হয়, আল্লাহ্র রাস্তায় এক টাকা খরচ করলে সাতশত টাকা খরচের সওয়াব হয়। কিন্তু আয়াতের শেষে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছে করেন বিপুল পরিমাণ দান করেন। সহীহ্ বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি নিজের পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর দান করে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কুদরতী ডান হাত দিয়ে তা গ্রহণ করেন। অতঃপর সে দানকে তিনি লালন করেন যে ভাবে লোকেরা তাদের গৃহপালিত পশুকে পালন পালন করে। আর সেই খেজুরের সওয়াবকে আল্লাহ্ পাক পাহাড়ের সমান করে দেন। আল্লাহ্ পাক পবিত্র বস্তু ব্যতীত অপবিত্র কোন বস্তু গ্রহণ করেন না।"

www.pathagar.com

তাই সাদাকাহ্ হচ্ছে মানুষের জন্যে প্রকৃত স্থায়ী ও কল্যাণকর সম্পদ। সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অস্থায়ী সুখ লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু সাদাকার মাধ্যমে শুধুমাত্র অস্থায়ী সুখই লাভ হবে না বরং সাদাকাহ্ পরকালের দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী সুখ শান্তি বয়ে আনবে।

অধিকাংশ তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সুদ নিশ্চিহ্ন এবং সাদকাহ্ বৃদ্ধির বিষয়টি শুধুমাত্র পরকালের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয় বরং ইহ্কালের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। ইহ্কালেই এর কিছু কিছু লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায়। সুদে ধন সম্পদ বাড়ে আর সাদাকায় ধন সম্পদ কমে এটা শুধু চর্মচক্ষে দেখা যায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুদের মাধ্যমে অর্জিত মালে বরকত নেই। তাইতো দেখা যায়, সুদখোরদের টাকা পয়সা নাচগান, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি অহেতুক কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। সামান্য কোন ব্যাপারে তাদের চলে যায় হাজার হাজার টাকা। সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে নিরন্তর এক অবিশ্বাস, ধোকাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতি ও মানুষে মানুষে সংঘাত ও রেষারেষির মনোভাব গড়ে উঠে। সুদখোর সমাজে সুদখোররা প্রকৃত সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। হয়তো কেউ কেউ সুদখোরদের তাঁদের প্রচুর অর্থের কারণে ভয় করে থাকে। কিন্তু ভয় ও সম্মান এক জিনিস নয়। সুদখোরদের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে পরে মানব সমাজ শক্তিহীন ও অবশ হয়ে পড়ে। অপরদিকে যারা দান খয়রাত করে থাকে এবং হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জন করে তাঁদের ধন সম্পদে আল্লাহ্ বরকত দান করেন। অহেতুক কাজে তাঁদের অর্থ খরচ হয় না। দান খয়রাতের মাধ্যমে গোটা সমাজের লোকজন এমন একটি পরিবারে পরিণত হতে পারে, যাদের মধ্যে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা, মায়ামমতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি হবে। বর্তমান মুসলিম সমাজে যতটুকু দয়া মায়া ও ভালবাসা টিকে আছে তা বলতে গেলে সাদাকাহ্ তথা যাকাত বিধানের কারণেই সম্ভবতঃ রয়েছে। দানকারীদের রয়েছে সমাজে সম্মান।

এ ছাড়া সমাজে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ সুদখোরদের অর্থ সম্পদ তাদের জীবিতাবস্থায়ই বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সুদখোরদের বংশধররা তা ভোগ করার সুযোগ পায়নি। চোখের সামনে এমন অনেক লোক দেখেছি যারা সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিল। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যেই সে ফকিরে পরিণত হয়েছে। আবার কারো ধন সম্পদ তার সন্তানদের সময়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দান খয়রাত করার কারণে কেউ ফকির হয়েছে কিংবা ধন সম্পদের সিংহভাগ নষ্ট হয়েছে এমন ঘটনা

www.pathagar.com

চোখে পড়ে না। সুতরাং এতেই বুঝা যায় দান খয়রাত বা সাদকাহ্ করলে ধন সম্পদে আল্লাহর বরকত পাওয়া যায় এবং এর বৃদ্ধি ঘটে। অপরদিকে সুদী মাল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যদিও এটা মানুষের চর্মচোখে সহজে দেখা যায় না।

আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ অবিশ্বাসী পাপীদের ভালবাসেন না। এ কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুদকে হারাম ঘোষণা করার পরও যারা সুদকে হারাম মনে করবে না, তারা আল্লাহ্ পাকের আইনের প্রতি অবিশ্বাসী এবং যারা হারাম সত্ত্বেও অর্থ উপার্জনের জন্যে সুদ খায় অর্থাৎ সুদী লেনদেন করে তারা পাপী। এদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পছন্দ করেন না বরং ঘৃণা করেন।

সুদখোরদের শাস্তির নমুনা ও পরিণাম

সুদ হচ্ছে কবীরা গুনাহ্। কিন্তু সকল কবীরা গুনাহ্ এক বা সমান নয়। সুদ হচ্ছে অন্য যে কোন কবীরা গুনাহ্ ও পাপ থেকে ভয়াবহ্। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বহুবিধ গুনাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং সেগুলোর কঠোর শাস্তির বিধানও দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুদের ন্যায় এত কঠোর ভাষায় অন্য কোন গুনাহের শাস্তি ও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়নি।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারা'র ২৭৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ "(সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও) যদি তোমরা সুদকে পরিহার না করো তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সহিত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।" কত বড় মারাত্মক কথা। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া যে কী বিভীষিকাময় এবং তার পরিণাম যে কি ভয়াবহ্ হবে তা কারো অজানা নয়। আল্লাহ্ পাকের সে সর্বগ্রাসী ও সর্বধ্বংসী শক্তির সামনে মরণশীল মানুষের টিকে থাকারতো মোটেও সামর্থ্য নেই। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহৎ গুনাহের কারণে পবিত্র কুরআনে এত বড় শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়নি। কেউ যদি সুদকে হালাল মনে করে এবং সুদী লেনদেনকে পরিহার না করে তাহলে সে কাফির অর্থাৎ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। আর যদি কেউ সুদকে হালাল মনে না করে; বরং হারামই মনে করে; কিন্তু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সুদী লেনদেনকে পরিহার না করে তাহলে এরূপ অবস্থায় ইসলামী সরকার তাকে তওবা করার এবং সুদ পরিহার করতে বাধ্য করবে। আর সে যদি দলবদ্ধ হয়ে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

সূরা বাক্বারার ২৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو ٥

অর্থাৎ "যারা সূদ খায় (হাশরে) তারা দন্ডায়মান হবে সে ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান স্পর্শ করে উম্মাদ বানিয়ে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার (শাস্তির) কারণ এ যে, তারা বলে ব্যবসাতো সুদেরই মত।"

আয়াতে দন্ডায়মান অর্থ হচ্ছে হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা যা হাদীসে জানা যায়। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে তখন তারা ঐ উম্মাদ বা পাগলের ন্যায় উঠবে যাকে শয়তান দিশেহারা করে দিয়েছে। উপরোক্ত আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সুদখোর ব্যক্তি হাশরের ময়দানে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে।

আয়াতে কারীমায় সরাসরি এ কথা বলা হয়নি যে, 'সুদখোররা পরকালে পাগল ব্যক্তির ন্যায় হবে'। বরং বলা হয়েছে 'শয়তান স্পর্শিত পাগল ব্যক্তির ন্যায় পাগল হবে।' এর কারণ এটা হতে পারে যে, দুনিয়ার পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে চুপচাপ হয়ে বসে থাকে। কারো সাথে কোন কথা বলে না। পাগলের কখনো কখনো এমন অবস্থা হয় যে, ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, সুখ দুঃখ ইত্যাদি বুঝার কিংবা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও থাকে না। কিন্তু হাশরে সুদখোরদের অবস্থা এমনটি হবে না। তারা দুঃখ কষ্ট অনুভব করতে পারবে এবং তাদের কৃতকর্মসহ সবকিছুই উপলব্দি করতে পারবে। তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত এমনভাবে প্রলাপ বকতে থাকবে যে, তাদের কাণ্ড কীর্তির দ্বারা সবাই তাদেরকে চিনতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে তারা সুদখোর। এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে কোটি কোটি মানুষের সামনে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্ত করা হবে। কারো মতে আয়াতের অর্থ কেবল পরকালের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং দুনিয়ার সাথেও সম্পৃক্ত। দুনিয়াতেও সুদখোর ব্যক্তিরা সমাজে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে না। লোকেরা সুদ খোরদের অর্থের কারণে ভয় করতে পারে কিন্তু অন্তরস্থল থেকে সম্মান করবে না। বাস্তবেও তাই দেখা যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

অর্থাৎ "(আমার এ বিধিবিধান অবতীর্ণ হবার পরও) যারা সুদী লেনদেন করবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"

www.pathagar.com

হাদীসে বলা হয়েছে, সুদখোরদের পেট বিষাক্ত স্বর্পে ভরপুর থাকবে। আর স্বর্পগুলোর বিষাক্ত দংশনে তারা চিৎকার করতে থাকবে। সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা অভিশপ্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "মি'রাজ রজনীতে আমি সপ্তম আকাশে পৌঁছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনী, বিদ্যুৎ ও গর্জন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছলাম যাদের পেটছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সর্পে ভরপুর। সর্পগুলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল, তারা কারা? তিনি উত্তর করলেন, তারা হল সুদখোর সম্প্রদায়। (মুসনাদে আহ্মদ ও ইবনে মাজাহ্)।

ইমাম বায়হাকী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "মিরাজ রজনীতে আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এমন একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় প্রকান্ড। এ প্রকান্ড পেট নিয়ে তারা ভালভাবে চলাফেরা করতে পারছে না। তারা পথ চলতে গিয়ে নিজেদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যাচ্ছিল; যে পথ দিয়ে পাপিষ্ট ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে সকাল বিকাল জাহান্নামের নিকট নেয়া হয়। ঐ লোকগুলি এক একবার সেই পথের উপর চলে আসে এবং নির্বোধ ও শ্রবনশক্তিহীন বিপথগামী উটের মত চলতে থাকে। লোকগুলি যখন জানতে পারে যে, ফিরাউন ও তার অনুসারীদেরকে আনা হচ্ছে, তখন তারা তাড়াহুড়া করে পালাতে চায়। কিন্তু পেটের কারণে তারা রাস্তা থেকে সরে যেতে পারে না। ফলে ফিরাউন ও তার অনুসারীরা এসে তাদের উপর চড়াও হয় এবং একবার পিছনের দিকে ও আরেকবার সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল, এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, তারা সুদখোর, যারা শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হয়ে যাওয়া লোকের মত চলে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।"

বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সুদখোর ব্যক্তি মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রক্তে পরিপূর্ণ লাল নদীতে সাঁতার কেটে আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং তাকে আগুনের পাথর গিলানো হতে থাকবে। ঐ নদী হচ্ছে তার দুনিয়ায় উপার্জিত হারাম সম্পদ যার মধ্যে তাকে হাবুডুবু খেতে বাধ্য করা হবে। আর যে আগুনের পাথর তাকে গিলানো হবে তা হল তার হারাম খাদ্য খাওয়ার শাস্তি। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এ শাস্তি দেয়া হবে এবং সেসাথে তার উপর আল্লাহ্ পাকের লা'নত বর্ষিত হতে থাকবে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মানুষের বোধগম্যের জন্যে সুদখোরদের শাস্তির কয়েকটি নমুনা মাত্র উল্লেখ করেছেন যা আল্লাহ্ পাক তাঁকে দেখায়েছেন। কিন্তু এ শাস্তির পরিমাণ যে কত ভয়াবহ্ হবে এবং চূড়ান্ত ফায়সালায় আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে কি ভয়াবহ্ ব্যবস্থা নিবেন তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। সুদখোররা হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অভিশপ্ত।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, সুদখোরদের এত ভয়াবহ্ শাস্তির কারণ কি? মুফাচ্ছিরীন, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামগণ কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে সুদখোরদের ভয়াবহ্ শাস্তির কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সুদখোরদের শাস্তির কারণ

ইতিপূর্বে সুদখোরদের ভয়াবহ্ ও লাঞ্ছনাময় শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এতসব শাস্তির পিছনে যে সম্ভাবনাময় কারণগুলো থাকতে পারে তা নিম্নরূপ ঃ

[ক] তারা সুদ অর্থাৎ হারাম ভক্ষণ করে।

[খ] উপরন্তু তারা হারামকে হালাল মনে করে। তারা বলে ঃ ব্যবসাতো সুদেরই মত। অর্থাৎ তারা সুদকে ব্যাবসা বলে দাবী করে।

[গ] সুদের লেনদেন সরাসরি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার সামিল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে, তার কঠিন শাস্তি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

[ঘ] সুদী লেনদেন নিজ মাতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সামিল।

[ঙ] সুদখোর ব্যক্তি অর্থের লোভে এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কষ্ট দেখে তাদের হৃদয়ে সামান্য দয়া বা সহানভূতিরও উদ্রেক হয় না। লজ্জা শরম টুকু পর্যন্ত তাদের থেকে লোপ পায়। তারা যেন পৃথিবীতে অজ্ঞান ও উন্মাদ। তাই হাশরেও তাদের অবস্থা উন্মাদের মতই হবে।

[চ] সুদখোর ব্যক্তিরা কেবলমাত্র ব্যক্তি স্বার্থের জন্যেই পাগল থাকে। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তারা কোন দায়িত্ব পালন করে না। সুদখোরদের দ্বারা সমাজ ও জাতি প্রকৃত পক্ষে কোন উপকৃত হয় না।

[ছ] তারা খোদায়ী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

[ছ] সুদখোররা মুসলমানদের সাথে তিরষ্কারমূলক উক্তি করে।

www.pathagar.com

সুদ থেকে তওবাকারীদের পূর্ব অর্জিত সম্পদ ও তওবা

সুদ (রিবা) হারাম হবার পূর্বে যারা সুদী লেনদেনে জড়িত ছিল কিংবা সুদের মাধ্যমে অর্থ সম্পদ অর্জন করেছিল তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে,

فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

অর্থাৎ "যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, অনন্তর সে বিরত রয়েছে; সেক্ষেত্রে পূর্বে যা কিছু অর্জন করেছে তা তারই থাকবে। আর তার কৃতকর্মের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত থাকবে। আর যারা এ ঘোষণা আসার পর পুনরায় সুদের লেনদেন করবে, তারা দোযখবাসী হবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।"

আল্লাহ্‌ পাকের উপরোক্ত বাণী থেকে এটাই স্পষ্ট যে, সুদ হারাম হবার পূর্বে যারা সুদ খেয়েছে কিংবা সুদের অর্থ উপার্জন করেছে কিংবা সুদের অর্জিত অর্থ দিয়ে ঘরবাড়ি, জায়গা জমি, দালান কোটা ইত্যাদি ক্রয় বা নির্মাণ করেছে; সুদ হারাম হবার পর যদি ভবিষ্যতের জন্যে সে সর্বান্তকরণে তওবা করে এবং সুদ থেকে বিরত থাকে তাহলে পূর্বেকার অর্জিত অর্থ সম্পদ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভূক্ত হবে। অর্থাৎ এগুলোর মালিকানা তারই থাকবে। অন্য কেউ এ সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তবে তার তওবা কবুল হওয়া আর না হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত থাকবে। এটা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্‌ তার তওবা কবুল করেছেন, তাকে মাফ করে দিয়েছেন কিংবা করেননি। এ বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন।

লক্ষণীয় যে, পবিত্র আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, সুদ হারাম হবার পূর্বে সে সুদের যা কিছু খেয়েছে কিংবা সুদের মাধ্যমে যা কিছু সে উপার্জন করেছে সবই তার জন্যে হালাল হয়েছে, কিংবা আল্লাহ্‌পাক তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন কিংবা দেননি। বরং বলা হয়েছে ইতিপূর্বে সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের উপর তার অধিকার বা মালিকানা থাকবে। সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ আইনগত ভাবে ফেরত দেয়ার দাবী করা যাবে না। তবে আল্লাহ্‌ পাক ইচ্ছে করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে ক্ষমা নাও করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌

www.pathagar.com

পাকের উপর ন্যস্ত থাকবে। আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের খবর রাখেন। কে সর্বান্তকরণে তওবা করে সুদী লেনদেন থেকে বিরত রয়েছে, আর কে কপটতা সহকারে তওবা করেছে তা আল্লাহ্ পাক ভালভাবে অবগত আছেন। সুতরাং কেউ যদি সবার্ন্তকরণে তওবা করে সুদী লেনদেন থেকে বিরত থাকে তাহ্‌লে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ্ হ্লেন ক্ষমাশীল।অন্য দিকে কোন ব্যক্তি যদি সত্যিকারভাবেই তার কৃতকর্মের জন্যে তওবা করেন এবং আল্লাহ্ পাকের ভয়ভীতি তার হৃদয়ে স্থান লাভ করে তাহ্‌লে স্বাভাবিকভাবেই তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। সে হারাম পথে উপার্জিত সম্পদ নিজের জন্যে হয়তো সম্পূর্ণ ব্যয় করবে না বরং তা থেকে অসহায়, গরীব মানুষদের কল্যাণে ব্যয় করবে, যা নিজের নাজাতের পথকে করবে আরো সুগম ও সুপ্রশস্ত।

সুদের বিধিবিধান অবতীর্ণ হবার পরও যদি কেউ সুদী লেনদেন বর্জন না করে বরং সুদী লেনদেনে নিজেকে পুনরায় জড়িত করে তাহ্‌লে তার জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

অর্থাৎ "সুদের বিধিবিধান অবতীর্ণ হবার পরও যারা সুদী লেনদেনে জড়িত হবে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।"

অতঃপর বলা হয়েছে, সুদ হারাম হবার পর বকেয়া সুদের লেনদেনও হারাম। কেউ যদি তওবা করে তাহ্‌লে সে কেবল মূলধন ফেরত পাবে। বকেয়া সুদ পরিশোধের দাবী করতে পারবে না। সে নিজেও অত্যাচার করবে না এবং তার প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। অর্থাৎ মূলধন ফেরত দেয়া এবং নেয়াকে তওবার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যদি কেউ তওবা না করে অর্থাৎ সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্প না করে তাহ্‌লে সে মূলধনও ফেরত পাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٥

www.pathagar.com

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের মধ্যে যে সমস্ত বকেয়া আছে তা বর্জন করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। আর যদি তোমরা তা পরিহার না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত থাকো। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমাদের নিজেদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা কারো প্রতি কেউ অত্যাচার করো না এবং তোমাদের প্রতিও কেউ অত্যাচার করবে না। অর্থাৎ মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করতে পারবে না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে বা পরিশোধ না করে তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করতে পারবে না।"

–সূরা বাকারা ২৭৮-২৭৯।

সুতরাং সুদ বর্জন করতে হবে এবং অতীতের কৃতকর্মের জন্যে সর্বান্তকরণে তওবা করতে হবে। উপরোক্ত আয়াতে সুদের যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কুফর ব্যতীত অন্য কোন বৃহৎ গুনাহের কারণে কুরআন পাকে এত বড় শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়নি।

তওবাকারীগণ মূলধন ফেরত পাবে কিনা

কেউ যদি সুদী লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিহার করে এবং তওবা করে তাহলে সে মূলধন অবশ্যই ফেরত পাবে এবং মূলধন ফেরত পাওয়ার জন্য দাবী করতে পারবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٥

অর্থাৎ "যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমরা মূলধন প্রাপ্ত হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।"

উপরোক্ত আয়াতে মূলধন পাওয়াকে তওবার সাথে শর্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত হবে না বলে দৃঢ় সংকল্প হও তাহলে তোমরা যে মূলধন দিয়েছিলে তা তোমরা ফেরত পাবে। মূলধনের অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করে তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের মূলধন ফেরত না দিয়ে কিংবা মূলধন কম দিয়ে কিংবা মূলধন পরিশোধে বিলম্ব করে কেউ তোমাদের উপর জুলুম করতেও পারে না।

আয়াত থেকে বুঝা যায়, মূলধন পেতে হলে তওবা করতে হবে। যদি সুদী কারবার ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তওবা না করা হয় তাহলে মূলধনও ফেরত

www.pathagar.com

পাবে না। এ বিষয়ে অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামগণের মত এ যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারামই মনে না করে, সুদকে হালাল মনে করে; উপরন্তু আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সুদ পরিহার করার জন্য তওবা না করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী হবে। ইসলামী আইনে মুরতাদদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। সুতরাং মুরতাদদের ধনসম্পদ তার মালিকানায় আর থাকে না। মুসলমান থাকাবস্থায় সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে। আর মুরতাদ থাকাবস্থায় সে যে সম্পদ অর্জন করেছিল তা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারে জমা হবে। সুতরাং কেউ যদি সুদকে হালাল মনে করে, হারাম মনে না করে এবং তওবা না করে তাহলে সে মূলধনও ফেরত পাবে না। আর যদি কোন মুসলমান সুদকে হালাল মনে না করে বরং হারাম মনে করেই সুদী লেনদেন করে তাহলে ইসলামী সরকার তাকে তওবা করার আহ্বান জানাবে। কিন্তু সে যদি তওবা না করে; বরং দলবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাকে বলা হবে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা করা হবে। অতঃপর যদি সে তওবা করে তাহলে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে।

উপরের আয়াতে এ কথা স্পষ্ট যে, কেউ যদি তওবা করে এবং ভবিষ্যতে সুদী লেনদেন ছেড়ে দিতে দৃঢ় সংকল্প হয় তাহলে সে মূলধন ফেরত পাবে এবং ঋণ গ্রহীতা আসল মূলধন ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। তবে ঋণ গ্রহীতা যদি অভাবী হয় এবং মূলধন পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তাহলে ঋণদাতার উচিত তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত মূলধন পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া, আর সম্ভব হলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। পবিত্র কুরআনে সুদখোরদেরকে তাদের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের বিপরীতে দরিদ্র, অসহায় ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে –

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থাৎ "খাতক (ঋণ গ্রহীতা) যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৮০)।

বকেয়া পাওনা সুদের অবস্থা

সুদের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হবার পূর্বে তৎকালীন আরবের সর্বত্র সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু সুদ হারাম হবার সাথে সাথে মুসলমানগণ সুদকে পরিহার করে ইসলামী আইন মেনে চলতে বাধ্য হন। এমনকি যেসব অমুসলিম গোত্র

www.pathagar.com

মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তারাও ইসলামী আইন মেনে চলতে বাধ্য হল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের বকেয়া সুদের দাবী তখনো অন্যদের উপর বাকী ছিল। মক্কার বনু সাকিফ ও বনু মাখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের লেনদেন ছিল। তখন বনু সাকিফের কিছু সুদের টাকা বনু মাখযুমের উপর বাকী ছিল। তারা তাদের প্রাপ্ত সুদের টাকা দাবী করতে থাকল। কারণ তারা মুসলমান ছিল না কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। অন্য দিকে বনু মাখযুম সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে; কারণ তারা ছিল মুসলমান। সুদ হারাম হওয়ার পর পুনরায় সুদী লেনদেন করাকে তারা ঈমানের পরিপন্থী বলে মনে করে। এ সময়ে মক্কার গভর্ণর ছিলেন হযরত মুআ'য (রাঃ) মতান্তরে হযরত ইতাব ইবনে উসায়েদ (রাঃ)। তিনি বকেয়া সুদ মওকুফ কিনা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ লাভের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট লিপিবদ্ধ করে পাঠান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহকে ভয় কর। আর বকেয়া সমুদয় সুদ পরিহার কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৮)

খোদায়ী কোন বিধান কোন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যে নয় বরং তা সমগ্র মানব জাতির জন্যে। সুদের বিধিবিধানও সমগ্র মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করেই জারী করা হয়েছে। তাই বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি যখন এ আইন ঘোষণা করেন তখন তিনি সর্বপ্রথম মুসলমান এবং নিজ বংশের লোককে উপস্থাপন করেন। তিনি মুসলিম ও অমুসলিমদের নিকট মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংক মওকুফ করে দিলেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন–

اَلَا اَنَّ كُلَّ رِبٰو كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ عَنْكُمْ كَانَ لَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ وَاَوَّلُ رِبَا مَوْضُوْعٌ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ٥

অর্থাৎ "জাহেলী যুগের সমুদয় সুদ মওকুফ করা হলো। এখন থেকে তোমরা প্রত্যেকেই মূলধন প্রাপ্ত হবে (মূলধনের অতিরিক্ত কোন কিছু পাবে না)। তোমরা

www.pathagar.com

(মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে কারো উপর) জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও (মূলধন কম দিয়ে কিংবা মূলধন পরিশোধে বিলম্ব করে) কেউ জুলুম করতে পারবে না। আর সর্বপ্রথম (আমার চাচা) আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের প্রাপ্য সমুদয় সুদ মওকুফ করা হল।"

মুসলমানদের এক বিরাট অংকের সুদ অমুসলিমদের নিকট প্রাপ্য ছিল। যেহেতু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী অমুসলিমদের নিকট মুসলমানদের প্রাপ্য সমুদয় সুদ মওকুফ করে দেয়া হয়েছে, কাজেই অমুসলিমদেরও উচিত তাদের নিজ নিজ বকেয়া সুদের অর্থ মওকুফ করে দেয়া। এ ব্যাপারে তাদের আর কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

উপরের আয়াতে কারীমায় বকেয়া সুদ মওকুফ করে দেয়াকে মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য্য করে দেয়া হয়েছে। আর অতীত সুদের বিরাট অংক ছেড়ে দেওয়া মানুষের জন্য স্বাভাবিকভাবেই কঠিন হতে পারে। সে জন্যে আয়াতের প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।" এবং পরে বলা হয়েছে, "বকেয়া সুদ মওকুফ বা ছেড়ে দাও যদি তোমরা (সত্যিকারই) ঈমান এনে থাকো। সুতরাং কোন ঈমানদারের পক্ষে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করা মোটেই সম্ভব নয়। প্রকৃত ঈমানদার বা মুসলমান হলে সে অবশ্যই বকেয়া সমুদয় সুদ মওকুফ করে দিবে এটাই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। আর মুসলমানগণ যখন তাদের বকেয়া সুদ মওকুফ করে দিয়েছে তখন অমুসলিমদেরও তাদের প্রাপ্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে আর কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। সুদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের বিধিবিধান নাজিলের পরও যারা বকেয়া সুদ মওকুফ করবে না কিংবা পুনরায় সুদী লেনদেন করবে কিংবা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদেরকে পবিত্র কুরআনে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। সূরা বাকারার ২৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে−

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۝

"যদি তোমরা সুদ পরিহার না করো তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইল।" পৃথিবীতে কার এত বড় সাহস যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকবে? ২৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে−

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(এ বিধিবিধান অবতীর্ণের পরও) "যারা সুদী লেনদেন করবে তারা দোযখবাসী হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।"

www.pathagar.com

ব্যাংকে বর্তমান প্রচলিত সুদ নিষিদ্ধ কিনা

পবিত্র কুরআন রিবা আন নাসিয়াকে সাকুল্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রিবা আল ফাদল এর নিষিদ্ধতা হাদীসের দ্বারা প্রমাণীত। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদের প্রবক্তাগণ সুদ হারাম হবার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বার্থে বিভ্রান্তিমূলক নানা ধরনের প্রশ্ন সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, "ইসলাম জাহেলী যুগের সুদ এবং ভোগ্য ঋণের উপর সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে, কিন্তু আধুনিক কালের ব্যাংকে প্রচলিত সুদ এবং ব্যবসার জন্যে গৃহীত ঋণের উপর সুদকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেনি।" অথচ জাহেলী যুগে যে রিবা বা সুদ (রিবা আন নাসিয়া) প্রচলিত ছিল এবং কুরআন পাকে যাকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, আধুনিক কালের ব্যাংক ও অন্যান্য সূদী প্রতিষ্ঠানে সে ধরনের সুদই প্রচলিত আছে। মেয়াদী ঋণে বিনিময় ব্যতীত পূর্ব শর্ত অনুযায়ী আসলের অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হয় তা যে রিবা (রিবা নাসিয়া) এবং হারাম তাতে কোন সন্দেহ কখনো ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। মেয়াদী ঋণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করা হউক বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে; শর্ত অনুযায়ী আসলের অতিরিক্ত গ্রহণ করাই হচ্ছে সুদ অর্থাৎ রিবা আন নাসিয়া।

ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্যে ঋণ গ্রহণ করা বা কোন গোত্র অপর কোন গোত্র হতে সমগ্র গোত্রের স্বার্থে ঋণ গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবাদের যুগে অজানা ছিল না। রিবা নিষিদ্ধ হবার পর ঋণ গ্রহীতা সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতেন অথবা অর্থ বিনিয়োগ করে চুক্তি অনুযায়ী মুনাফার ভাগ দিতেন। বুখারী শরীফের, কিতাবুজ জিহাদ অধ্যায়ে এক হাদীস থেকে জানা যায় সাহাবী হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) তাঁর নিকট আনীত আমানতের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ না করে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতেন এবং আমানতকারীকে আসল অর্থ পরিশোধ করতেন। এতে অর্থ জমাদানকারী পরোক্ষভাবে লাভবান হত। কারণ আমানতের বিধান হচ্ছে আমানতের অর্থ বা পণ্য সামগ্রী নষ্ট হলে আমানতদারের উপর ক্ষতিপূরণ আদায়ের দায়িত্ব বর্তায় না, কিন্তু ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্যে ঋণ গ্রহণকারী সর্বাবস্থায় বাধ্য এবং দায়ী থাকে। সুতরাং অর্থের নিরাপত্তা ও পুনঃপ্রাপ্তির গ্যারান্টিই হল অর্থ জমাদানকারীর লাভ। তাফসীরে তাবারী থেকে জানা যায় হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতের সময় হিন্দ ইবনে উতবা ব্যবসায়ে খাটাবার জন্যে বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে ঋণ গ্রহণ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)

www.pathagar.com

ইরাকের শাসনকর্তা হযরত আবু মুসা আশআরীর (রাঃ) তহবিলে সঞ্চিত মদীনায় প্রেরিতব্য অর্থ হতে বিনিয়োগ গ্রহণ করে তা ব্যবসায়ে খাটিয়েছিলেন। পরিশোধের সময় লাভের অংকসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করেছিলেন এবং তা বায়তুল মালে জমা করা হয়েছিল।

সুতরাং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ গৃহীত হলে যদি নির্দিষ্ট সুদের শর্ত করা হয় তাহলে তা রিবা আন নাসিয়া'র অন্তর্ভুক্ত হবে যা ইসলামী শরীয়ায় সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ।

প্রয়োজনে সুদ ভিত্তিক ঋণ নেয়া যায় কিনা

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে বিনা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ না করার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন। ঋণ গ্রহণ করাকে তিনি পছন্দ করেননি। কারণ ঋণ মানুষের লাঞ্ছনা, অপমাননা ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে এভাবে উপদেশ দিতেন, "গুনাহ্ কম কর, তোমার মৃত্যু সহজ হবে; ঋণ কম কর তাহলে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।" রাসূলে করীম (সাঃ) সব সময় ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন এবং এ বলে দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ ٥

"অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমি কুফরি ও ঋণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।"

আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) গরীব, অভাবী মুসলমানদেরকে ঋণ গ্রহণ না করার উপদেশ দিয়ে তাদের মর্যাদাকে যেমন সমুন্নত রেখেছেন, অন্যদিকে তিনি ধনী মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন অভাবী লোকদেরকে কর্জে হাসানা (লাভ মুক্ত ঋণ) দিয়ে তাদের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল হতে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ
وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ٥

"এমন কে আছে, যে আল্লাহ্কে কর্জে হাসানা দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" – সূরা হাদীদ, আয়াত ১১

www.pathagar.com

অন্যত্র বলা হয়েছে–

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর, তাহ্লে তিনি তোমাদের জন্যে তা বহুগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী ও সহনশীল।" –সূরা আত্তাগাবুন ঃ আয়াত ঃ ১৭

এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, কোন ব্যক্তির যদি একান্তই ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সে কারো নিকট কর্জে হাসানা না পায় তাহ্লে এমতাবস্থায় সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা হলে কোন গুনাহ্ হবে কিনা?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের জবাব হচ্ছে, কারো যদি ব্যক্তিগত কিংবা মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যে ঋণ গ্রহণ করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেও কারো নিকট থেকে কর্জে হাসানা বা কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা না পায় এবং সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ ব্যতীত তার আর কোন উপায়ই না থাকে; এমতাবস্থায় বাঁচার তাগিদে যতটুকু ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন, কেবল ততটুকু (অধিক নয়) সে সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে পারে তবে এটা হবে তাকওয়ার পরিপন্থি। এক্ষেত্রে সুদখোর অর্থাৎ ঋণদাতা গুণাহ্গার হবে। কারণ এ অবস্থায় তার উচিত ছিল ঐ ধরনের নিঃস্ব ও অভাবী লোককে কমপক্ষে কর্জে হাসানা দিয়ে সহযোগিতা করা। যেহেতু তার অর্থ আছে। তাকে সুদ খাওয়ার জন্যে বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে সুদ দাতা অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা আল্লাহ্ পাকের নিকট গুণাহ্গার নাও হতে পারে। দয়ার সাগর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হয়তো তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ বাঁচার তাগিদে তাকে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এছাড়া তার বিকল্প কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সুদের গুণাহ্ থেকে মুক্তি এবং আল্লাহ্ পাকের ক্ষমা লাভ করতে হলে শর্ত হচ্ছে–

১. সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করার জন্যে তার মনে কোনরূপ কামনা ও বাসনা জাগতে পারবে না।

২. বিপদের সময় সন্তুষ্টচিত্তে এ ঋণ গ্রহণ করবে না, অসন্তুষ্ট প্রকাশ করবে এবং অত্যন্ত ঘৃণাসহকারে এ ঋণ গ্রহণ করবে।

৩. উদ্দেশ্য হবে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত এবং মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ করা। উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপকতা বিধান এর লক্ষ্য হবে না।

www.pathagar.com

৪. ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে এ ঋণ গ্রহণ করবে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুশারাকা, মুদারাবা ও অন্যান্য ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহণ করবে।

৫. সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সীমালংঘন করবে না। অর্থাৎ জীবন রক্ষা করতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ১০০ টাকার প্রয়োজন হলে সেখানে ১৫০ টাকা গ্রহণ করবে না।

৬. সুদের প্রতি কাউকে আকৃষ্ট করবে না বরং এর প্রতি মানুষের হৃদয়ে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা চালাবে। সুদী অর্থ ব্যবস্থা রহিতকরণ এবং ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে স্বীয় সাধ্যমত অবদান রাখবে।

৭. সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে এবং যতদিন না আল্লাহ্ তার জীবন রক্ষার কোন বিকল্প ব্যবস্থা করে দেন, কেবলমাত্র ততদিনই সে এ কাজ করতে পারে।

সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা

ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছে অন্যায় কাজ নিজে করাও পাপ এবং অন্যায় কাজে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করাও পাপ। সে সাহায্য যে পরিমাণেরই হউক এবং যে রকমেরই হউক। ইসলামে সুদ হারাম। সুতরাং হারাম কাজ সম্পাদনকারী কিংবা হারাম কাজে সহায়তাকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানায় চাকুরী করাও হারাম। চাকুরী করে কেবলমাত্র শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক লাভ করাই উদ্দেশ্য নয় বরং প্রতিষ্ঠানের আয়, উন্নতি, অগ্রগতি এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণ করাও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক চাকুরীজীবীর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয় শ্রম ও পারিশ্রমিকের মাধ্যমে। সুদী প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, আয়, ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকান্ডের মূলভিত্তি হচ্ছে সুদ। সুতরাং সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার অর্থই হচ্ছে হারাম তথা সুদী লেনদেনকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহায়তা করা। হাদীস শরীফে রয়েছে, সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষী প্রত্যেকেই অভিশপ্ত এবং পাপের দিক থেকে প্রত্যেকেই সমান অপরাধী। সুতরাং সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা হারাম।

তবে কোন মুসলমান যদি মারাত্মক অসুবিধায় পড়ে এবং সে যদি সুদী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও চাকুরী না পায় কিংবা সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা ব্যতীত বাস্তবিকই তার চলার অন্য কোন পথ না থাকে এমতাবস্থায় সুদী প্রতিষ্ঠানে তার চাকুরী করা না জায়েজ হবে না। তবে এ চাকুরী সে অবশ্যই ঘৃণা

www.pathagar.com

সহকারে গ্রহণ করবে। এতে সে কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। সে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে এবং হালাল কোন কাজ বা চাকুরী পাওয়া যায় কিনা তার জন্যে অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকবে। যখনই সে হালাল কাজ বা সুদমুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাবে তখনই সে সুদী প্রতিষ্ঠানের চাকুরী ছেড়ে দিবে। সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাওয়ার পর সুদী প্রতিষ্ঠানে আর চাকুরী করা জায়েজ হবে না। আর যদি কেউ সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকে, অতঃপর কোন সুদী প্রতিষ্ঠানেও চাকুরী পায় এমতাবস্থায় সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সুদী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে যোগদান করা তো জায়েজই হবে না।

এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কতকগুলো বিষয়কে স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, আর কতকগুলো বিষয় আছে সন্দেহ যুক্ত। প্রকৃত মুসলমান হতে হলে সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সন্দেহ বা সংশয়পূর্ণ জিনিস পরিহার করে সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ করবে।"

সুদের টাকা খরচ করার খাত

সুদের লেনদেন করা তথা সুদ নেয়া, সুদ দেয়া, সুদ খাওয়া, সুদের সর্বপ্রকার ব্যবহার, সুদের সাক্ষী থাকা কিংবা সুদের লেনদেনকারী কোন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য সহযোগিতা করা ইসলামী শরীয়ায় হারাম। আধুনিক বিশ্বে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এমনকি টাকা পয়সার নিরাপত্তার জন্যেও ব্যাংকে একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখতে হয়। যেসব এলাকায় ইসলামী ব্যাংকের শাখা আছে সে সব এলাকায় অর্থের নিরাপত্তার জন্যে ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা না রেখে সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখা কিংবা বিনা প্রয়োজনে সুদী ব্যাংকে একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখা জায়েজ হবে না। কারণ এতে সুদকে সহযোগিতা করার সামিল। হারাম কাজ করা যেমন গুনাহ, তদরূপ হারাম কাজে সহযোগিতা করাও গুনাহ। আর যেসব এলাকায় ইসলামী ব্যাংকের শাখা নেই সেসব এলাকায় অর্থের নিরাপত্তার জন্যে সুদী ব্যাংকে একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখা কিংবা অন্য কোন শরয়ী কারণে এবং প্রয়োজনে সুদী ব্যাংকে টাকা জমা করা যেতে পারে। তবে এতে যে সব সুদ আসবে তা ব্যক্তিগত কিংবা নিজ পরিবারের কোন প্রয়োজনে খরচ করা জায়েজ হবে না।

ব্যাংকের একাউন্টের সুদের টাকা এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো হাতে যদি সুদের টাকা এসে যায় তাহলে এ সকল হারাম অর্থ সওয়াবের নিয়ত না করে

www.pathagar.com

গরীব, মিসকিন ও অভাবী লোকদেরকে দিয়ে দিতে হবে। তাদের জন্যে তা গ্রহণ করা নাজায়েজ নয়। তবে কোন অভাবী লোক যদি তা জেনে যায় এবং সুদের টাকা গ্রহণ করতে রাজী না হয় তাহলে সেটা তার জন্যে ভাল। এছাড়া সুদের টাকা দিয়ে রাস্তাঘাট, পুল, পায়খানা ইত্যাদি তৈরি ও মেরামত কাজেও ব্যয় করা যায় কিন্তু কোন সওয়াবের নিয়ত করা যাবে না। বরং এটা হচ্ছে তার সুদের অর্থ থেকে নাজাত পাওয়ার পথ। সুদের টাকা কোন মসজিদ, মাদ্রাসায় দেয়া জায়েজ নেই। এটাই হচ্ছে সম্মানিত উলামায়ে কিরামের অভিমত।

আমাদের দেশে কিছু কিছু লোক আছেন যারা সুদী ব্যাংক কিংবা অন্য কোন সুদী প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রাখেন কিন্তু কোন সুদ গ্রহণ করেন না। একাউন্ট খোলার সময়ই No interest লিখে দেন। এ ব্যবস্থা অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সঠিক নয়। কারণ এতে সুদী প্রতিষ্ঠানকে আরো অধিক ভাবে সহযোগিতা করা হয়। সুদী ব্যাংকগুলো অন্যদের থেকে সুদ আদায় করে তাদের উপর জুলুম করে থাকে। উপরন্তু সুদী ব্যাংক থেকে সুদ গ্রহণ না করে বরং ফেরত দিয়ে তাদের জুলুম ও শোষণ করার হাতকে আরো শক্তিশালী করা হয় এবং তাদের আরো অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার জন্যে সুযোগ করে দেয়া হয়। কাজেই সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে অগত্যা যে সুদ এসে যায় তা সুদী ব্যাংকে ফেরত না দিয়ে এনে যদি সওয়াবের নিয়ত না করে অসহায়, গরীব লোকদের দিয়ে দেয়া হয় তাহলে কমপক্ষে গরীব লোকেরা উপকৃত হবে এবং রাস্তাঘাট, পায়খানা, প্রস্রাবখানা তৈরি করে দিলে জনগণ উপকৃত হবে। সুতরাং সুদের টাকা ব্যাংকে ফেরত না দিয়ে গরীবদেরকে দিয়ে দেয়া কিংবা রাস্তাঘাট, পায়খানা ইত্যাদি তৈরি করে দেয়াই তুলনামূলক উত্তম। তবে স্থায়ী ভাবে এমন কোন খাত তৈরি করে রাখা বৈধ নয়, যে খাতে সুদের অর্থ কেবল আসতেই থাকবে।

সুদী কারবার বাতিল করণে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিশ্বনবী (সাঃ)

সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি বিধান অষ্টম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুদকে শুধুমাত্র হারামই ঘোষণা করা হয়নি; বরং একে সর্বাধিক ঘৃণ্য বস্তু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুদ গোটা অর্থ ব্যবস্থাকেই সম্পূর্ণ নাপাক করে দেয় এবং মানুষের নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীকে ধ্বংস করে দেয়। সুদ হচ্ছে করীরা গুনাহ্। কিন্তু সকল কবীরা গুনাহ্ এক বা সমান নয়। সুদ হচ্ছে যে কোন কবীরা গুনাহ্ হতে ভয়াবহ।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে সুদের নিষেধাজ্ঞা জারী হবার পর ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র সুদী কারবার বন্ধ করার জন্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান। নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নাজরানের খৃষ্টানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর নাজরানের খৃষ্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ৬০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল মদীনা আগমন করে। প্রতিনিধি দলের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে এ শর্তও ছিল যে, তোমরা সুদ গ্রহণ করবে না। এরপর তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন যে, যদি তোমরা পূনরায় সুদী কারবারে লিপ্ত হও তাহলে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হবার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। মক্কার বনু সাকীফ ও বনু মাখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদী কারবার বহাল ছিল। বনু মাখযুম মুসলমান হবার পর তারা সুদের টাকা পরিশোধ করতে রাজি হল না। তাদের বক্তব্য ছিল এ যে, সুদ যেহেতু হারাম, কাজেই আমরা আমাদের হালাল উপার্জন হারাম পথে ব্যয় করব না। অপরদিকে বনু সাকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করতে লাগল। কারণ তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এ সময় মক্কার গভর্ণর ছিলেন এক রেওয়ায়েত মতে হযরত মুয়ায (রাঃ) এবং অন্য রেওয়ায়েতে হযরত ইতাব ইবনে উসায়েদ (রাঃ)। তিনি এ ব্যাপারে ফায়সালার জন্যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট লিখে পাঠান। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মক্কার গভর্ণরের নিকট প্রতুত্তরে এ নির্দেশ লিখে পাঠালেন যে, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ন হবার পর সুদের যেসব বকেয়া পাওনা আছে তাও বাতিল করা হলো। কারণ বকেয়া সুদের লেনদেনও হারাম। তারা শুধু তাদের মূলধন ফেরত পাবে। তিনি এটাও লিখে পাঠান যে, বনু সাকীফ যদি বকেয়া সুদ গ্রহণ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

দশম হিজরীর জিলহজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্বনবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন "জাহিলী যুগের প্রচলিত সকল সুদ বাতিল ঘোষণা করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের সমুদয় সুদ বাতিল ঘোষণা করলাম।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চাচা আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুদের কারবারের সাথে জড়িত ছিলেন। সে সময় অধিকাংশ লোকের নিকট তিনি সুদের টাকা পাওনা ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) সর্বপ্রথম নিজ বংশকে উপস্থাপিত করলেন। এভাবে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে সমগ্র আরব থেকে সুদকে উৎখাত করে স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্বকে পরিপূর্ণ করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্যে ইসলামী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সুদবিহীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিক ব্যাংকগুলোর মতই সমুদয় কাজ করবে, তবে সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়া মোতাবেক। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সুদের কোন অস্তিত্বই থাকতে পারবে না।

সুদখোররা এতো সুখে সম্মানে কেন ঃ জবাব

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন পবিত্র কুরআনে তো বলা হয়েছে,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا ○

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন," তাহলে বর্তমান বিশ্বে সুদখোররা সর্বাধিক সুখে ও সম্মানে আছে কেন? বর্তমানে সুদখোরদের আধিপত্যইতো বেশী। ঘরবাড়ী, দালান কোটা, পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, শিল্প কারখানা, দোকান, গাড়ী বাড়ী, স্বর্ণ রৌপ্য, চাকর চাকরাণী ইত্যাদির কিছুইতো তাদের অভাব নেই। সুখ শান্তি, আরাম আয়েশ, সম্মান ইত্যাদিতো দেখা যায় তাদেরই আয়ত্বাধীন। সুতরাং আল্লাহ্র ঘোষণার সাথে বাস্তবতার মিল কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলা হবে যে, উপরোক্ত জিনিসগুলো হচ্ছে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও সম্মানের উপকরণ মাত্র। পৃথিবীতে মানুষ খানিকটা সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্যে এ সকল উপকরণগুলি সংগ্রহ্ বা ক্রয় করে থাকে। আর এ সকল উপকরণ বা সাজ সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ্ বা ক্রয় করার জন্যেই মানুষ রাতদিন পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মানুষের এত পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য উপকরণ গুলো সংগ্রহ্ করা নয়। বরং এর মাধ্যমে সুখ ও সম্মান লাভ করাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং উপকরণ ও সুখ এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কিন্তু আমরা উপকরণ তথা গাড়ী বাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদ, ভোগ বিলাস ইত্যাদিকে সুখ শান্তি বা সম্মান মনে করে ভুল করছি এবং প্রতারিত হচ্ছি। সুখ শান্তির উপকরণগুলি টাকার বিনিময় তৈরী করা যায় কিংবা বাজার থেকে ক্রয় করা যায়। কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়েও বাজার থেকে একটু স্থায়ী সুখ ক্রয় করে আনা যায় না। সুখ হচ্ছে মনের প্রশান্তি।

মনের এ প্রশান্তি লাভ করা যায় কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিতো আমরা তখনই অর্জন করতে পারবো যদি আমরা ইসলামের বিধি বিধান এবং রাসূলুল্লাহ্র (সঃ) সুন্নাহ কে পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করতে পারি। কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সুখ শান্তি মু'মিনের আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের

www.pathagar.com

সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি অর্জন করা। আখিরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপর ভরসা করা মোটেই উচিত নয়। এখানকার সুখ শান্তি বা সুখের উপকরণ আসল সম্পদ নয়। কারণ উপকরণগুলো আখিরাতে বিপদের মূহুর্তে কোনই উপকারেই আসবে না। কাজেই যে সকল উপকরণ বিপদের সময় উপকারে আসবে না তা কখনো স্থায়ী সম্পদ হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥

অর্থাৎ "পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বর করে তাদের জন্যে আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন করো না?" —সূরা আন্‌'আম ঃ ৩২

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لا وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٥

অর্থাৎ "তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উহার উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এর পর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড় কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।" —সূরা হাদীদ ঃ ২০

উপরোক্ত দু'টি আয়াতকে অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার ধন সম্পদ বা সুখের উপকরণ গুলো সুখের আসল সম্পদ বা উপকরণ নয়। কারণ এগুলো মৃত্যুর পর বিপদের সময় কোনই কাজে আসবে না।

www.pathagar.com

সুদখোরদের গাড়ী বাড়ী দেখে যারা তাদের সুখী ও সম্মানিত বলে মনে করছেন, তারা ভুলের মধ্যে আছেন। তারা হয়তো সুদখোরদের বাহ্যিক অবস্থাটাই দেখেছেন, ভিতরের খবরটুকু জানার চেষ্টা করেননি। সুদখোর কিংবা অন্য কোন অবৈধ পন্থায় কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এমন ব্যক্তিদের খোঁজ নিয়ে দেখুন, আপনার ভুল ভেঙ্গে যাবে। তারা সুখে নেই। আপনি তাদের নিকট সুখ শান্তির হাজারো উপকরণ পাবেন কিন্তু সুখ জিনিসটি পাবেন না। প্রত্যেকেই হয়তো বলবে, গাড়ী, বাড়ী, স্বর্ণ অলংকার আছে কিন্তু আমার সুখ নেই। অর্থের লোভ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও আরো টাকার জন্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। নিয়মিত পেটভরে খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না। রাতদিন কেবল টাকার চিন্তা। কোথাও থেকে টেলিফোন আসলে স্বয়ং টেলিফোন রিসিভ করছেন না। মনের ভেতরে কি যেন ভয়। অন্যাকে ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছেন, বলে দিন সাহেব বাসায় বা অফিসে নেই। বাসায় কিংবা অফিসে বসে থেকেও কেন নেই বলে দেওয়া হয় বোধগম্য নয়। এর নাম বুঝি সুখ? টাকার অভাব নেই কিন্তু দাম্পত্য জীবন হয়তো তাকে অশান্তি করে তুলেছে। গাড়ী আছে কিন্তু সন্তান সন্ততি হয়তো মানুষ হয়নি। হয়েছে চোর, ডাকাত, মাস্তান, হাইজাকার বা অমানুষ। খাট পালঙ্ক সবই আছে কিন্তু হয়তো এমন রোগ হয়েছে যার চিকিৎসা নেই। খাবার আছে কিন্তু হয়তো কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করাতে পারছে না, পারলেও হজম হচ্ছে না। বাড়ী আছে কিন্তু একটি রাতও হয়তো বাড়িতে ঘুমাতে পারছে না। পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো ঘুমানোর স্থান আছে কিন্তু চোখে ঘুম আসে না। একটু ঘুমানোর জন্যে ট্যাবলেট কিনে তাকে পকেটে রাখতে হয়। এইতো হল সুদখোরদের সুখ শান্তির বিবরণ। এগুলো আমি কাল্পনিক বলছি না, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, তাদের অর্জিত ধন সম্পদ তাদেরকে সুখ দিতে পেরেছে কিনা। ইউরোপ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহ্যিক অবস্থা দেখে হয়তো মনে করবেন তারা সুখে আছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন তারাও সুখে নেই। সম্পদের প্রাচুর্যে ভরা ধনী দেশগুলোতে মানুষের হৃদয় আজ অশান্তি, অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশায় ভারাক্রান্ত। সম্পদের প্রাচুর্যে তাদের সে হতাশা কমে না বরং বাড়ে। ট্যাবলেট ব্যতীত তারা চোখে একটু আরামের ঘুম পর্যন্ত আনতে পারে না। সুদখোর ব্যক্তিরা শুধুমাত্র নিজেরাই অশান্তিতে নয় বরং তাদের পরিবার পরিজনও অশান্তিতে আছে। সুদের ধন সম্পদ সুদখোরদের ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনকেও সুখময় করে না।

সুদখোরদের সম্মানের কথা বলবেন? সম্মানের অবস্থাটাও অনুরূপ।

www.pathagar.com

সুদখোররা কঠোর, নিষ্ঠুর, নির্মম ও নির্দয়। দরিদ্র জনগণের প্রতি তাদের মায়া মমতা ও সহানুভূতির লেশ মাত্র নেই। বরং দরিদ্র জনগণের দারিদ্রতার সুযোগ গ্রহণই হলো তাদের পেশা। সমাজের অসহায় ও গরীব লোকদের রক্ত চুষে তারা নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। গরীব ও নিঃস্ব লোকদের অন্তরে সুদখোরদের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিহিংসারই সৃষ্টি হয়। তারা সুদখোরদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে বাহ্যিক ভয় করে বটে কিন্তু সম্মান করে না। ভয় আর সম্মান কি এক জিনিস? দুষ্ট লোকদের ভয় করাটা স্বাভাবিক। কারণ তারা কারো কোন ক্ষতি করতে বিন্দু মাত্রও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু সমাজের কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। সবাই তাদেরকে ঘৃণা করে। সমাজের গরীব ও নিঃস্ব লোকেরা সুদখোরদের দেখলে বাহ্যিক কিছুটা সম্মান করে বটে কিন্তু প্রকৃত সম্মান নয়। সুদখোরদের অত্যাচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই তারা বাহ্যিক একটু সম্মান দেখাতে বাধ্য হয়। তাইতো দেখা যায় সুদখোরদের মৃত্যুর পর সমাজের লোকেরা তাদের স্মরণ করে না বরং ঘৃণা করে। শুধু আমাদের দেশেই নয়; পৃথিবীর কোথাও সুদখোরদের কোন সম্মান নেই। সবাই তাদেরকে ঘৃণা করে। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা, যুদ্ধ বিগ্রহ এ ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। সুদখোরদের প্রতি রয়েছে মানুষের ক্ষোভ, ঘৃণা ও ধিক্কার। বহুকাল ব্যাপী গ্রাম বাংলার কোন কোন এলাকার জনগণের মধ্যে এখনো এ বিশ্বাস রয়েছে যে, গরুর পায়ে পোকা হলে (খুরা রোগ) সাত জন সুদখোরের নাম লিখে গরুর পায়ে বেঁধে দেওয়া হলে নাকি পায়ের পোকা পড়ে যায়। সুদখোরেরা সমাজের নিকট কত নিকৃষ্ট। এ হলো সুদখোরদের সম্মানের নমুনা। সুদখোরদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পৃথিবীর কোথাও সুদখোররা সুখে সম্মানে নেই।

পক্ষান্তরে যারা হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করেন এবং দান খয়রাত করেন তাঁদের অবস্থা দেখুন। তাঁদেরকে কখনো ধন সম্পদের পিছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখা যাবে না। তাঁদের বাহ্যিক চাকচিক্য হয়তো নেই; সুখ শান্তির উপকরণ হয়তো কম; কিন্তু তাদের রয়েছে সুখ শান্তি ও সম্মান। আপনি তাঁদের বাহ্যিক অবস্থাটুকু না দেখে ভিতরের খোঁজ নিলে দেখবেন, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে তাঁরা সুখে শান্তিতে আছে। এটাই তো প্রকৃত সুখ। তাঁদের সুখের উপকরণ কম থাকতে পারে; কিন্তু সুখ কম নয়। সমাজের সবাই এদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। প্রকৃত সুখ রয়েছে অল্পে তুষ্টির মধ্যে। অর্থাৎ যার যতটুকু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। আর জীবনের প্রতিটি কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিনোয়োগের ইসলামী পদ্ধতি ও শর'য়ী বিধান

বিনিয়োগ ও ক্রয় বিক্রয়ের ইসলামী পদ্ধতি

ইসলামে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে আর মুনাফা অর্জনের জন্যে ক্রয় বিক্রয় ও বিনিয়োগকে বৈধ করা হয়েছে। মুসলমানগণ কি কি পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় ও অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করবে সে পদ্ধতিগুলোও ইসলামে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. বাই মুরাবাহা (البيع المرابحة) অর্থাৎ লাভযুক্ত ক্রয় বিক্রয়।

২. বাই মুয়াজ্জাল (البيع المؤجل) অর্থাৎ বাকীতে ক্রয় বিক্রয়।

৩. বাই সালাম (البيع السلم) অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়।

৪. বাই মুদারাবা (البيع المضاربة) অর্থাৎ উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ।

৫. বাই মুশারাকা (البيع المشاركة) অর্থাৎ অংশীদারী কারবার।

৬. ইজারা (اجارة) অর্থাৎ ভাড়া।

৭. নিলামে ক্রয় বিক্রয় (بيع بالمزاد العلانى –বাইউন বিল মুযাদিল 'আলানিয়্যি) অর্থাৎ যে অধিক মূল্য প্রস্তাব করে তার নিকট বিক্রি করা।

৮. ইস্তিসনা (الاستصناع) অর্থাৎ কারিগর/শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন।

৯. বাই সারাফ (البيع الصرف) অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রার বিনিময় (Money Exchange)। স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা ইত্যাদি সমজাতীয় জিনিসের বিনিময় করা হলে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে বিনিময় করতে হবে। অর্থাৎ পক্ষদ্বয়ের পরস্পর পৃথক হবার পূর্বেই বিনিময়কৃত মাল হস্তান্তর করতে হবে। আর ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময় করা হলে পরিমাণে কমবেশী করা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে, বাকীতে করা যাবে না। এ বিষয়ে 'রিবা আল ফাদল' এর স্থলে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. বাই তাওলিয়া (البيع التولية) অর্থাৎ সমমূল্যে বা লাভবিহীন ক্রয় বিক্রয় করা। এতে কোন লাভও নেই, লোকসানও নেই। অর্থাৎ কোন জিনিস মুনাফা ব্যতীত ক্রয়মূল্যে বিক্রয় করাকে 'তাওলিয়া' বা সমমূল্যে বিক্রি (Release at cost Price) বলে।

www.pathagar.com

১১. বাই ওয়াদইয়াহ্ ঃ অর্থাৎ লোকসানে বিক্রয় করা। এ পদ্ধতিতে বিক্রয়মূল্য ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম হবে।

১২. বাই মুসাওয়ামা ঃ অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের বিবেচনা না করে যে কোন মূল্যে বিক্রয় করা।

১৩. বাই মুকায়েসা ঃ অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের ক্রয় বিক্রয়। যেমন এক ব্যক্তি চাল দিল এবং অপর ব্যক্তি এর পরিবর্তে কাপড় দিল। এ পদ্ধতিতে রিবার অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

১৪. বাই মুতলাকঃ অর্থাৎ মূল্যের বিনিময়ে পণ্যের ক্রয় বিক্রয়। এটাই ক্রয় বিক্রয়ের সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধতম প্রথা। বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম ইত্যাদি বাই মুতলাক এর অন্তর্ভূক্ত।

বাই মুরাবাহা পদ্ধতি
(লাভে ক্রয় বিক্রয়)

মুরাবাহা (مرابحة) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লাভ দেওয়া, ফায়দা দেওয়া বা উপকার করা। ইসলামী শরীয়ার পরিভাষায় কোন মাল ক্রয় করার পর কিছু মুনাফা করে অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অংক যোগ করে বিক্রয় করাকে বলা হয় 'বাই মুরাবাহা' (البيع المرابحة)। কোন ব্যক্তি কোন মাল কারো নিকট হতে যে মূল্যে ক্রয় করেছে তা অপেক্ষা অধিক মূল্যে অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অংক যোগ করে অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করাকে বাই মুরাবাহা (Bai Murabaha) বলে। ইংরেজিতে বাই মুরাবাহা (Bai Murabaha) কে বলা হয় To sale at cost plus profit অর্থাৎ লাভে বিক্রয় অথবা Contract sale on profit অর্থাৎ চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে احل الله البيع। অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ব্যবসাকে (ক্রয় বিক্রয়কে) হালাল করেছেন। – (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ।" –(সূরা নিসা ঃ ২৯)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.pathagar.com

وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ لِّيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ اُضْحِيَّةً فَاشْتَرَاى كَبْشًا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهُ بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرٰى اُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ فَجَاءَ بِهَا وَبِالدِّيْنَارِ الَّذِىْ اسْتَفْضَلَ مِنَ الْاُخْرٰى فَتَصَدَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِالدِّيْنَارِ فَدَعَالَهُ اَنْ يُّبَارَكَ لَهُ فِىْ تِجَارَتِهٖ ٥ •

"হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি কুরবানীর পশু খরিদ করার জন্যে এক দিনার দিয়ে তাকে বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দিনার দিয়ে একটি দুম্বা ক্রয় করলেন এবং উহা দুই দিনারে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। আবার গিয়ে এক দিনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন, অতঃপর পশু ও অতিরিক্ত দিনার এনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উহা দান করে দিলেন এবং তার জন্যে দু'আ করলেন যেন তার ব্যবসায়ে বরকত (লাভ) হয়।"

—সহীহ্ তিরমিজি ও আবু দাউদ

এ হাদীস থেকে জানা যায় আপন কাজে উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা এবং লাভে ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয বা বৈধ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ব্যবসা অর্থাৎ পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাকে হালাল করেছেন। মুনাফা তখনই অর্জিত হবে যখন বিক্রয় মূল্য পণ্যের ক্রয় মূল্য হতে অধিক হবে। যে কেউ বাই মুরাবাহা (Bai Murabaha) পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের অনুরোধে এ পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় করে থাকে।

বাই মুরাবাহা'র শর'য়ী বিধান

১. ক্রয় বিক্রয়ের মাল মুদ্রার অংক না হয়ে পণ্য (Commodity) হতে হবে।

২. যে মাল বিক্রয় করা হবে সে মালের বিক্রয় মূল্য মুদ্রার অংকে নির্ধারিত হতে হবে।

৩. দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকলে কোন মুদ্রায় বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করা হবে তা চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৪. ক্রেতা ও বিক্রেতার (عاقدين) ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে। কারণ কোন ব্যক্তির (বিক্রেতার) কোন জিনিস বিক্রয়ের আগ্রহ্ প্রকাশ ব্যতীত এবং ক্রেতার ক্রয়ের আগ্রহ্ প্রকাশ ব্যতীত ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। ইশারা বা কোন কর্মের মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা যায়।

৫. বিক্রয়ের মালামাল (معقود عليه) প্রয়োজনীয় ও উপকারী হওয়া আবশ্যক।

৬. ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য অবশ্যই হালাল পণ্য হতে হবে যা ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ নয়।

৭. যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের বাস্তব উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। (বাই সালাম অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক মাসআলা)

৮. বিক্রয়ের মাল হস্তান্তরযোগ্য এবং ক্রেতার নিকট পরিচিত হতে হবে।

৯. বিক্রয়ের মাল অস্থাবর সম্পত্তি হলে এর উপর বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। কারণ অস্থারর সম্পত্তি ক্রয় করে তা দখল করার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। যে মালে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছে সে মালের উপর অন্য কারো মালিকানা থাকতে পারবে না।

১০. জমি কিংবা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করার পর তা দখল করার পূর্বেই বিক্রয় করা যাবে।

১১. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কোন নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্যে হতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্যে হলে তা শুদ্ধ হবে না।

১২. মালের প্রকৃতি, পরিমাণ, গুণাগুণ বিক্রয় মূল্য (Sale price) ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট হতে হবে; নতুবা ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে না। কারণ এতে বিবাদ ও প্রতারণা হতে পারে।

১৩. ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার নিকট মালের মূল্য পরিশোধ এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার মালিকানায় বিক্রীত মালামাল হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হবে।

১৪. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবার জন্যে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বুদ্ধিমান হতে হবে। অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তবে বালেগ হওয়া শর্ত নয়।

১৫. ক্রয় বিক্রয়ে দু'টি পক্ষ অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা অবশ্যই থাকতে হবে। একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

www.pathagar.com

১৬. ব্যাংকের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকতে হবে। যথা– পণ্যের বিক্রেতা, ব্যাংক (১ম ক্রেতা) এবং গ্রাহক (২য় ক্রেতা)।

১৭. মুরাবাহা চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের নিজস্ব কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রাহকের কোন অংগ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতে পারবে না। কারণ এতে একই ব্যক্তি বিক্রেতা ও ক্রেতা হওয়ায় মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

১৮. ব্যাংকের ক্ষেত্রে মুরাবাহা চুক্তির অধীনে নির্ধারিত পণ্য সামগ্রী অবশ্যই ব্যাংকের নামে ক্রয় করে দখলে আনতে হবে যাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে হলেও সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রীর উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। কারণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের উপর বিক্রেতার (ব্যাংক) মালিকানা থাকা শর্ত।

১৯. ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ্ না দিয়ে যদি মুরাবাহার নামে নগদ অর্থ প্রদান করতঃ লেনদেনের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হয় তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।

২০. মুরাবাহা পদ্ধতিতে প্রথম ক্রেতা (ব্যাংক) দ্বিতীয় ক্রেতার (গ্রাহকের) নিকট মাল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মালের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ কালে মালামালের ক্রয় মূল্যের সাথে পরিবহন খরচ, গুদাম ভাড়া, শুল্ক, ভ্যাট, পাহারাদারের মজুরী ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করতে পারবে। কিন্তু আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করার পর মালের যে মূল্য দাঁড়াবে তাকে মালের ক্রয় মূল্য (Purchase price) বলে উল্লেখ করা যাবে না।

২১. মুরাবাহ্ পদ্ধতিতে যে পণ্যটি বিক্রয় করা হবে তার প্রকৃত ক্রয় মূল্য, মুনাফার পরিমাণ ও অন্যান্য খরচ চুক্তিপত্রে পৃথক ভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

২২. মাল যার নিকট বিক্রয় করা হবে অর্থাৎ ক্রেতা যদি মালের ক্রয় মূল্য, মুনাফা ও অন্যান্য খরচের পরিমাণ জানতে চায় তাহলে বিক্রেতা তা জানাতে বাধ্য থাকবে।

২৩. নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রেতা মালের হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারবে।

২৪. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পদানের পর গ্রাহক (ক্রেতা) কর্তৃক মালামালের মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংক জামানত হিসাবে বিক্রীত মালামাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এক্ষেত্রে মালামালের মূল্য গ্রাহকের নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

২৫. এ পদ্ধতিতে চুক্তি পত্রে যে লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হবে, কোন অবস্থাতেই তার চেয়ে অধিক লাভ বা অধিক মূল্য আদায় করা যাবে না। নির্ধারিত লাভের অতিরিক্ত আদায় করা হলে তা সুদ হবে। কারণ ঋণের উপর অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করা যায় না।

২৬. মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের মালিক হবে গ্রাহক (ক্রয় সূত্রে)। কিন্তু ব্যাংক তার বিনিয়োগের জামানত স্বরূপ মুরাবাহা চুক্তির শর্তানুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংক সরবরাহতব্য মালামালের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতঃ তা ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

২৭. অতঃপর গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের পর এবং ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট পণ্য হস্তান্তরের পরে গ্রাহক আইনতঃ পণ্যের মালিকানা ও ব্যবহার করার অধিকার লাভ করবে।

২৮. গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা টাকা অর্থাৎ পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ব্যাংকের গুদামে রক্ষিত মালামাল অর্থাৎ গ্রাহকের জামানত বিক্রি করে ব্যাংক তার পাওনা আদায় করতে পারে।

২৯. ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হবার জন্যে সহায়ক এবং কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এরূপ যে কোন শর্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে যোগ করা যাবে। কোন পক্ষ উক্ত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি এক তরফা ভাবে বাতিল করা যাবে।

৩০. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবার পর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে প্রথমে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মালের মূল্য পরিশোধ করবে এবং মূল্য ব্যবহার করার পূর্বেই বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মালামাল হস্তান্তর করবে।

৩১. নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মালামাল হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারবে।

৩২. বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতাকে প্রতারিত করেছে বলে দ্বিতীয় ক্রেতা পরে জানতে পারলে এবং তা প্রমাণিত হলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে প্রতারিত ব্যক্তি মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে মাল রাখতেও পারবে অথবা ফেরতও দিতে পারবে। এ ব্যাপারে তার (দ্বিতীয় ক্রেতা) ইখতিয়ার থাকবে।

৩৩. কিন্তু মাল ফেরত দানের পূর্বেই দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট মাল নষ্ট হলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। তাকে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে মাল রাখতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে দ্বিতীয় ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থের প্রতারিত হয়েছে সে পরিমাণ মূল্য কম দিতে পারবে।

www.pathagar.com

৩৪. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয় বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের কোন শর্ত না থাকলে ঐ ক্রয় বিক্রয় কোন পক্ষই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

৩৫. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবার জন্যে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত এবং ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থী নয় এমন যে কোন শর্ত ক্রয় বিক্রয় চুক্তিতে আরোপ করা যাবে। যেমন মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত মালামাল হস্তান্তর করা হবে না, জিনিস বন্ধক রাখতে হবে, কারো জামিন হতে হবে ইত্যাদি।

৩৬. ক্রীত মালামাল ক্রেতার (ব্যাংকের) অধিকারে না আসা পর্যন্ত তা পুনরায় বিক্রি করা জায়েজ নয়। ক্রীত মালামাল ক্রেতা (ব্যাংক) প্রথমে নিজের দখলে আনয়ন করবে অতঃপর তা বিক্রি করবে।

বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতি
(বাকীতে ক্রয় বিক্রয়)

বাই মুয়াজ্জাল (البيع المؤجل) অর্থ হচ্ছে বাকীতে ক্রয় বিক্রয়। বাকীতে ক্রয় বিক্রয় লাভে হতে পারে, সমমূল্যে হতে পারে, আবার লোকসানেও হতে পারে। যদি লাভে হয়ে থাকে তাহলে তাকে বলা হয় **'মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জাল'**। বাই মুয়াজ্জাল বলতে সাধারণতঃ 'মুরাবাহ্ বাই মুয়াজ্জালকে'ই বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ক্রেতাকে আগে বিক্রীত মাল সরবরাহ্ করা হয় এবং ক্রেতা কর্তৃক মালের মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে। ইসলামে বাই মুয়াজ্জাল অর্থাৎ বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-,

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ٥

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন' (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)। এখানে সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয় তথা নগদ, বাকী ও অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। হাদীসের মাধ্যমেও বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِّنْ يَّهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَّ رَهَنَهُ دِرْعًا لَّهُ مِنْ حَدِيْدٍ ٥

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ইহুদীর নিকট হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাকীতে ক্রয় করেছিলেন এবং (মূল্য বাকী থাকায়

www.pathagar.com

উহার জন্যে) তাঁর লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন।

–সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয়ের শর'য়ী বিধান ফিকাহ্র কিতাবে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

বাই মুয়াজ্জাল এর শর'য়ী বিধান

১. এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয়ের মাল মুদ্রার অংক না হয়ে পণ্য (Commodity) হতে হবে।

২. ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ্ না দিয়ে যদি বাই মুয়াজ্জাল এর নামে নগদ অর্থ প্রদান করতঃ লেনদেনের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হয় তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।

৩. মালের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, মালের বিক্রয়মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা-চুক্তি পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; নতুবা ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে না। কারণ এতে ভবিষ্যতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ ও কলহের সৃষ্টি হতে পারে।

৪. যে মাল বিক্রয় করা হবে সে মালের বিক্রয় মূল্য মুদ্রার অংকে নির্ধারিত হতে হবে।

৫. দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকলে কোন মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হবে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে। ইশারা বা কোন কর্মের মাধ্যমেও ক্রয় বিক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা যায়।

৭. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময়ই বিক্রয় মূল্য পরিশোধের সময়সীমা স্পষ্টভাবে তথা মাস দিন ও তারিখ সহ্ চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ যেমন- রমজানের পর, হজ্জের পর, মাল বিক্রয়ের পর এভাবে নির্ধারণ করা যাবে না।

৮. বিক্রয় মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্ত থাকলে তাও চুক্তি পত্রে স্পষ্টভাবে কিস্তির সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।

৯. ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য অবশ্যই হালাল পণ্য হতে হবে যা ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ নয়।

১০. যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা এবং

www.pathagar.com

সে পণ্যের বাস্তব উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে, হস্তান্তর যোগ্য হতে হবে এবং ক্রেতার নিকট পরিচিত হতে হবে।

১১. বিক্রয়ের মাল অস্থাবর সম্পত্তি হলে এর উপর বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। বিক্রীত মালের উপর বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কারো অধিকার থাকবে না।

১২. জমি কিংবা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করার পর তা দখল করার পূর্বেই বিক্রয় করা যাবে।

১৩. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবার জন্যে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে ক্রয় বিক্রয়ের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তবে বালেগ হওয়া শর্ত নয়।

১৪. ক্রয় বিক্রয়ে দু'টি পক্ষ থাকতে হবে। যথা ক্রেতা ও বিক্রেতা। একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে পারবে না।

১৫. বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি পক্ষ থাকতে হবে। যথা পণ্যের বিক্রেতা, ব্যাংক (১ম ক্রেতা) এবং গ্রাহক (২য় ক্রেতা)।

১৬. বাই মুয়াজ্জাল চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের নিজস্ব কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রাহকের কোন অংগ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতে পারবে না। কারণ এতে একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা হওয়ায় ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

১৭. ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাই মুয়াজ্জাল চুক্তির অধীনে নির্ধারিত পণ্য সামগ্রী অবশ্যই ব্যাংকের নামে ক্রয় করে দখলে আনতে হবে যাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে হলেও সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রীর উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি হবে। কারণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা থাকা শর্ত।

১৮. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্যে হতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্যে হলে তা শুদ্ধ হবে না।

১৯. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার কোন শর্ত না থাকলে ঐ ক্রয় বিক্রয় কোন পক্ষই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

২০. ক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাওনা টাকার তাগাদা করতে পারে না।

২১. বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট বিক্রীত মালামাল আগে

www.pathagar.com

সরবরাহ করা হবে এবং ক্রেতা কর্তৃক মালের মূল্য পরিশোধ করা হবে ভবিষ্যতের একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়ে। ক্রেতার নিকট মালামাল সরবরাহের পর মালের উপর ক্রেতার আইনগতঃ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই মালামাল ব্যবহার করতে পারবে। আর মালামালের ক্রয় মূল্য ক্রেতার ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২২. বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা মালের হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারবে না; বরং বিক্রেতাকে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তর করতে হবে।

২৩. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর বিক্রেতা (ব্যাংক) মালের বিক্রয় মূল্য অপর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পরিশোধের জন্যে ক্রেতাকে নিদের্শ দিতে পারবে।

২৪. এ পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয় মূল্য, লাভের পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ক্রেতাকে বলতে কিংবা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে বিক্রেতা বাধ্য নয়। কেবল পণ্যের বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

২৫. ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হবার জন্যে সহায়ক এবং কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এরূপ যে কোন শর্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে যোগ করা যাবে। কোন পক্ষ উক্ত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি এক তরফা ভাবে বাতিল করা যায়।

২৬. বিক্রয়ের মালামাল (معقود عليه) প্রয়োজনীয় ও উপকারী হওয়া আবশ্যক।

২৭. বাই মুয়াজ্জাল অর্থাৎ বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততার জন্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে কোন জিনিস বন্ধক (Mortgage) নিতে পারবে।

২৮. বিক্রেতা (বন্ধক গ্রহীতা) বন্ধকী জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না; এবং ব্যবহার করার শর্তও করতে পারবে না। শুধু মাত্র দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী জিনিস পাওনাদার (বিক্রেতা) নিজের দখলে রাখতে পারবে।

২৯. বন্ধকী জিনিস দিয়ে কোন মুনাফা অর্জিত হলে তা প্রকৃত মালিকের প্রাপ্য হবে। বিক্রেতা (বন্ধক গ্রহীতা) তা ভোগ করতে পারবে না।

৩০. বন্ধকী মাল বিক্রেতার (বন্ধক গ্রহীতার) নিকট সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক নষ্ট হলে এর দায় দায়িত্ব বিক্রেতাকে (বন্ধক গ্রহীতাকে) বহন করতে হবে।

৩১. বন্ধকী মাল স্থাবর সম্পত্তি হলে এবং তা চুক্তি মোতাবেক ক্রেতার (বন্ধকদাতার) তত্ত্বাবধানে থাকলে, ক্রেতা (বন্ধক দাতা) বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি

www.pathagar.com

সাপেক্ষে চুক্তি মোতাবেক বন্ধকী জিনিস দিয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারবে এবং ক্ষতি সাধিত হলে এর দায় দায়িত্ব ক্রেতাকে (বন্ধক দাতাকে) বহন করতে হবে। তবে ক্রেতা (বন্ধকদাতা) বন্ধকী জিনিস বিক্রি করতে পারবে না। করলে তা অবৈধ হবে।

৩২. বিক্রয় মূল্য পরিশোধের পূর্বে বন্ধকদাতার মৃত্যু হলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক লব্ধ মাল পাবার অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। তবে বন্ধক লব্ধ মালের মূল্য যদি পাওনা টাকার চেয়ে বেশী হয় তাহলে অতিরিক্ত অর্থ বন্ধক গ্রহীতা মৃতের উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। আর যদি বন্ধক লব্ধ মালের মূল্য পাওনা টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে যত টাকা কম হবে তা মৃতের উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কারণ তা মৃতের ঋণ হিসেবে গণ্য।

৩৩. মৃতের উত্তরাধিকারীগণ বন্ধক গ্রহীতার পাওনা টাকা পরিশোধ করে বন্ধককৃত জিনিস ছাড় করে নিতে পারবে এবং বন্ধক গ্রহীতাও তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

৩৪. ক্রেতা আর্থিক অভাবের কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলে তা বৈধ হবে। তবে বর্ধিত সময়-সীমা উত্তীর্ন হবার পূর্বে বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্যে ক্রেতাকে তাগাদা দিতে পারবে না।

৩৫. মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিত করা হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে বিক্রীত মালের উপর অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য করা কিংবা বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে দেয়া যাবে না। যদি তা করা হয় তাহলে অতিরিক্ত অর্থ সুদ হবে। এ পদ্ধতিতে একবার বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হলে তা আর বর্ধিত করা যায় না। কারণ ক্রেতার নিকট মালের মূল্য ঋণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আর ঋণের উপর অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থ হচ্ছে সুদ আদায় করা।

৩৬. ক্রেতা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার পাওনা টাকা (বিক্রয় মূল্য) পরিশোধ না করে কিংবা পাওনা পরিশোধে টালবাহানা করে তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।

৩৭. ক্রয় বিক্রয়ে এরূপ বলা যাবে না যে, নগদ হলে এত টাকা আর বাকী হলে এত (বেশী) টাকা। এরূপ বলা হলে এবং সময়ের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে তা সুদ হবে।

৩৮. চুক্তি পত্রে বাই মুয়াজ্জাল নীতিমালার পরিপন্থি কোন শর্তারোপ করা যাবে না।

www.pathagar.com

৩৯. ক্রীত মালামাল ক্রেতার দখলে না আসা পর্যন্ত তা পুনরায় বিক্রি করা জায়েজ নয়। ক্রীত দ্রব্য ক্রেতা প্রথমে নিজের দখলে আনবে। অতঃপর আবশ্যক বোধে তা বিক্রি করবে।

বাই সালাম পদ্ধতি
(অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়)

বাই সালাম (البيع السلم) এর অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়। একে বাই সালাফ (البيع السلف) ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ক্রেতা কর্তৃক মালের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। আর বিক্রেতা কর্তৃক মাল ক্রেতার নিকট সরবরাহ্ বা হস্তান্তর করা হয় ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ٥

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্যে ঋণের আদান প্রদান কর তখন উহা লিপিবদ্ধ করে রেখো।

–সূরা বাকারা ঃ ২৮২

ফুকাহায়ে কিরাম এ আয়াতকে বাই সালাম এর বৈধতার অনুকূলে পেশ করেছেন।

'বাই সালাম' (Bai-Salam) অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করা ইসলামে বৈধ। তবে এর জন্যে পণ্যের গুণাগুণ, পরিমান,মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকতে হবে। হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلٰثَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْئٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ ٥

www.pathagar.com

অর্থাৎ "হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় পদার্পন করেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই ও তিন বৎসরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করত। তা দেখে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ, নির্ধারিত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্যে করে।"— (সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ,নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আউফা (রাঃ) বলেছেন ঃ

"আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুগে এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করতাম।'

বাই সালাম বৈধতার বিষয়ে বহু হাদীস রয়েছে। যে সকল সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুল মুজালিদ (রাঃ), মুহাম্মদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রাঃ), শাইবানী (রাঃ), আবুল বাখতারী (রাঃ), আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আবু আওফা (রাঃ) ও ইবনে আবু নাজীহ্ (রাঃ) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

খাদ্য শস্য, কাপড় এবং যে সব জিনিসের পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, প্রকৃতি ও ধরণ নির্ধারিণ করা যায় সেগুলোর বাই সালাম অর্থাৎ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় বৈধ। তবে পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, পণ্য সরবরাহের তারিখ ইত্যাদি অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; যাতে ভবিষ্যতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি না হয়। জীবজন্তু, পশুপাখি, মনিমুক্তা ইত্যাদির অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় অধিকাংশ ফকীহ্গণের মতে বৈধ নয়।কারণ এগুলোর পরিমাণ ও গুণাগুণ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

কোন ব্যক্তি বা কৃষক যদি বাই সালাম পদ্ধতিতে পণ্যের অগ্রিম বিক্রয় মূল্য নিয়ে ধান, গম, সরিষা, ইক্ষু, শাকসবজি, ফলমূল্য কিংবা অন্য কোন ফসলের চাষাবাদ করে এবং পরবর্তীতে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকেই (কৃষককেই) সে ক্ষতির দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। ক্রেতা কোন দায় দায়িত্ব বহন করবে না। বিক্রেতা (কৃষক) ক্রেতাকে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পণ্য সামগ্রী সরবরাহ্ দিতে বাধ্য থাকবে অথবা ক্রেতাকে পণ্যের মুল্য ফেরত দিবে। কারণ বাই সালাম পদ্ধতিতে ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী একটি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ের চুক্তিতে অগ্রিম মূল্য প্রদান করেছিল। জমিতে ফসল জন্মিলে কিংবা বৃক্ষে ফল হলে ক্রেতা তা পাবে, অন্যথায় পাবে না –এ ধরনের কোন শর্ত ছিল না। আর বাই সালাম

www.pathagar.com

পদ্ধতিতে এ ধরনের কোন শর্ত করাও বৈধ নয়। এরূপ শর্ত করা হলে তা আর বাই সালাম হবে না; বরং এ ধরনের শর্ত করা হলে উভয়ের সম্মতিতে শরীয়া সম্মত অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বাই সালাম পদ্ধতিতে নির্ধারিত পণ্যের নির্ধারিত ক্রয় মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয়, আর পণ্য সরবরাহ দেয়া হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে। বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য সরবরাহ না দেয়া পর্যন্ত পণ্যের অগ্রিম মূল্য বিক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। আর ঋণ সর্বাবস্থায়ই পরিশোধযোগ্য। এছাড়া বৃক্ষের ফল কিংবা জমিনের ফসল ব্যবহারোপযোগী হবার পূর্বে ফল বা ফসলের ক্রয় বিক্রয় করা তো বৈধই নয়। ব্যবহারোপযোগী হবার পূর্বে যদি কেউ ফল বা ফসল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকেই সে ক্ষতির দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِىَ فَقِيْلَ لَهٗ وَمَا تُزْهِىَ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرَاَيْتَ اِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَايَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُس عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اِبْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ اَنْ يَّبْدُوَ صَلَاحُهٗ ثُمَّ اَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا اَصَابَهٗ عَلٰى رَبِّهٖ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوْ صَلَاحُهَا وَلَاتَبِيْعُو الثَّمَرَ بِالتَّمَرِ ۝

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফলের রং না আসা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল,

www.pathagar.com

(ফলের) রং আসার অর্থ কি? তিনি বললেন, লোহিত বর্ণ ধারণ করা। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আচ্ছা বল তো, আল্লাহ্ যদি ফলের উৎপাদন প্রতিরোধ করেন তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন্ অধিকারে (কিসের বিনিময়ে) তার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে। ইবনে শিহাব বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি উপযোগিতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল ক্রয় করে এবং পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মালিককে অর্থাৎ বিক্রেতাকে ঐ ক্ষতির দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। সালিম ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ফলে উপযোগিতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করো না এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করো না। –সহীহ্ বুখারী

এ পদ্ধতিতে মালের উৎপাদন খরচ, মালের ক্রয় মূল্য কিংবা লাভের পরিমাণ ক্রেতাকে জানানো বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকা আবশ্যক নয়। কেবলমাত্র মালের বিক্রয় মূল্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করলেই চলে। এছাড়া বিক্রীত মাল ক্রেতার নিকট সরবরাহের সময়সীমা অবশ্যই নির্দিষ্ট থাকতে হবে। কোরআন, হাদীস ও ইজমার দ্বারা এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ প্রমাণিত।

এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্যেই ঝুঁকি রয়েছে। উভয় পক্ষ যদি সৎ ও আদর্শবান না হয় তাহলে এ পদ্ধতিতে আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে অধিক মুনাফা আদায়, প্রতারণা, সুদের অনুপ্রবেশ ঘটা ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে।

বাই সালাম এর শর'য়ী বিধান

১. ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বুদ্ধিমান ও ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তবে বালেগ হওয়া শর্ত নয়।

২. চুক্তিপত্রে মালের বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হতে হবে।

৩. মূল্য নগদ অর্থে (in cash) কিংবা মালের দ্বারা পরিশোধ করা যাবে। মূল্য মালের দ্বারা পরিশোধযোগ্য হলে তা পরিমাপযোগ্য, না ওজনযোগ্য, না গণনাযোগ্য তার বিবরণ এবং পরিমাণ চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধযোগ্য হলে তা কোন্ দেশীয় মুদ্রা তার উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. ক্রেতা বিক্রেতার নিকট পূর্বের কোন অর্থ (ঋণ) পাওনা থাকলে চুক্তিপত্রে তা মূল্য হিসেবে গণ্য করা যাবে।

www.pathagar.com

৬. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময়ই মূল্য বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। নতুবা মজলিশ (স্থান) ত্যাগের সাথে সাথে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৭. চুক্তিপত্রে বিক্রীত মালের গুণাগুণ, শ্রেণী, প্রজাতি, পরিমাণ, অবস্থা, ধরণ, সরবরাহের তারিখ, স্থান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে, যেন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না থাকে, যা পরে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে।

৮. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে যে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হবে তা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বিক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

৯. এ পদ্ধতিতে কেবল খাদ্য শস্য, কাপড় এবং ঐ সকল জিনিসের ক্রয় বিক্রয় বৈধ যেগুলোর গুণাগুণ, অবস্থা, ধরণ ও পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। জীবজন্তু, মণিমুক্তা ইত্যাদির অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়।

১০. যে মালের ক্রয় বিক্রয় চুক্তি হবে সে মাল ইসলামী শরীয়ায় অবশ্যই হালাল মাল হতে হবে।

১১. ক্রেতার নিকট মাল সরবরাহের সময়কাল সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ (যেমন রমযানের পরে, বর্ষার পরে, হজ্জের পরে ইত্যাদি) নির্ধারণ করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় হতে মাল হস্তান্তর পর্যন্ত কমপক্ষে একমাস সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। মাল সরবরাহের সময়কাল ক্রেতা বিক্রেতার পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১২. যে মালের অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে, চুক্তি সম্পাদনের সময় হতে মাল হস্তান্তরের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাজারে সে মাল সহজ লভ্য থাকতে হবে। মাল বাকী না রেখে তৎক্ষণাৎ হস্তান্তরের শর্ত করা হলে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

১৩. বিক্রীত মাল ক্রেতার নিকট সরবরাহের স্থানের নাম, সময়, পরিবহন খরচ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে যাতে পরবর্তীতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন বিতর্কের সূত্রপাত না হয়।

১৪. চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল ডেলিভারী দিলে ক্রেতা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না। তবে চুক্তিপত্রের শর্ত বহির্ভূত মাল ডেলিভারী দেয়া হলে বিক্রেতাকে শর্তানুযায়ী মাল ডেলিভারী দিতে বাধ্য করা যাবে।

১৫. চুক্তিপত্রে ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থি কোন শর্তারোপ করা যাবে না।

www.pathagar.com

১৬. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য পরিশোধের বিপরীতে বিক্রেতার নিকট হতে Security হিসেবে কোন জিনিস বন্ধ (Mortgage) রাখা যাবে।

১৭. বন্ধকী মাল সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ক্রেতার নিকট নষ্ট হলে এর দায় দায়িত্ব ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১৮. ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তরের মেয়াদকালের মধ্যে মাল হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রেতার মৃত্যু হলে ক্রেতা বন্ধকলব্ধ মাল পাবার অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। তবে বন্ধকলব্ধ মালের মূল্য ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী হলে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য বিক্রেতার উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

১৯. ক্রেতা বন্ধকী জিনিসের কোনরূপ ব্যবহার করতে পারবে না।

২০. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন পক্ষই একক ভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে যে কোন পক্ষ চুক্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারে।

২১. মালামাল চুক্তিপত্রে বর্ণিত গুণাগুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী না হলে বা ত্রুটিযুক্ত হলে ক্রেতা ইচ্ছে করলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বহালও রাখতে পারবে, ইচ্ছে করলে বাতিলও করতে পারবে। কিন্তু মালের ত্রুটি যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা ক্রেতার অবহেলার কারণে হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

২২. যুক্তি সংগত কারণে কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির আংশিক বাতিল করা হলে বিক্রেতা ক্রেতাকে বাতিলকৃত অংশের মূল্য ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

২৩। বিক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

২৪. বাই সালাম পদ্ধতিতে কোন বস্তু অগ্রিম ক্রয় করার পর সে বস্তু ক্রেতা কর্তৃক হস্তগত করার পূর্বে অপরের নিকট বিক্রি করতে পারে না।

২৫. এ পদ্ধতিতে মালামাল সরবরাহের সময় যদি দেখা যায় যে, মালের পরিমাণ চুক্তিপত্র কিংবা পরিশোধিত মূল্যের তুলনায় বেশী তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে অতিরিক্ত মালের মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে অথবা অতিরিক্ত মাল ফেরত দিবে। আর যদি মালের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতাকে যতটুকু পরিমাণ মাল কম দিয়েছে ততটুকু মাল বা এর মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

www.pathagar.com

২৬. ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হবার জন্যে সহায়ক এবং কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এরূপ কোন শর্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে যোগ করা যাবে। কোন পক্ষ উক্ত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি এক তরফা ভাবে বাতিল করা যাবে।

বাই মুদারাবা পদ্ধতি

(উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ)

বাই মুদারাবা (البيع المضاربة) হচ্ছে এক প্রকার অংশীদারী কারবার। অর্থাৎ চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব। এ পদ্ধতিতে একপক্ষ ব্যবসার মূলধন অর্থাৎ পুঁজি সরবরাহ করে, আর অপরপক্ষ ঐ মূলধন ব্যবহার করে স্বীয় শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব লাভ করে। এভাবে একজনের পুঁজি ও অন্যজনের দৈহিক শ্রম, মেধা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাই মুদারাবা।

মূলধনের মালিক অর্থাৎ মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল' (صاحب المال) বা 'রাব্বুল মাল' (رب المال) এবং মূলধন ব্যবহারকারী অর্থাৎ উদ্যোক্তাকে বলা হয় 'মুদারিব' (مضارب)

মুদারাবা (مضاربة) শব্দটি 'দারব' (ضرب) শব্দ হতে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জমিনে পদাঘাত করা, চলাফেরা করা, বিচরণ করা ইত্যাদি। উদ্যোক্তা বা ব্যবসা পরিচালনাকারী যেহেতু পৃথিবীতে পদচারণা করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করে ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে তাই হানাফী ও হাম্বলী মাজহাবের ফকীহ্ অর্থাৎ ইসলামী আইনবিদগণ এ পদ্ধতির কারবারের নাম দিয়েছেন 'মুদারাবা'। অন্য মাজহাবে কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন 'কিরাদ' (قراض) বা ধারে ব্যবসা এবং পুঁজির মালিককে বলা হয়েছে 'মুকারিদ'। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "কিছু কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের (মুনাফা) সন্ধানে পৃথিবীতে বিচরণ করে।" (সূরা-মুযযাম্মিল, আয়াত ঃ ২০)

মুদারাবা হচ্ছে ইসলামের একটি প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি। বিশ্বনবী (সাঃ) নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত খাদিজা (রাঃ) এর মূলধন দিয়ে এ ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। নবুয়্যত প্রাপ্তির পরও তিনি এ ধরনের ব্যবসাকে বহাল রাখেন। অনেক সাহাবী পরস্পর এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করতেন।

www.pathagar.com

এ পদ্ধতিতে মূলধন সরবরাহকারী এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। মূলধন ব্যবহারকারী অর্থাৎ উদ্যোক্তাও এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যবসার মুনাফা সাহিবুল মাল (মূলধন সরবরাহকারী) ও মুদারিবের (উদ্যোক্তার) মধ্যে এজমালি থাকে। অর্থাৎ ব্যবসার মুনাফা সাহিবুল মাল ও উদ্যোক্তার মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মুনাফার অংশের হার হিসেবে (যেমন- ৬০% ঃ ৪০%; ৫০% ঃ ৫০%; ৫৫ ঃ ৪৫% ইত্যাদি হারে) পূর্বেই নির্ধারণ করতে হয়। মুনাফার হার পূর্বে নির্ধারণ করা না হলে মুনাফা সমান সমান হারে পাবে। তবে কোন পক্ষই মুনাফার টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট (যেমন বাৎসরিক ৪০০০/-, ৫০০০/- ইত্যাদি) করে নিতে পারবে না। এতে মুদারাবা বৈধ হবে না। আর যদি ব্যবসায় কোন লোকসান হয় তাহলে সম্পূর্ণ লোকসান মূলধনের মালিককে একাই বহন করতে হবে। মুদারিব কোন লোকসান বহন করবে না। মুদারিবের কোন লোকসান বহন করার শর্ত থাকলে তা অবৈধ এবং চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কারণ লোকসান হচ্ছে মূলধনের হ্রাস বা ক্ষয়। তাই ব্যবসার সমস্ত লোকসান স্বাভাবিক ভাবেই সাহিবুল মালকেই বহন করতে হবে । এ পদ্ধতিতে মুদারিব কোন পারিশ্রমিক পায় না এবং পারিশ্রমিকের কোন শর্তও করা যায় না। ব্যবসায় মুনাফা অর্জিত হলে মুদারিব পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফা পাবে, আর মুনাফা অর্জিত না হলে কিছুই পাবে না। তার শ্রম বৃথা যাবে। মুদারিব কষ্ট করে ব্যবসা পরিচালনা করেছে; অথচ সে কোন মুনাফা অর্জন করতে পারল না। তার শ্রম, মেধা, কষ্ট সবকিছুই বিফল হলো। প্রকারান্তরে শ্রম বৃথা যাওয়াই মুদারিবের লোকসান। এ পদ্ধতিতে মূলধনের মালিক মুদারিবের নিকট থেকে প্রয়োজনবোধে Security স্বরূপ কোন কিছু বন্ধক রাখতে পারবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সৎ, আমানতদার ও আদর্শবান ব্যবসায়ীদের এ পদ্ধতিতে পুঁজির যোগান দিয়ে থাকে।

বাই মুদারাবার শ্রেণী বিভাগ

মুদারাবা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) মুদারাবা মুতলাক (مضاربة مطلق) ও (২) মুদারাবা মুক্বাইয়াদা (مضاربة مقيدة)।

১. মুদারাবা মুতলাক ঃ যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, সময়সীমা, শ্রেণী, অংশীদারগণের সংখ্যা, ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি, কোথা হতে মাল ক্রয় করবে, কোথায় মাল বিক্রি করবে, কি মালের ব্যবসা করবে ইত্যাদি কোন কিছুই নির্দিষ্ট থাকে না তাকে 'মুদারাবা মুতলাক' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে সাহিবুল মাল মুদারিবকে মুদারিবের ইচ্ছামত অর্থাৎ মুদারিব যা ভাল মনে করে সে ভাবে

www.pathagar.com

ব্যবসা পরিচালনা করার জন্যে অনুমতি প্রদান করে। এ পদ্ধতিতে মুদারিব (উদ্যোক্তা) যে কোন স্থানে, যে কোন পণ্যের স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এছাড়া ব্যবসায়িক স্বার্থে কর্মচারী নিয়োগ, অফিস ভাড়া, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। তবে মুদারিব সাহিবুল মাল অর্থাৎ মূলধনের মালিকের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার মূলধন নিজের মালের সাথে মিশাতে কিংবা মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসা করার জন্যে অপরকে পুঁজি প্রদান করতে পারবে না। সাহিবুল মাল অনুমতি দিলে বা চুক্তি থাকলে পারবে।

২. মুদারাবা মুক্বাইয়াদা ঃ যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, পরিধি, প্রকৃতি, সময়সীমা, শ্রেণী, অংশীদারগণের সংখ্যা, কার নিকট থেকে মাল ক্রয় করবে, কোথায় বিক্রি করবে, কি মালের ব্যবসা করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় কিংবা যে কোন একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাকে মুদারাবা মুক্বাইয়াদা বলে। এ পদ্ধতিতে মুদারিবের ব্যবসায়িক পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী এবং পুঁজির মালিকের নির্দেশ মোতাবেক তাকে অবশ্যই ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। এর ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়।

বাই মুদারাবার শর'য়ী বিধান

১. এ পদ্ধতিতে দু'টি পক্ষ থাকতে হবে। যথা সাহিবুল মাল (পুঁজির মালিক) এবং মুদারিব (ব্যবসা পরিচালনাকারী বা উদ্যোক্তা)। ইসলামী বাংকের পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় 'মুদারিব' এবং একাউন্ট হোল্ডার অর্থাৎ অর্থ জমাদানকারী হয় 'সাহিবুল মাল'। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় 'সাহিবুল মাল' এবং ব্যাংকের গ্রাহক (বিনিয়োগ গ্রহীতা) হয় 'মুদারিব'।

২. মুদারিবকে (উদ্যোক্তাকে) ব্যবসায় স্বীয় দায়িত্ব ও ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় মুদারাবা চুক্তিও দুই পক্ষের পারস্পরিক ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি) দ্বারা সম্পাদিত হবে।

৩. এ পদ্ধতিতে মূলধনের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং মূলধনের মালিককে সম্পূর্ণ মূলধন মুদারিবের পূর্ণ দখলে অবশ্য প্রদান করতে হবে।

৪. মূলধন অবশ্য নগদ মুদ্রার অংক হতে হবে। অথবা মূলধন এমন জিনিস হতে হবে যা অংশীদারী কারবারের মূলধন হতে পারে।

৫. এ পদ্ধতিতে পুঁজির মালিক বা পুঁজি সরবরাহকারীকে বলা হয় সাহিবুল মাল বা রাব্বুল মাল এবং উদ্যোক্তা বা ব্যবসা পরিচালনাকারীকে বলা হয়

www.pathagar.com

মুদারিব। সাহিবুল মাল এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। আবার মুদারিবও এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

৬. মূলধনের মালিক ও মুদারিবের মধ্যে ব্যবসার মুনাফার অংশ (৬০% ঃ ৪০%; ৭০% ঃ ৩০% ; ৪৫% ঃ ৫৫% ইত্যাদি হারে) পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পূর্বেই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কিন্তু কোন পক্ষই মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে (যেমন বাৎসরিক বা মাসিক ৬০০০/-, ৮০০০/-, ২০,০০০/- ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে) নিতে পারবে না। টাকার অংক এরূপ নির্দিষ্ট করা হলে তা সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে। মুনাফার অংশ পূর্বে নির্ধারণ করা না হলে উভয় পক্ষই সমান সমান হারে মুনাফা লাভ করবে। অন্যথায় ক্রয় বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

৭. এ পদ্ধতিতে মূলধনের মালিক সরবরাহকৃত মূলধনের উপর অগ্রিম কোন মুনাফা ধার্য করতে পারবে না; বরং ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হবে তা মালিক ও উদ্যোক্তার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করা হবে।

৮. এ পদ্ধতিতে পুঁজির মালিক (সাহিবুল মাল) কিংবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি উদ্যোক্তার (মুদারিবের) সাথে স্বশরীরে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং অংশগ্রহণ করার জন্যে কোন শর্তও করতে পারবে না। শর্ত করা হলে মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ হবে। তবে প্রয়োজনে বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিতে পারবে।

৯. ঋণের দ্বারা মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যেমন– ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে বলে, তোমার নিকট আমার প্রাপ্য ঋণ দ্বারা মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হও তাহলে তা বৈধ হবে না।

১০. এ পদ্ধতিতে ব্যবসার মূলধন মুদারিবের হস্তগত হবার পর এবং ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার পূর্ব পর্যন্ত মুদারিব মূলধনের আমানতদার হিসেবে গণ্য হবে, ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করার পর মুদারিব মূলধন সরবরাহকারীর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্যবসায়ে লাভের অংশীদার হবে।

১১. এ পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের মুনাফার হার নির্দিষ্ট না করে একপক্ষের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা নির্ধারণ করা হলে কিংবা মূলধন সরবরাহকারী বা তার কোন প্রতিনিধি ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার শর্ত করা হলে মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

১২. ব্যবসা পরিচালনার যাবতীয় খরচ এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ

www.pathagar.com

গমন করা হলে এর যুক্তিসংগত খরচ মুদারিব ব্যবসা হতে প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ ব্যবসা থেকে খরচ করবে।

১৩. মুদারাবা মুতলাক পদ্ধতিতে মুদারিব ব্যবসা পরিচালনা, প্রকল্প গ্রহণ, লোক নিয়োগ, অফিস ভাড়া ও ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ এখতিয়ার ভোগ করবে। কিন্তু মুদারাবা মুক্বাইয়াদা এর ক্ষেত্রে মুদারিবকে রাব্বুল মাল এর নির্দেশ মোতাবেক এবং চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে।

১৪. মুদারিব সাহিবুল মালের অনুমতি ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। অনুমতি সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করা হলে তা শিরকাতুল ওয়াজুহ এর নীতিমালা অনুযায়ী উভয়ের সম্মিলিত মূলধন হিসেবে গণ্য হবে।

১৫. মুদারাবা মুতলাক পদ্ধতিতে মুদারিব সাহিবুল মাল এর অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার মূলধন নিজের মালের সাথে মিশাতে, অন্যকে মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ করতে কিংবা মুদারাবা চুক্তিতে অন্যকে ব্যবসা করতে দিতে পারবে না। সাহিবুল মাল অনুমতি দিলে পারবে। এছাড়া মুদারাবা মুক্বাইয়াদা পদ্ধতিতে তো পারবেই না; বরং এ পদ্ধতিতে মুদারিবকে সাহিবুল মাল এর নির্দেশ মত এবং চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী কারবার পরিচালনা করতে হবে।

১৬. সাহিবুল মাল এর অনুমতি সাপেক্ষে তার দেয়া মূলধনের সাথে মুদারিব তার নিজের মূলধন যোগ করলে অর্জিত মুনাফাকে উভয়ের মূলধনের হার অনুযায়ী ভাগ করা হবে। প্রথমে মুদারিব নিজের যোগকৃত মূলধনের মুনাফার অংশ পাবে। অতঃপর সাহিবুল মাল এর দেওয়া মূলধনের মুনাফার অংশ চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগ করা হবে।

১৭. সাহিবুল মাল কর্তৃক ব্যবসায়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হলে (মুদারাবা মুক্বাইয়াদার ক্ষেত্রে) মেয়াদ শেষ হবার সংঙ্গে সংঙ্গেই মুদারাবা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ পদ্ধতিতে পুনরায় ব্যবসা করলে আবার নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

১৮. মুদারিব চুক্তি বহির্ভূত কোন কাজ করলে, অর্থ আত্মসাৎ করলে, অসৎ পথ অবলম্বন করলে, অত্যধিক মূল্যে মাল ক্রয় করলে কিংবা ব্যবসায়ে প্রচলিত রীতির বিপরীত কাজ করলে এবং তা প্রমাণিত হলে কিংবা স্বীকারোক্তি করলে সে ব্যবসায়ের মুনাফা হতে বঞ্চিত হবে, লোকসান বহন করবে এবং ব্যবসার কোন ক্ষতি সাধিত হলে এর জন্যে দায়ী থাকবে। এক্ষেত্রে সাহিবুল মাল প্রয়োজনবোধে মুদারিবকে বরখাস্তও করতে পারবে।

www.pathagar.com

১৯. চুক্তি মোতাবেক মুনাফা ভাগ করে নেয়ার পর কারবার চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এরপর পুনরায় নতুন চুক্তি করে কারবার আরম্ভ করার পর আংশিক বা সম্পূর্ণ মূলধন নষ্ট হলে প্রথম মুনাফা ফেরত দিতে হবে না।

২০. ব্যবসায় কোন লোকসান হলে তা পূর্বে অর্জিত মুনাফা হতে পূরণ করা হবে, যদি তা ইতিমধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করা না হয়ে থাকে। যদি ভাগ করা হয়ে থাকে তাহলে পূর্বের যার যার অর্জিত মুনাফা ফিরিয়ে দিতে হবে না, বরং সম্পূর্ণ লোকসান মূলধন হতে বিয়োগ করা হবে।

২১. লোকসানের পরিমাণ পূর্বের অর্জিত মুনাফার চেয়ে অধিক হলে অধিক পরিমাণটুকু মূলধন হতে বিয়োগ করা হবে যদি পূর্বের মুনাফা ভাগ করা না হয়ে থাকে। অর্জিত মুনাফা ভাগ করা হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ লোকসান মূলধন হতে বিয়োগ করা হবে। কোন অবস্থাতেই মুদারিব লোকসান বহন করবে না এবং পারিশ্রমিকও দাবী করতে পারবে না। তার শ্রম বৃথা যাবে।

২২. এ পদ্ধতিতে মুদারিবের লোকসান বহন করার কিংবা পারিশ্রমিক পাওয়ার শর্ত করা যাবে না। কারণ এ পদ্ধতিতে মুদারিবের লোকসান বহন করা কিংবা পারিশ্রমিকের শর্ত করা যায় না।

২৩. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবার ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী সমস্ত মুনাফা লাভ করবে এবং মুদারিব শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং সে তার যুক্তিসংগত মজুরী প্রাপ্ত হবে। তবে মজুরীর পরিমাণ চুক্তিপত্রে বর্ণিত মুনাফার অধিক হবে না। এছাড়া মুনাফা অর্জিত না হলে মুদারিব কোন পারিশ্রমিকও পাবে না।

২৪. মূলধনের মালিক অথবা মুদারিব (উদ্যোক্তা) যদি মৃত্যুবরণ করে কিংবা স্থায়ীভাবে পাগল হয় কিংবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে (মুরতাদ হয়ে যায়) তাহলেবাই মুদারাবা চুক্তির অবসান ঘটবে।

২৫. সাহিবুল মাল (মূলধনের মালিক) এর মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ মুদারাবার মূলধন ও লাভ লোকসান প্রাপ্য হবে।

২৬. মুদারিব যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, ব্যবসার মূলধনের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

২৭. চুক্তিপত্রে মুদারাবা নীতিমালার পরিপন্থি কোন শর্তারোপ করা হলে তা বৈধ হবে না।

www.pathagar.com

২৮. এ পদ্ধতিতে অর্থের নিরাপত্তা ও মুদারিবের বিশ্বস্ততার জন্যে প্রয়োজনে মুদারিবের নিকট হতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে জায়গা জমি, দালান কোটা, ঘরবাড়ী কিংবা অন্যান্য সম্পদ বন্ধক রাখা যায়।

বাই মুশারাকা বা শিরকাত
(অংশীদারী কারবার)

মুশারাকা (مشاركة) শব্দটি মূলে রয়েছে শিরকাত (شركة), যার অর্থ হচ্ছে শরীক হওয়া বা অংশীদার হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মূলধন ও লাভ লোকসানে অংশীদার হবার চুক্তিতে একত্রে কারবার পরিচালনা করে তাকে 'বাই মুশারাকা' (بيع مشاركة) বা শিরকাত (Bai Musharakah/shirkat) বলে। এ পদ্ধতিকে বাংলায় অংশীদারী বা যৌথ কারবার বলা হয়। বিশ্বনবী (সাঃ) এর আবির্ভাবকালে গোটা আরব জাহানে এ ধরনের কারবারের প্রচলন ছিল। নবুয়্যত প্রাপ্তির পর তিনি এ ধরনের কারবারকে বহাল রাখেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহু ওয়া তায়ালা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ٥

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না; তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ। —সূরা নিসা ঃ ২৯

হাদীস শরীকে রয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَ اَخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ٥

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নাম করে বললেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক বলেনঃ দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয় হই,যে যাবত না তারা একে অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আমি তাদের মধ্যে হতে সরে পরি।

—আবু দাউদ

www.pathagar.com

এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ে অংশীদারগণের মূলধন এবং লাভ সমান সমান অথবা কমবেশী হতে পারে। তবে প্রত্যেকের লাভের হার (যেমন ৪০% ঃ ৬০%; ৫০% ঃ ৫০%; ৭০% ঃ ৩০% ইত্যাদি হারে) পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পূর্বেই নির্ধারিত হতে হবে। কিন্তু কোন অংশীদার তার লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক ২০,০০০/-, ২৫,০০০/-, ৩০.০০০/- ইত্যাদি) করে গ্রহণ করতে পারবে না। আর লোকসান হলে কারবারের লোকসান অবশ্যই মূলধনের আনুপাতিক হারে বহন করতে হবে। এছাড়া কোন অংশীদার তাদের দেওয়া মূলধনের উপর অগ্রিম মুনাফা ধার্য ও আদায় করতে পারবে না। বরং ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হবে তাতে অংশীদারিত্ব কায়েম হবে। অর্থাৎ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করা হবে। আর লোকসান মূলধনের আনুপাতিক হারে অবশ্যই বহন করতে হবে।

বাই মুশারাকা বা শিরকাতের শ্রেণীবিভাগ

বাই মুশারাকা প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) শিরকাতুল মিল্ক (شركة الملك) অর্থাৎ মালিকানায় অংশীদারিত্ব। ঘর বাড়ী, জায়গা-জমি, দালান কোটা বা অন্য কোন স্থাবর অস্থাবর জিনিসের মালিকানায় কোনরূপ চুক্তি ব্যতীত অংশীদার হওয়াকে 'শিরকাতুল মিলক' বলে।

(খ) শিরকাতুল আক্দ (شركة العقد) অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। ক্রয় বিক্রয় বা ব্যবসা বাণিজ্যে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদার হওয়াকে 'শিরকাতুল আকদ' অথবা 'শিরকাতুল উকুদ' (شر كة العقود) বলে।

'শিরকাতুল আকদ' আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

১. শিরকাতুল মুফাওয়াদা (شركة مفاوضة) অর্থাৎ সম-অংশীদারী কারবার;

২. শিরকাতুল ইনান (شركة العنان) অর্থাৎ অসম-অংশীদারী কারবার;

৩. শিরকাতুস সানাই (شركة الصنائع) অর্থাৎ পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার, একে 'শিরকাতুল আ'মাল' (شركة الاعمال) অর্থাৎ শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব এবং 'শিরকাতুল আবদান' (شركة الابدان) অর্থাৎ শারীরিক

www.pathagar.com

পরিশ্রম ভিত্তিক অংশীদারিত্বও বলা হয়। এবং

৪. শিরকাতুল ওয়াজুহ (شركة الوجوه) অর্থাৎ সুনামভিত্তিক অংশীদারী কারবার।

'শিরকাতুল আকদ' এর বিকল্প শ্রেণীবিভাগ ঃ

'শিরকাতুল আকদ' কে বিকল্প ভাবে ৩ (তিন) শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. শিরকাতুল আমওয়াল (شركة الاموال) অর্থাৎ পুঁজিভিত্তিক অংশীদারিত্ব; (এটি শিরকাতুল মুফাওয়াদা ও শিরকাতুল ইনান এর বিকল্প নাম)।

খ. শিরকাতুল আ'মাল (شركة الاعمال) অর্থাৎ শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব।

একে শিরকাতুস সানাই' এবং 'শিরকাতুল আবদান'ও বলা হয়।

গ. শিরকাতুল ওয়াজুহ (شركة الوجوه) অর্থাৎ সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব। উপরের ৩ (তিন) টির প্রত্যেকটিকে আবার ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ❑ শিরকাতুল মুফাওয়াদা অর্থাৎ সম-অংশীদারী কারবার এবং
- ❑ শিরকাতুল ইনান অর্থাৎ অসম-অংশীদারী কারবার।

এ হিসাবে 'শিরকাতুল আকদ'কে মোট ৬ (ছয়) ভাগে বিভক্ত করা যায়' যথা-

১. শিরকাতুল আমওয়াল বিল মুফাওয়াদা (شركة الاموال بالمفاوضة) অর্থাৎ সম পুঁজিভিত্তিক অংশীদারী কারবার;

২. শিরকাতুল আমওয়াল বিল ইনান (شركة الاموال بالعنان) অর্থাৎ অসম পুঁজিভিত্তিক অংশীদারী কারবার;

৩. শিরকাতুল আ'মাল বিল মুফাওয়াদা (شركة الاعمال بالمفاوضة) অর্থাৎ সম-শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবার ঃ

৪. শিরকাতুল আ'মাল বিল ইনান (شركة للاعمال بالعنان) অর্থাৎ অসম শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবার।

www.pathagar.com

৫. **শিরকাতুল ওয়াজুহ বিল মুফাওয়াদা** (شركة الوجوه بالمفاوضة) অর্থাৎ সম সুনাম ভিত্তিক অংশীদারী কারবার এবং

৬. **শিরকাতুল ওয়াজুহ বিল ইনান** (شركة الوجوه بالعنان) অর্থাৎ অসম সুনামভিত্তিক অংশীদারী কারবার।

শিরকাতুল মিল্‌ক
(মালিকানায় অংশীদারিত্ব)

কোনরূপ চুক্তি ব্যতীত দুই বা ততোদিক ব্যক্তির কোন জিনিসে উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে মালিকানায় অংশীদারিত্ব লাভ করাকে শিরকাতুল মিল্‌ক (شركة الملك) বলে। যেমন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তিতে যে উত্তরাধিকার লাভ করে তা হচ্ছে 'শিরকাতুল মিল্‌ক' এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বা মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে কোনরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয় না। বরং বিনা চুক্তিতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ইসলামী আইন মোতাবেক উত্তরাধিকারীগণ মালিকানা লাভ করে থাকে। তাই একে বলা হয় 'শিরকাতুল মিল্‌ক' (মালিকানায় অংশীদারিত্ব)। এরূপ অংশীদারিত্বে পরস্পরের অনুমতি ব্যতীত একে অন্যের অংশে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

এছাড়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রে মিলে কোনরূপ পূর্ব চুক্তি ব্যতীত কোন কিছু ক্রয় করে (ক্রয়সূত্রে) মালিকানায় অংশীদারিত্ব লাভ করলে তাকেও বলা হয় 'শিরকাতুল মিলক'। কিন্তু ক্রয় বিক্রয়ে মালিকানা ও লাভ লোকসানের ক্ষেত্রে কোন চুক্তি (আকদ– عقد) সম্পাদিত হলে তাকে বলা হবে 'শিরকাতুল আকদ' বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। কেউ কেউ ক্রয় বিক্রয়ে লাভ লোকসান নির্ধারণ এবং মালিকানা চুক্তি ভিত্তিক হলেও তা 'শিরকাতুল মিলক' এর অন্তর্ভুক্ত বলে মত পোষণ করেছেন। তাদের মতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চুক্তিভিত্তিক যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে কোন জিনিস ক্রয় করলে যেহেতু জিনিসটি অংশীদারগণের সবার যৌথ মালিকানাধীন থাকে অর্থাৎ জিনিসটির উপর অংশীদারগণের প্রত্যেকেরই নির্ধারিত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেহেতু এ ধরনের যৌথ মালিকানাধীন ক্রয় বিক্রয় বা কারবাররকেও 'শিরকাতুল মিলক' বলে আখ্যায়িত করা যায়।

www.pathagar.com

তবে এটি প্রকৃত পক্ষে অংশীদারী কারবারের আসল পদ্ধতি নয়। আসল পদ্ধতি হচ্ছে শিরকাতুল আকদ। অর্থাৎ 'শিরকাতুল আকদ বিল মুফাওয়াদা' এবং 'শিরকাতুল আকদ বিল ইনান।'

শিরকাতুল মুফাওয়াদা
(সম-অংশীদারী কারবার)

যে অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ তাদের মূলধন, লাভ-লোকসান, ব্যবসায়ে শ্রম দান, দায়িত্ব, কর্তব্য, ঋণ পরিশোধ, ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি ইত্যাদি সকল বিষয়ে সম-অংশীদারিত্বের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় তাকে 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' (شركة المفاوضة) বলে। এ ধরনের অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ পরস্পরের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে গণ্য হয়। শিরকাতুল মুফাওয়াদায় একে অন্যের পক্ষে জামিনদার ও দায়ী বিধায় সকল অংশীদারগণের ধর্ম (Religion) এক হতে হবে। কারো কারো মতে ধর্ম এক হওয়া শর্ত নয়।

যারা এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে তাদেরকে চুক্তিপত্রে 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' (شركة المفاوضة) শব্দটি অর্থাৎ ব্যবসায়িক সকল বিষয়ে 'সম দায় দায়িত্ব ও অধিকার' উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের অংশীদারী কারবার থেকে ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে কেউ কোন জিনিস গ্রহণ করতে পারে না; গ্রহণ করলে এর জন্যে তাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

শিরকাতুল মুফাওয়াদা এর শর'য়ী বিধান

১. শিরকাতুল মুফাওয়াদায় কারবারের মূলধন, লাভ লোকসান, ব্যবসায়ে শ্রম দান, দায়িত্ব, কর্তব্য, ঋণ পরিশোধ, কারবারের প্রকৃতি, পরিধি ইত্যাদি সকল বিষয়ে প্রত্যেক অংশীদারের সম অধিকার থাকবে।

২. দুই বা ততোধিক বালেগ, দায়িত্ব সচেতন, সুস্থ মস্তিস্ক ও স্বাধীন মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি) এর ভিত্তিতে এ ধরনের কারবারের চুক্তি সম্পাদিত হবে। মুসলমান ও কাফির; সাবালেগ ও নাবালেগের মধ্যে এ পদ্ধতি বৈধ নয়। কারো মতে অংশীদারদের ধর্ম এক হওয়া শর্ত নয়।

৩. এ পদ্ধতিতে মূলধন নগদ মুদ্রা অথবা অংশীদারী কারবারে ব্যবহৃত হয় এমন জিনিস (যেমন টাকা পয়সা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি) হতে হবে। এ ধরনের মূলধন ব্যতীত অংশীদারী কারবারের চুক্তি সম্পাদন বৈধ হবে না।

www.pathagar.com

৪. সকল অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের কারবারে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অধিকার আছে, কিন্তু প্রত্যেক অংশীদারের জন্যে কারবারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য নয়।

৫. এ পদ্ধতিতে কারবারের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' (সম-অংশীদারিত্ব) শব্দটি অর্থাৎ ব্যবসায়িক সকল বিষয়ে দায় দায়িত্ব ও অধিকার সমান বলে উল্লেখ করতে হবে।

৬. এ ধরনের অংশীদারী কারবার থেকে ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে কেউ কোন জিনিস গ্রহণ করলে এর জন্যে তাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারণ তা তার নিজের মাল হিসেবে গণ্য হবে।

৭. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ একে অন্যের জামিন ও দায়ী বিধায় অংশীদার গণের সবাইকে একই ধর্মের লোক হতে হবে।

৮. অংশীদারগণের দেয়া সমানুপাতিক মূলধন যৌথ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৯. এ পদ্ধতিতে সকল অংশীদার সমান সমান হারে লাভ লোকসান বহন করবে। কেননা প্রত্যেক অংশীদারেরই মূলধন সমান থাকে। তবে লাভ কমবেশী হারে নেয়ার শর্ত করতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে তা 'শিরকাতুল ইনান বিন নাফউন ' (অর্থাৎ মুনাফায় অসম-অংশীদারিত্ব) হবে। কিন্তু লোকসান অবশ্যই মূলধনের অনুপাতে বহন করতে হবে। কমবেশী করে লোকসান বহন করার শর্ত করা যাবে না। কোন অংশীদার নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক ৫০০০, ৭,০০০, ১০,০০ টাকা ইত্যাদি) লাভ নেয়ার শর্ত করতে পারবে না। এরূপ করা হলে তা সুদ হবে।

১০. কোন অংশীদার মাল বিক্রি করলে মালের ত্রুটির কারণে ক্রেতা তা যে কোন অংশীদারের নিকট ফেরত দিতে পারবে। আবার কোন অংশীদার মাল ক্রয় করলে মালের ত্রুটির কারণে তা যে কোন অংশীদার বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে।

১১. কারবারে যদি সকল অংশীদারগণের মূলধন সমান সমান থাকে এবং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অংশীদারের শ্রম দেয়ার চুক্তি করা হয় তাহলে তারা মূলধনের জন্যে মুনাফার অংশ পাবে এবং শ্রমের জন্যে পৃথক পারিশ্রমিকও লাভ করবে।

১২. কারবারে সকল অংশীদারগণের মূলধন সমান সমান –এ অবস্থায় কোন অংশীদারের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দেয়ার শর্ত করা হলে তা বৈধ হবে না।

১৩. অংশীদারগণ অংশীদারী কারবার বিলুপ্ত করলে কারবারের নগদ অর্থ

www.pathagar.com

এবং আদায়যোগ্য ঋণ প্রত্যেক অংশীদারগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। কারো ভাগে আদায়যোগ্য ঋণ এবং কারো ভাগে নগদ অর্থ দিলে তা শুদ্ধ হবে না।

১৪. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ একে অন্যের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ একজন অংশীদারের উপর যদি দেনা ধার্য হয় কিংবা ব্যবসায়িক কোন বিষয়ে দায়ী হয় তাহলে এর জন্যে অন্য অংশীদারগণও জামিন বা দায়ী হবে।

১৫. শিরকাতুল মুফাওয়াদায় অংশীদারগণ যেমন পরস্পরের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে গণ্য হয়, তেমনি ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও পরস্পরের আমানতদার এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ প্রত্যেকের নিকট আমানত হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত অর্থের কোন ক্ষতি বা নষ্ট হলে এক অংশীদার অপর অংশীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। চুক্তি পত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্ত করা হলে তা অবৈধ হবে।

১৬. শিরকাতুল মুফাওয়াদা ব্যতীত সকল প্রকার অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণ কেবল পরস্পরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং একজন অপরজনের পক্ষে মাল ক্রয় বিক্রয়, বকেয়া আদায়, পাওনা পরিশোধ ইত্যাদি সকল কাজ করতে পারবে। কিন্তু শিরকাতুল মুফাওয়াদার ন্যায় প্রত্যেক অংশীদার পরস্পরের জামিনদার হিসেবে গণ্য হবে না।

১৭. কারবারের লোকসান প্রত্যেককেই নিজ নিজ মূলধনের অংশের অনুপাতে বহন করবে। তবে কোন অংশীদারের অসততা, অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে বিনিয়োগকৃত অর্থের ক্ষতি সাধিত হলে এবং তা প্রমাণিত হলে কিংবা স্বীকারোক্তি করলে সে দায়ী হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৮. কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার সম্পত্তি বন্ধক দিতে, কাউকে ঋণ দিতে, স্বীয় ইচ্ছামত খরচ করতে, বিদেশ সফর করতে, সম্পদ ক্রয় বিক্রয় করতে, দোকান বা অফিস ভাড়া নিতে কিংবা অন্যদের সাথে অংশীদারী ব্যবসার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না। এরূপ করলে এবং ব্যবসায় কোন ক্ষতি বা লোকসান হলে এর জন্যে দায়ী হবে এবং অন্যান্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে।

১৯. অংশীদারগণের সংখ্যা দুইজন হলে এবং একজনের মৃত্যু হলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু অংশীদারগণের সংখ্যা দুইজনের অধিক হলে একজন বা কম সংখ্যক অংশীদারের মৃত্যুতে বা পাগল হওয়াতে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে না।

www.pathagar.com

শিরকাতুল ইনান

(অসম-অংশীদারী কারবার)

অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের প্রত্যেকের মূলধন, লাভ, ব্যবসা পরিচালনায় শ্রমদান, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে কিংবা যে কোন একটি বিষয়ে দায়দায়িত্ব ও অধিকার সমান সমান না হয়ে কম বেশী হলে অথবা মূলধন বা শ্রমদান এর যে কোন একটিতে অংশীদার হলে তাকে 'শিরকাতুল ইনান' (شركة العنان) অর্থাৎ অসম-অংশীদারী কারবার বলে।

এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ পরস্পরের কেবল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়, জামিনদার হিসেবে নয়। শিরকাতুল মুফাওয়াদা কারবারের চুক্তি সম্পাদন বৈধ হবার জন্যে যে ধরনের মূলধন হতে হয়, শিরকাতুল ইনান পদ্ধতিতে অংশীদারী চুক্তি বৈধ হবার জন্যেও সে ধরনের মূলধন হতে হয়। এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণের মূলধনে কম-বেশী হওয়া, কিংবা মূলধন সমান রেখে মুনাফায় কম-বেশী হওয়া কিংবা ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব কম-বেশী হওয়া জায়েজ আছে। ব্যবসায়ের মূলধন, শ্রম, লাভ কিংবা দায়িত্বের যে কোন একটিতে অসম হলেই তা শিরকাতুল ইনান এর অন্তর্ভূক্ত হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যবসার লাভ পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। প্রত্যেকের মূলধন সমপরিমাণ হলেও এ পদ্ধতিতে লাভের হার কম-বেশী করা যায়। কিংবা ব্যবসার মূলধন, দায়িত্ব, কাজের দক্ষতা ইত্যাদির মান অনুযায়ী লাভের হার নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ব্যবসায়ে কোন লোকসান হলে তা অবশ্যই মূলধনের অনুপাতে প্রত্যেক অংশীদারকে (যারা মূলধন দিয়েছে) বহন করতে হবে। এর ব্যতিক্রম শর্ত করা যাবে না।

শিরকাতুল ইনান বা শিরকাতুল আকদ বিল ইনান হচ্ছে অংশীদারী কারবারের আসল পদ্ধতি।

শিরকাতুল ইনান এর শর'য়ী বিধান

১. দুই বা ততোধিক বালেগ, দায়িত্ব সচেতন ও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির পারস্পরিক ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি) এর ভিত্তিতে এ ধরনের কারবার চুক্তি সম্পাদিত হবে।

২. সকল অংশীদারগণকে একই ধর্মের অনুসারী হওয়া শর্ত নয়।

৩. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ একে অন্যের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

জামিনদার হিসেবে নয়। অর্থাৎ একজন অংশীদার যদি ব্যবসায়িক কোন বিষয়ে ঋণী বা দায়ী হয় তাহলে অপর অংশীদার এর জন্যে দায়ী হবে না।

৪. কারবারের মূলধন, লাভ, শ্রম দান, ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি সকল বিষয়ে বা যে কোন একটি বিষয়ে অংশীদারগণের দায় দায়িত্ব কম বেশী হবে।

৫. এ পদ্ধতিতে কারবারের লাভ চুক্তির শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে (যেমন ৪০% ঃ ৬০%, ৭০% ৩০%, ৫০% ঃ ৫০% ইত্যাদি হারে) অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ করা হবে। লাভের হার সমান সমান বা কম বেশী হতে পারে। তবে কোন অংশীদারই নির্ধারিত ভাবে (যেমন মাসিক বা বাৎসরিক ৩০০০, ৫০০০, ৬০০০ টাকা ইত্যাদি) মুনাফা পাবার শর্ত করতে পারবে না। এরূপ শর্ত করা হলে চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

৫. কারবারে কোন লোকসান হলে অংশীদারগণকে নিজ নিজ মূলধনের অনুপাতে লোকসান বহন করতে হবে। মূলধনের অনুপাত অপেক্ষা কমবেশী করে লোকসান বহন করার শর্ত করা যাবে না।

৬. এ পদ্ধতিতে কারবারের মূলধন শিরকাতুল মুফাওয়াদার ন্যায় নগদ মুদ্রা অথবা অংশীদারী কারবারে ব্যবহৃত হয় এমন জিনিস হতে হবে। প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ সমান সমান বা কমবেশী হতে পারবে।

৭. কোন অংশীদার নিজের বা পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় জিনিস অংশীদারী কারবার হতে গ্রহণ করলে তা তার নিজের মাল হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৮. অংশীদারী কারবারের মূলধন অংশীদারগণের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৯. এরূপ অংশীদারী কারবারে কারবারের চুক্তি যদি ফাসিদ হয় তাহলে অর্জিত মুনাফা মূলধনের অনুপাতে বন্টন করা হবে। এক্ষেত্রে মুনাফার হার কমবেশী শর্ত থাকলেও তা গ্রহণ যোগ্য হবে না। আর লোকসান হলে তাও মূলধনের অনুপাতে বহন করতে হবে।

১০. অংশীদারী কারবার পরিচালনার যাবতীয় খরচ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী অংশীদারী কারবার হতে বহন করা হবে।

১১. অংশীদারগণ যে কোন বৈধ মালের ব্যবসা করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। ব্যবসার মুলধন যে অংশীদারের হাতে থাকবে সে ব্যবসার মালামাল নগদ কিংবা বাকীতে ক্রয় করতে পারবে। কিন্তু যার হাতে মূলধন থাকবে না সে

www.pathagar.com

ব্যবসার কোন মাল ক্রয় করতে পারবে না। ক্রয় করলে তা নিজের জন্যে ক্রয় করেছে বলে গণ্য হবে।

১২. অংশীদারগণ কোন অংশীদারকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দিলে সে স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। এতে ব্যবসার কোন লোকসান হলে সে নিজে এককভাবে দায়ী হবে না। লোকসান সকল অংশীদারকেই বহন করতে হবে। তবে পরিচালনাকারী অংশীদারের অসততা, অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে ব্যবসায় কোন ক্ষতি হলে সে দায়ী হবে এবং অন্যান্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩. অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের কারবারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার অধিকার আছে অর্থাৎ ইচ্ছে করলে ব্যবসা পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে কিন্তু কারবারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়।

১৪. অংশীদারগণ তাদের কাজের প্রকৃতি, পরিমাণ, দায়িত্ব, ঝুঁকি ইত্যাদির ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে চুক্তি মোতাবেক ব্যবসা থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবে।

১৫. ব্যবসায়ে যদি সকল অংশীদারদের সমান মূলধন না থাকে কিন্তু মুনাফায় সমান সমান হার লাভ করার চুক্তি করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে। এবং এ অবস্থায় যার মূলধনের পরিমাণ কম তার যদি বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দেয়ার শর্ত করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। তবে যার মূলধন বেশী তার বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দেয়ার শর্ত করা হলে তা বৈধ হবে না। এবং এ অবস্থায় মূলধনের অনুপাতে মুনাফা বন্টন করতে হবে।

১৬. অংশীদারগণ অংশীদারী কারবার বিলোপ করলে কারবারের নগদ অর্থ এবং আদায় যোগ্য ঋণ প্রত্যেক অংশীদারগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। কারো ভাগে আদায়যোগ্য ঋণ এবং কারো ভাগে নগদ অর্থ দিলে তা শুদ্ধ হবে না।

১৭. অংশীদারগণের সংখ্যা দুই জন হলে এবং একজনের মৃত্যু হলে কিংবা পাগল হলে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু অংশীদারগণের সংখ্যা দুইজনের অধিক হলে এবং একজন বা কমসংখ্যক অংশীদারের মৃত্যু হলে বা পাগল হলে অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে না।

১৮. কারবারের মুনাফায় তিন ভাবে অংশীদারিত্ব লাভ করা যায়। মূলধন বিনিযোগ করে, শ্রম বিনিয়োগ করে অথবা কারবার পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে। কেউ যদি কারবারে এ শর্তে অংশীদার নিয়োগ করে যে, মুনাফার অর্ধেক বা একটি নির্ধারিত হার তাকে দিবে আর বাকী অংশ নিজে রাখবে তাহলে তা বৈধ হবে।

www.pathagar.com

১৯. কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার সম্পদ বন্ধক দিতে, কাউকে ঋণ দিতে, স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবসা পরিচালনা করতে, বিদেশ সফর করতে কিংবা অন্যদের সাথে অংশীদারী ব্যবসার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না। অনুমতি দিলেই কেবল পারবে।

২০. অংশীদারী কারবারে চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী অংশীদার পরিচালকগণ কারবার পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় কারবারের কোন লোকসান বা ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শিরকাতুস সানাই ও এর শর'য়ী বিধান
(পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার)

একই পেশার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পেশাভিত্তিক কাজ করে লাভ-লোকসানে অংশীদার হবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে 'শিরকাতুস সানাই' (شركة الصنائع) বা পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার বলে। যেমন দুই বা ততোধিক রাজমিস্ত্রী এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা উভয়ে কাজ সংগ্রহ করে কাজ করবে এবং মজুরী সকলে নির্ধারিত হারে ভাগ করে নিবে। এরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করা-কে বলা হয় 'শিরকাতুস সানাই'। এ পদ্ধতিকে শিরকাতুল আ'মাল (شركة الاعمال) অর্থাৎ শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবার এবং শিরকাতুল আবদান (شركة الابدان) অর্থাৎ শারিরীক শ্রমভিত্তিক অংশীদারী কারবারও বলা হয়।

শর'য়ী বিধান

১. চুক্তিবদ্ধ অংশীদারদের কেউ কোন কাজ সংগ্রহ করলে তা করে দেয়া তার এবং তার অংশীদারদের সকলের উপর ওয়াজিব (যদি কারো কোন শর'য়ী ওযর বা ভিন্ন চুক্তি না থাকে)।

২. এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ পরস্পরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে।

৩. অর্জিত মুনাফা বা পারিশ্রমিক চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

৪. প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফা বা পারিশ্রমিক সমান সমান বা কমবেশী হতে পারবে। পারিশ্রমিক কাজের পরিমাণ, প্রকৃতি, ঝুঁকি, এবং দায়িত্বের মাত্রার অনুপাতে নির্ধারণ করা হবে এবং তা চুক্তি অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

৫. অংশীদারগণের প্রত্যেকে সমপরিমাণ কাজ করবে না কিন্তু মুনাফা সম পরিমাণ লাভ করবে এরূপ চুক্তি করা বৈধ।

www.pathagar.com

৬. অংশীদারগণ চুক্তি মোতাবেক ব্যক্তিগত ভাবে অথবা সমষ্টিগত ভাবে নিয়োগকর্তার নিকট সংশ্লিষ্ট কাজের জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে। অংশীদারদের কাজের দায় দায়িত্ব সমানও হতে পারে, অসমানও হতে পারে।

৭. অংশীদারগণের প্রত্যেকে চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সমষ্টিগত ভাবে নিয়োগ কর্তার নিকট মজুরী দাবী করতে পারবে।

৮. চুক্তি মোতাবেক নিয়োগকর্তা যে কোন অংশীদারকে মজুরী প্রদান করে বরখাস্ত করতে পারবে।

৯. নিয়োগ কর্তা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হলে কিংবা কোন অংশীদার কর্তৃক মাল নষ্ট হলে এর জন্যে চুক্তিবদ্ধ সকল অংশীদার নিজ নিজ দায়িত্বের অনুপাতে দায়ী হবে।

শিরকাতুল ওয়াজুহ্ ও এর শর'য়ী বিধান

(সুনাম ভিত্তিক অংশীদারী কারবার)

অংশীদারী কারবারে দুই বা ততোধিক অংশীদার যদি এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা নগদ পুঁজি বিনিয়োগ করবে না বা করতে পারবে না; বরং পুঁজি ব্যতীত স্বীয় সুনাম, পরিচিতি, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে বাকীতে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নগদ বিক্রয় করবে এবং এতে যে লাভ লোকসান হবে তা প্রত্যেকে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নিবে তাহলে এ ধরনের চুক্তিকে 'শিরকাতুল ওয়াজুহ' (شركة الوجوه) বলা হয়। প্রত্যেক অংশীদার ক্রীত মালে চুক্তি মোতাবেক নিজ নিজ অংশ অনুপাতে মালের মূল্য এবং লোকসানেও অংশীদার হবে। চাই তারা সবাই একত্রে মিলে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করুক বা একজনে ক্রয় করুক। লোকসানের ব্যাপারে চুক্তিপত্রে নিজ নিজ অংশ অনুপাতের ব্যতিক্রম কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। অর্থাৎ মুনাফার হার চুক্তিপত্রে সমান সমান বা কম-বেশী করা যাবে কিন্তু লোকসান হলে প্রত্যেকেই স্বীয় দায় দায়িত্ব ও চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নিজ নিজ অংশ অনুপাতে বহন করবে।

শর'য়ী বিধান ঃ

১. এ পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয় বিক্রয়ে অংশীদারদের দায়দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহনের অনুপাতে মুনাফার আর নির্ধারিত হবে।

২. প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফার হার চুক্তিপত্রে সমান সমান বা কম বেশী করে নির্ধারণ করা যাবে এবং চুক্তি মোতাবেক মুনাফা বন্টন করা হবে।

www.pathagar.com

৩. লোকসানের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশ অনুপাতে লোকসান বহন করবে। মাল একজনে ক্রয় করুক বা সবাই একত্রে মিলে ক্রয় করুক। এর বিপরীত শর্ত করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. যে মাল ক্রয় করা হয়েছে সে মালে অংশীদারগণ চুক্তি মোতাবেক অংশীদারদের অংশ অনুপাতে মালের মূল্যের জন্যে দায়ী হবে।

৫. মালের ক্রয় বিক্রয়, প্রকৃতি, মুনাফা বন্টন, লোকসান বহন ইত্যাদি যাবতীয় কিছু চুক্তি মোতাবেক সম্পন্ন হবে।

ইজারা বা ভাড়া

ইজারা (اجارة) শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাড়া দেয়া, কেরায়া দেয়া, মজুরিতে দেয়া, ইজারা দেয়া ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় মুনাফা অর্জনের জন্যে কিংবা কোন কিছুর বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ ব্যতীত নির্ধারিত সময়ের জন্যে কাউকে ব্যবহার করার ক্ষমতা কিংবা উপকার লাভের মালিকানা হস্তান্তর করাকে 'ইজারা' (اجارة) বা ভাড়া বলে। যেমন- বাসা বাড়ী, জায়গা জমি, যানবাহন, (বাস, ট্রাক, রিক্সা, অটোরিক্সা, নৌকা) ইত্যাদি নির্ধারিত সময় বা নির্ধারিত কাজের জন্যে নির্ধারিত মুনাফার ভিত্তিতে ইজারা (Lease) বা ভাড়া (Rent) দেয়া। ইজারা ইসলামী শরীয়ায় বৈধ। আরবীতে ইজারাদাতাকে বলা হয় موجر (মূজির) এবং ইজারা গ্রহীতাকে বলা হয় مستاجر (মুস্তাজির)।

ঘর বাড়ী, অফিস, দোকান ইত্যাদির উজরতকে (ভাড়া/পারিশ্রমিক) সাধারণতঃ ভাড়া বা কেরায়া বলে। মানুষের উজরতকে সাধারণতঃ মজুরী বা পারিশ্রমিক বলে। একটু উন্নত হলে বলে বেতন। আর জমিনের উজরতকে সাধারণতঃ বলা হয় ইজারা। এগুলো সবই হচ্ছে নির্ধারিত কোন জিনিস বা অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের বা কাজের জন্য ব্যবহার ক্ষমতা হস্তান্তর করা। আরবী ভাষায় এ ধরনের সমস্ত কারবারকে 'ইজারা' বলে। যিনি ইজারা বা ভাড়া দেন অর্থাৎ যিনি সম্পদের মালিক তাকে বলা হয় ইজারাদাতা (Leassor) এবং যার নিকট ইজারা বা ভাড়া দেয়া হয় তাকে বলা হয় ইজারাগ্রহীতা বা ইজারাদার (Leassee) বা ভাড়াটিয়া।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, সাহাবী সাবেত ইবনে যাহ্হাক (রাঃ) মনে করেন যে,

www.pathagar.com

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا ٥

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইজারার আদেশ দিয়েছেন। সাবেত (রাঃ) বলেন, ইজারাতে কোন আপত্তি নেই।– মিশকাত।

এ পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে ইজারা বা ভাড়া নির্ধারণ করা যায়। যেমন–

ক. সময়ের উপর ভিত্তি করে ঃ কোন জিনিস যদি নির্ধারিত সময়ের জন্যে ইজারা বা ভাড়া দেয়া হয় তাহলে সময়ের ভিত্তিতে ঐ জিনিসের উপর ভাড়া নির্ধারণ করা যায়।

খ. কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ঃ যে জিনিস ইজারা বা ভাড়া দেয়া হবে তা কি ধরনের কাজে ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে ভাড়া বা মুনাফা নির্ধারণ করা যায়।

গ. স্থানের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ঃ ভাড়াকৃত জিনিস যদি বহু দূরে নেয়া হয় তাহলে রাস্তার দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ভাড়া নির্ধারণ হতে পারে।

ইজারা বা ভাড়া এর শর'য়ী বিধান

১. ইজারাদাতা ও ইজারা গ্রহীতার পারস্পরিক ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি) দ্বারা ইজারা বা ভাড়া চুক্তি সম্পাদিত হবে।

২. ভাড়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে, নতুবা ইজারা শুদ্ধ হবে না।

৩. যে মাল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ, ভাড়া নির্ধারণেও সে ধরণের মাল হতে হবে।

৪. যে কাজ মুবাহ্ বা শরীয়া সম্মত, কাজ সম্পন্ন করতে পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে, প্রতিনিধি নিযুক্ত করার সুযোগ আছে এরূপ কাজেই ইজারা বৈধ।

৫. ইজারা বা ভাড়া চুক্তিতে ইজারার/ভাড়ার সময়সীমা, কাজের ধরণ, প্রকৃতি, ব্যবহারের পরিধি ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. ইজারা বা ভাড়ার মাল নগদ মুদ্রা হতে পারবে না; বরং এমন মাল হতে হবে যার ক্রয় বিক্রয় বৈধ।

৭. ইজারা/ভাড়ার চুক্তি সম্পাদিত হলেই ভাড়া আদায় করা যাবে না। হয় চুক্তিতেই অগ্রিম ভাড়া দেয়ার শর্ত থাকবে অথবা ভাড়াটিয়া অগ্রিম ভাড়া দিয়ে দিবে অথবা চুক্তিবদ্ধ কাজ সমাধা হতে হবে অথবা ভাড়া দেয়ার সময়সীমা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে এবং চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ভাড়া আদায় করা হবে।

www.pathagar.com

৮. যে সকল শর্তের কারণে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায় সে সকল শর্ত আরোপে ইজারা/ভাড়া চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে।

৯. ইজারাদাতা ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে কারোর মৃত্যু হলে ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

১০. চুক্তি সম্পাদনের পর কিন্তু ভাড়াকৃত জিনিস ব্যবহারের পূর্বেই উভয় পক্ষের চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে।

১১. ইজারা/ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের পর ভাড়াটিয়া যদি ভাড়াকৃত জিনিস ব্যবহার না করে কিংবা চুক্তিও বাতিল না করে তাহলে ভাড়াটিয়া চুক্তি মোতাবেক ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবে।

১২. ভাড়াকৃত জিনিস চুরি হলে, নষ্ট হলে কিংবা ক্ষতিসাধিত হলে এর কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না। অবশ্য তা যদি ভাড়াটিয়ার অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে হয়ে থাকে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়।

নিলামে ক্রয় বিক্রয়

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِىْ هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ اَخَذْ تُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ فَاَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ ٥

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (উটের পিঠে বিছানোর) একটি চট (মোটা কাপড়) এবং একটি কাঠের পাত্র বিক্রয়ের ইচ্ছা করেন এবং তিনি বললেনঃ কে এই চট ও পাত্রটি ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এ দু'টি এক দিরহামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। নবী (সাঃ) বললেনঃ কে এক দিরহামের বেশী দিবে? কে এক দিরহামের বেশী দিবে? এক ব্যক্তি তাঁকে দুই দিরহাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে জিনিস দু'টি ক্রয় করল।

– সহীহ্ তিরমিজি।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় নির্ধারিত যে কোন পণ্য সামগ্রী নিলামে অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রি করা যায় এবং মুনাফা অর্জন করা যায়।

নিলামে ক্রয় বিক্রয়ের শর'য়ী বিধান

১. বিক্রিতব্য পণ্য সামগ্রী বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে এবং তা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।

২. বিক্রিতব্য পণ্য সামগ্রীর ক্রয় মূল্য মুদ্রার অংকে প্রস্তাব করলে তা কোন দেশী মুদ্রা তার উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব ও কবুল দ্বারা নিলাম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পদিত হবে এবং ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে।

৪. যে ব্যক্তি অধিক মূল্য প্রস্তাব করবে সে-ই পণ্য ক্রয়ের অধিক হকদার বিবেচিত হবে।

৫. ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য সামগ্রী অবশ্যই ইসলামী শরীয়ায় হালাল পণ্য হতে হবে।

ইসতিসনা (শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন)

ইসতিসনা (استصناع) শব্দটি সানউন (صنع) শব্দ হতে উৎপত্তি। সানউন অর্থ হচ্ছে তৈরী করা, নির্মাণ করা, উৎপাদন করা, প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করে দেয়ার জন্যে কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে 'ইসতিসনা' (استصناع) বলে। যে ব্যক্তি নির্মাণ বা উৎপাদন করে তাকে বলা হয় 'সানি' (صانع) অর্থাৎ শ্রমিক বা কারিগর। যে ব্যক্তি নির্মাণ বা উৎপাদন করায় তাকে বলা হয় 'মুসতাসনি' (مستصنع)। আর যে জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করা হয় তাকে বলে 'মাসনু' (مصنوع)। ইসলামে শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। শুধুমাত্র বৈধই নয় বরং ইসলাম দিয়েছে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

كُنْتُ اَرْعٰى عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ

অর্থাৎ "আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। (কিরাত হচ্ছে এক দিরহামের বার ভাগের এক ভাগ। দিরহাম চার আনার সামান্য বেশী)– সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। (১) যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করেছে। (২) যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে উহার মূল্য গ্রহণ করেছে এবং (৩) যে ব্যক্তি মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে তার নিকট হতে পূর্ণ কাজ আদায় করেছে, অথচ তার মজুরি আদায় করে নাই। – সহীহ্ বুখারী।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও।

– ইবনে মাযাহ্।

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা দিয়েছেন এবং শ্রমিকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।

ইসতিসনার শর'য়ী বিধান

১. কোন ব্যক্তি শ্রমিক বা কারিগরকে কোন নির্ধারিত জিনিস নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্মাণ বা উৎপাদন করে দেয়ার প্রস্তাব করলে এবং শ্রমিক সে প্রস্তাব সমর্থন করলে শ্রমের ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে।

২. নির্মিত বা উৎপাদিত জিনিসের নাম, পরিমাণ, গুণাগুণ, প্রকৃতি, নির্মাণের সময়সীমা ইত্যাদি চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সানি ও মুসতাসনির মধ্যে কোন বিরোধ দেখা না দেয়।

৩. যে সব জিনিস আদেশের মাধ্যমে নির্মাণ ও উৎপাদন করার রীতি নীতি প্রচলিত আছে, সে সব জিনিস নির্মাণ ও প্রস্তুত করে দেয়ার আদেশ প্রদান করা হলে তা চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৪. যে সব জিনিস আদেশের মাধ্যমে নির্মাণ বা উৎপাদন করার রীতিনীতি নেই, সে সব জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করার আদেশ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে এবং চুক্তির সময় সীমা অবশ্য উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. চুক্তি বা আদেশের মাধ্যমে যে চুক্তি হয় সে ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্য প্রদানের কোন বাধ্য বাধকতা নেই। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারিত হবে। প্রস্তুতকৃত মালের মূল্য বা মজুরী চুক্তি মোতাবেক অগ্রিম প্রদান করা যায়, কিংবা মালামাল সরবরাহের পরেও পরিশোধ করা যায়।

www.pathagar.com

৬. চুক্তি সম্পাদনের পর কোন পক্ষই একক ভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। উভয় পক্ষের সম্মতিতে পারবে।

৭. নির্মিত বা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী চুক্তি বা আদেশ মোতাবেক না হলে ক্রেতা অর্থাৎ আদেশদাতার চুক্তি বহাল রাখার বা বাতিল করার অধিকার থাকবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল ওয়াদিয়া

আল ওয়াদিয়া (الوديعة) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আমানত, কোন কিছু রাখা বা ছেড়ে দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ব্যবহার করার অনুমতি দানসহ হেফাজতের জন্যে কোন জিনিস কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট আমানত রাখা বা গচ্ছিত রাখা। গচ্ছিত জিনিসের প্রকৃত মালিকানা মালিকেরই থাকে। আর যার নিকট জিনিসটি গচ্ছিত বা আমানত রাখা হয় তিনি হলেন হেফাজতকারী বা আমানতদার এবং জিনিসটি তিনি মৌলিকত্বে কোন পরিবর্তন না করে মালিকের নিকট হতে সাময়িকভাবে ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেন। এক্ষেত্রে আমানতের জিনিস বা অর্থ আমানতদারীর নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং ব্যবহার করার অনুমতি দান সহ স্বেচ্ছায় কারো নিকট কোন কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখাকে বলা হয় 'আল ওয়াদিয়া'।

আল ওয়াদিয়া ও আমানতের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আল ওয়াদিয়ায় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত। কিন্তু আমানতে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত নয়। ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তাই প্রত্যেক ওয়াদিয়াকে আমানত বলা যায়। কারণ ওয়াদিয়া শব্দের অর্থ আমানত শব্দের ভিতর রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক আমানতকে ওয়াদিয়া বলা যায় না। পবিত্র কুরআনে আমানত ও ওয়াদিয়ার জন্যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'আমানত'ই ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামে আমানতদারীর ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ٥

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" –(সূরা নিসা ঃ ৫৮)

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না; আর খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।

– (সূরা আনফালঃ ২৭)

কারো দায়িত্বে যদি কোন আমানত থাকে তাহলে এর হেফাজত করা এবং প্রাপককে তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া উচিত। আমানতদারীর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (রাঃ) বলেছেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ ٥

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন মুনাফিকদের লক্ষণ বলতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ "যার মধ্যে চারটি লক্ষণ রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। আর তা হচ্ছে (১) তার নিকট কোন আমানত রাখলে সে তা খেয়ানত করে, (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) সে যখন কারো সাথে ঝগড়া করে গালি গালাজ করে।"

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ٥ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ٥

"যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা তাদের নিজনিজ সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।" –সূরা মা'আরিজ ঃ ৩২-৩৫।

ইসলামী ব্যাংক সমূহ্ আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে চলতি হিসাব খোলার মাধ্যমে জনগণের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ্ করে পুঁজি গঠন করে থাকে।

www.pathagar.com

আল ওয়াদিয়ার শর'য়ী বিধান

১. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ ব্যবহার করার অনুমতি লাভসহ্ রক্ষিত মাল বা অর্থ গ্রহীতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবহার করার অনুমতি লাভ সহ্ রক্ষিত আমানত পূর্ণভাবে হিফাজত করার পরও চুরি হলে কিংবা নষ্ট হলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ ঋণ সর্বাবস্থায় পরিশোধ যোগ্য।

৩. (আল ওয়াদিয়া ব্যতীত) আমানতের মাল পূর্ণভাবে হিফাজত করার পরও যদি তা নষ্ট বা চুরি হয়, তাহলে এর জন্যে আমানতকারীকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হয় না। আমানতকারী কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না। তবে কেউ যদি বিনা শর্তে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয় তবে তা জায়েজ আছে। তবে আমানতদারের অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অযত্নের কারণে আমানতের মাল নষ্ট বা চুরি হলে আমানতদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

৪. (আল ওয়াদিয়া ব্যতীত) আমানতদার যদি আমানতকারীর অনুমতি নিয়ে আমানতের মাল ২য় কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখে তাহলে তা বৈধ হবে। এক্ষেত্রে ২য় ব্যক্তির নিকট যদি মাল নষ্ট বা চুরি হয় তাহলে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে আমানতকারীর বিনা অনুমতিতে ২য় ব্যক্তির নিকট মাল গচ্ছিত রাখলে এবং তা নষ্ট বা চুরি হলে আমানতকারীকে আমানতদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

৫. আমানতকারী আল ওয়াদিয়াহ্ কিংবা আমানতের মাল ফেরত চাইলে আমানতদার তৎক্ষণাৎ তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে (যদি শর'য়ী কোন ওযর না থাকে)। ফেরত দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি ফেরত দেয়া না হয় এবং এরপর মাল নষ্ট হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬. আমানতের মাল জমা দেয়া ও ফেরত নেয়ার জন্যে যানবাহন, মজুরী ও আনুষঙ্গিক খরচ আমানতকারী বহন করবে কিন্তু ঋণ ফেরত দেয়ার আনুষঙ্গিক খরচ ঋণ গ্রহীতা বহন করবে।

৭. ব্যবহার করার অনুমতি লাভ সহ্ রক্ষিত অর্থ বা মাল ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করলে অর্জিত মুনাফার অংশ আমানতকারীকে দিতে হবে না এবং দেয়ার শর্তও করা যাবে না। যদি শর্ত মোতাবেক কিছু দেয়া হয় তাহলে তা সুদ হবে। কারণ শর্ত মোতাবেক ঋণের অতিরিক্ত কিছু দেয়াই সুদ। তবে বিনা শর্তে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু দিয়ে দেয় তাহলে তা সুদ হবে না।

www.pathagar.com

আল ওয়াদিয়া ও আমানতের মধ্যে পার্থক্য

আল ওয়াদিয়া	আমানত
১. ব্যবহার করার অনুমতি লাভসহ কেউ কোন অর্থ বা জিনিস অন্যের নিকট হতে জমা রাখলে তাকে বলা হয় 'আল ওয়াদিয়া'।	১. ব্যবহার করার অনুমতি লাভ ব্যতীত কেবল হিফাজতের জন্যে কেউ কোন অর্থ বা জিনিস অন্যের নিকট হতে জমা রাখলে তাকে বলা হয় 'আমানত'।
২. আল ওয়াদিয়ায় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত। প্রত্যেক ওয়াদিয়াকে আমানত বলা যায়। কারণ ওয়াদিয়া শব্দের অর্থ আমানত শব্দের ভিতরই রয়েছে।	২. আমানতে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত নয়। ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। প্রত্যেক আমানতকে ওয়াদিয়া বলা যায় না। কারণ আমানত শব্দটি ব্যাপকার্থক শব্দ।
৩. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবহার করার অনুমতি সহ আমানত রাখা হলে তা আমানতদারের নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়।	৩. আমানতের মাল সর্বাবস্থায় আমানতদারের নিকট আমানত হিসেবেই গণ্য হয়।
৪. ব্যবহার করার অনুমতি লাভসহ কোন অর্থ বা জিনিস জমা রাখলে এবং পরে তা নষ্ট বা চুরি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ ঋণ সর্বাবস্থায় পরিশোধ-যোগ্য।	৪. আমানতের জিনিস চুরি বা নষ্ট হলে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী (ওয়াজীব) নয়। তবে বিনা শর্তে কেউ যদি কোন ক্ষতিপূরণ স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয় তাহলে তা বৈধ হবে।
৫. আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ ব্যবহার করার অনুমতির ভিত্তিতে জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ করে কোন মুনাফা অর্জন করলে মুনাফার কোন অংশ জমাকারীকে দিতে হয় না। কারণ ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত মোতাবেক অতিরিক্ত কিছু দেয়া হলে তা সুদ হবে।	৫. আমানতকারীর অনুমতি ব্যতীত আমানতের কোন প্রকার ব্যবহার করা যায় না; বরং যা আমানত রাখবে হুবহু তাই ফেরত দিতে হবে। এছাড়া আমানতকারীর অনুমতিতে ব্যবহার করা হলে তা আর আমানত হিসেবে থাকে না; বরং ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

ঋণ দান সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের উপদেশ

১. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্যে ঋণের আদান প্রদান কর তখন উহা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায় সংগত ভাবে লিখে দেয়। –সূরা বাকারা ঃ ২৮২

২. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। –সূরা তাগাবুন ঃ ১৭

৩. এমন কে আছে, যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা অর্থাৎ উত্তম ঋণ দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। –সূরা হাদীদ ঃ ১১

৪. যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা মাফ করে দাও তবে তা হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। – সূরা বাকারা ঃ২৮০

৫. হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কিয়ামত দিবসের দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তি দেন, সে যেন অক্ষম ঋণীর সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ কর্তন করে দেয়। –সহীহ্ মুসলিম

৬. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির অন্য কারো উপর প্রাপ্য থাকে, সে যদি ঋণ গ্রহীতাকে কিছু দিনের জন্যে সময় দেয় তাহলে সে প্রতি দিনের বিনিময়ে সাদাকাহ্ বা দান খয়রাত করার সওয়াব লাভ করবে। –মিশকাত

ঋণ অনাদায়ীদের প্রতি বিশ্বনবীর (সাঃ) হুশিয়ারী

১. হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পথে শহীদ হই, উদ্দেশ্য থাকে নেকী লাভ করা এবং পশ্চাদ পদ না হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হই, তবে আল্লাহ্ আমার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন কি? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, হাঁ। অতঃপর ঐ ব্যক্তি চলে যেতে লাগলে পিছন হতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ডেকে বললেন ঃ

www.pathagar.com

(শোন) কিন্তু ঋণ মাফ হবে না। জিব্রাঈল (আঃ) এখন এসে আমাকে এ কথাই বলে গেলেন। –সহীহ্ মুসলিম

২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ শহীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করা হয় কিন্তু ঋণ মাফ করা হয় না। –সহীহ্ মুসলিম

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পরিশোধ করার নিয়তে ঋণ গ্রহণ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য দান করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে ঋণদাতার মাল আত্মসাৎ করার নিয়তে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ধ্বংস করবেন।

–সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? যদি বলা হত যে, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় নিজে ঐ জানাযায় শরীক না হয়ে অন্যদেরকে বলে দিতেন তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। –সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি (মৃত্যুর পর তার মর্যাদা লাভে) বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ঋণের দ্বারা, যে যাবত না তার পক্ষ হতে পরিশোধ করে দেয়া হয়। –মিশকাত

৬. হযরত শারীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ (ঋণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তি টালবাহানা করলে তাকে লজ্জিত করা এবং শাস্তি প্রদান করা জায়েজ হয়। – আবু দাউদ ও নাসায়ী

৭. হযরত সাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির মৃত্য হবে এ অবস্থায় যে, সে অহঙ্কার হতে মুক্ত, খেয়ানত হতে মুক্ত এবং ঋণ হতে মুক্ত, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –সহীহ্ তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ্

৮. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ সে আল্লাহ্ পাকের কসম, কোন ব্যক্তি

www.pathagar.com

আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, আবার শহীদ হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, আবার শহীদ হয়েছে অথচ তার উপর ঋণ ছিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে যাবৎ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়। —মিশকাত

৯. হযরত সুহাইবুল খাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এ নিয়তে ঋণ গ্রহণ করল যে, সে আর ঋণদাতাকে ফেরত দিবে না। সে আল্লাহ্ পাকের দরবারে চোর হিসেবে সাক্ষাত লাভ করবে। — ইবনে মাযাহ্

১০. হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ মানুষ যখন ঋণগ্রস্থ্ হয় তখন কথা বলতে গিয়ে সে মিথ্যা বলে এবং প্রতিজ্ঞা করলে তা ভঙ্গ করে। —সহীহ্ বুখারী

১১. হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া মহাপাপগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় পাপ হল ঋণগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করা এবং তা পরিশোধ করার উপযুক্ত সম্পত্তি রেখে না যাওয়া। —আবু দাউদ

১২. হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের কাউকে ঋণ দেয়, ঋণী ব্যক্তি যেন তাকে উপহার না দেয়।

—সহীহ্ বুখারী

১৩. হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি তোমাদের কেউ ঋণ দেয় এবং ঋণী ব্যক্তি যদি ঋণদাতাকে কোন উপহার দেয় অথবা কোন প্রাণীর উপর আরোহন করার, তা গ্রহণ করো না এবং তার উপর আরোহন করো না। যদি এর পূর্বে এমন হয়ে থাকে তাতে দোষ নেই।

—ইবনে মাযাহ্।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং ঃ নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি

বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত সুদবিহীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। 'ইসলামী ব্যাংকিং' পরিভাষাটি আধুনিককালে উদ্ভাবিত। বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের জনগণ পরিচিত ছিল না। তবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা তথা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছিল ইসলামের শুরু থেকেই। পবিত্র কুরআনে সুদের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হবার পর আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সর্বপ্রকার সুদকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং সমগ্র আরবে সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা চালু করেন। সাহাবায়ে কিরাম ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতেই ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আধুনিক কালের ন্যায় কোন ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল না বটে; কিন্তু মুসলমানগণ ইসলামী পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল মাল' এর লেনদেন ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও 'বায়তুল মাল' বহাল ছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন 'বায়তুল মাল' এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হতো। প্রাথমিক যুগের এ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কেবলমাত্র আরব জাহানেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সমগ্র বিশ্বেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু ছিল। এমন এক যুগ ছিল যখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে; আর চালু ছিল সুদ বিহীন অর্থ ব্যবস্থা। কিন্তু মুসলিম জাতি বিবিধ কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যের শক্তি মুসলিম দুনিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তার করলে মুসলিম জাতি সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে। ফলে সুদ বিহীন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহুদী ও সাম্রাজ্যবাদ শক্তি সুদী ব্যাংক

www.pathagar.com

ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদকে মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত সুদ বিহীন যে অর্থ ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে প্রায় সমগ্র বিশ্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। ইহুদীরাই ছিল সুদের প্রবর্তক এবং সুদী প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক। যতদূর জানা যায়, প্রাচীন গ্রীক সমাজে যখন ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে তখন ব্যাংকে সুদ গ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। খৃষ্টানদের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদী জাতি এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ব্যাংকসমূহে সুদের প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে খৃষ্টানরাও তাদের অনুসরণ করে এবং উত্তরোত্তর মুসলমানরাও সুদী কারবার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমানে মুসলমানদের মনমগজ ও চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, ব্যাংকিং বলতে তারা কেবল সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝে। ইসলামী ব্যাংকিং বললে তারা যেন অবাক হয়ে যায়। ব্যাংকিং বলতে তারা সুদী ব্যাংকের নাম, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতাকে অনুভব করে।

এখানে এ কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর, আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাংক ব্যতীত এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে ব্যাংক একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সুদ প্রথার কারণে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাই নাপাক এবং মানবজাতির জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক থেকে যদি সুদের মত এ ভয়াবহ পাপ ও অভিশাপটিকে দূর করা যায় তাহলেই ব্যাংক সত্যিকার অর্থে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ শুরু থেকেই গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের জন্যে তথা ব্যাংক থেকে সুদ প্রথাটিকে দূর করে এটিকে একটি প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এবং মুসলিম জাতিকে সুদের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তাঁরা কখনো নীরব থাকেননি। মুসলিম মনীষীগণ সর্বযুগেই ইসলামী নীতিমালাকে পুনঃ প্রবর্তনের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করার বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ওলামায়ে কিরাম, ইসলামী আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গবেষক এবং দার্শনিকগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি, কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করতে থাকেন এবং লিখিতভাবেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করতে থাকেন। তাঁদের এ বক্তব্য এবং লিখনীর ভাষা কখনো ছিল বলিষ্ঠ আবার কখনো ছিল মন্থর। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বপক্ষে ব্যাপক গবেষণা, লেখালেখি এবং জোরালো বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। তাঁদের এ বক্তব্য ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নেয় এবং ষাটের দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক, বীমা, ইন্সুরেন্স কোম্পানী, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯৬৩ সালে মিসরে সর্বপ্রথম সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মিশরীয় অধিবাসী যুক্তরাজ্য ও জার্মানীতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ আহম্মদ আল নাগগার স্বউদ্যোগে ১৯৬৩ সালে মিসরীয় বদ্বীপ শহর মিটগামার নামক স্থানে 'মিটগামার ব্যাংক' নামে একটি সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক। স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ব্যাংক বিপুল সাফল্য অর্জন করে। ১৯৬৩-৬৭ সালের মধ্যে মিসরের ৯টি প্রদেশে মোট ৯টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু মিসরের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অতঃপর মিসর সরকার জনগণের দাবী ও আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্যে ১৯৭২ সালে 'নাসের সোস্যাল ব্যাংক' নামে অপর একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন।

অপর দিকে সরকারী উদ্যোগে বর্তমান বিশ্বে প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় মালায়শিয়ায়। ১৯৬৯ সালে মালায়শিয়া পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'তাবুং হাজী' নামে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভবিষ্যত হজ্ব পালনেচ্ছুক লোকদের আমানত সংগ্রহ এবং হাজীদের সর্বপ্রকার সেবা ও সহযোগিতা করাই হচ্ছে মূলতঃ এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুনাম ও সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। 'তাবুং হাজী' এর স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন মালায়শিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজকীয় অধ্যাপক আবদুল আজীজ।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসি'র পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রথম বারের মত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের অপর এক সম্মেলনে 'আইডিবি' (ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক) চার্টার গৃহীত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে অক্টোবর মাসে সৌদী আরবে জেদ্দা নগরীতে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৭ সালে সুদানে এবং মিশরে 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক' এবং কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে জর্দানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট।' এ সময়েই পাকিস্তান এবং ইরান সরকার সে দেশের সকল ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী করণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সৌদী আরবের তায়েফে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে ইরান সে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করে। এ দশকেই পাকিস্তান ও সুদানের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে মালায়শিয়া সে দেশের গোটা আর্থিক ব্যবস্থা ইসলামী করণের কথা ঘোষণা করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে গোটা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের উত্থান ঘটতে থাকে। কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, মিশর, সুদান, যুক্তরাজ্য, বাহামাস, কাতার, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্দান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক কেবলমাত্র মুসলিম দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী এর মত অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৪২টিরও অধিক দেশে দুই শতাধিক সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং শরীয়ার নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেদিন বেশী দূরে নয় যখন গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ তাঁদের ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালনা করবে এবং সুদের ভয়াবহ অভিশাপ, শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

বর্তমান বিশ্বে এ পর্যন্ত স্থাপিত বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

বাংলাদেশ

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
২. আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
৩. আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৪. সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
৫. শাহ্জালাল ব্যাংক লিমিটেড

ভারত

৬. আল আমীন ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং
৭. আমানাহ্ ব্যাংক, বাঙ্গালোর
৮. ইত্তেফাক ইনভেস্টমেন্ট লিঃ বোম্বে
৯. ফালাহ্ ইনভেস্টমেন্ট লিঃ বোম্বে

পাকিস্তান

১০. এ বি এন আমরু ব্যাংক এন, ভি
১১. এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
১২. আল ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ
১৩. এলায়েড ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ
১৪. আলটোফীক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ
১৫. আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ
১৬. আশকারি কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ
১৭. ব্যাংক আল হাবীব লিঃ
১৮. ব্যাংক অব আমেরিকা এন ডি এন্ড এস এ
১৯. ব্যাংক অব খায়বর
২০. ব্যাংক অব পাঞ্জাব
২১. ব্যাংকার্স ইকুইটি লিঃ

www.pathagar.com

২৩. ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ
২৪. বুলান ব্যাংক লিঃ
২৫. সিটি ব্যাংক এন. এ. পাকিস্তান
২৬. ফয়সাল ব্যাংক লিঃ
২৭. ফার্স্ট হাবীব মুদারাবা
২৮. ফার্স্ট উমেন ব্যাংক লিঃ
২৯. হাবীব ব্যাংক লিঃ
৩০. ইনদোস ব্যাংক লিঃ
৩১. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান
৩২. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান
৩৩. মাশরিক ব্যাংক
৩৪. মেহরান ব্যাংক লিঃ
৩৫. মেট্রোপলিটান ব্যাংক লিঃ
৩৬. মুসলিম কর্মাশিয়াল ব্যাংক
৩৭. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান
৩৮. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
৩৯. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কর্পোরেশন
৪০. ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট লিঃ
৪১. পাক কুয়েত ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ
৪২. পাক লিবিয়া হোল্ডিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
৪৩. প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ
৪৪. পাঞ্জাব প্রভেন্সিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক
৪৫. রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
৪৬. ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
৪৭. ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ
৪৮. ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ
৪৯. ইয়থ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সোসাইটি

সৌদী আরব

৫০. ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
৫১. আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোঃ

www.pathagar.com

৫২. আল রাজী ব্যাংকিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন

৫৩. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং গালফ

কাতার

৫৪. কাতার ইসলামিক ব্যাংক, কাতার

৫৫. ইসলামিক একচেঞ্জ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী

৫৬. কাতার ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক

৫৭. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ (সারজাহ)

৫৮. আল জাজিরা ইনভেস্টমেন্ট কোং

ইরান

৫৯. ইসলামিক ব্যাংক, তেহরান

৬০. ব্যাংক মিল্লি ইরান

৬১. ব্যাংক মিল্লাত ইরান

৬২. ব্যাংক সাদারাত ইরান

৬৩. ব্যাংক সিপাহ

৬৪. ব্যাংক তিজারাত

৬৫. ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম

৬৬. এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব ইরান

জর্দান

৬৭. জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট

৬৮. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট হাউজ

৬৯. ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক

৭০. জর্দান ফাইন্যান্স হাউজ, আম্মান

৭১. বায়তুল মাল সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং

কাজাকিস্তান

৭২. আল বারাকা কাজাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল কর্মাশিয়াল ব্যাংক

৭৩. ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক

কিবরিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র

৭৪. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিয়া লিঃ কে টি আর

কুয়েত

৭৫. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ

www.pathagar.com

৭৬. দি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর

লিচেন্সটাইন

৭৭. আরিন্‌কো আরব ইনভেস্টমেন্ট কোং

৭৮. আই বি এস ফাইন্যান্স এস এ

আফগানিস্তান

৭৯. ইসলামিক ব্যাংক আফগানিস্তান

আলজেরিয়া

৮০. ব্যাংক আল বারাকা ডি আলজেরিয়া

আর্জেন্টিনা

৮১. ইসলামিক প্যান-আমেরিকান ব্যাংক

বাহামাস

৮২. দার আল-মাল আল-ইসলামী ট্রাস্ট

৮৩. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ

৮৪. আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামিক ব্যাংক

৮৫. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহামাস লিঃ

৮৬. মাসরাফ ফয়সাল আল ইসলামী (ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট) বাহামাস লিঃ

৮৭. ইসলামিক তাকাফুল এন্ড রি-তাকাফুল কোম্পানী লিমিটেড

৮৮. ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেডিং লিঃ

বাহরাইন

৮৯. বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক বি. এস.

৯০. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন

৯১. বাহরাইন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং

৯২. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ

৯৩. আরব ব্যাংকিং করপোরেশন

৯৪. গালফ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক

৯৫. ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক অব বাহরাইন

৯৬. আল তাওফীক কোং ফর ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস

৯৭. আল বারাকা ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক

৯৮. আরব ইসলামিক ব্যাংক

৯৯. তাকাফুল ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানী

www.pathagar.com

১০০. ইসলামিক ইন্সুরেন্স এন্ড রি-ইন্সুরেন্স কোং
১০১. মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামিক

সাইপ্রাস

১০২. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সাইপ্রাস
১০৩. কিবরিজ ইসলামিক ব্যাংক, কিফকোসা, নিকোশিয়া, তুর্কী সাইপ্রাস
১০৪. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিজ লিঃ তুর্কী, সাইপ্রাস

ডেনমার্ক

১০৫. ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল
১০৬. ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক

জিবুতি

১০৭. ব্যাংক আল বারাকা জিবুতি

মিশর

১০৮. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট
১০৯. ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট
১১০. নাসের সোস্যাল ব্যাংক, মিশর
১১১. ইজিপ্সিয়ান সৌদী ফাইন্যান্স ব্যাংক
১১২. ব্যাংক মিশর-ইসলামিক ব্রাঞ্চেস
১১৩. আরব ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, কায়রো
১১৪. জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট কোং, কায়রো
১১৫. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোং কায়রো

জার্মানী

১১৬. আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, ফ্রাঙ্কফুর্ট

গিণি

১১৭. মাসরাফ ফয়সাল আল-ইসলামী
১১৮. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী
১১৯. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব গিণি

ইন্দোনেশিয়া

১২০. ব্যাংক মুআ'মালাত

লুক্সেমবার্গ

১২১. ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং
১২২. ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানী

www.pathagar.com

১২৩. ফয়সাল হোল্ডিং এস এ
১২৪. ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ ইউনিভার্সাল হোল্ডিং

মালায়শিয়া

১২৫. ব্যাংক ইসলাম মালায়শিয়া বারহেড
১২৬. তাবুং হাজী
১২৭. শিরকাত তাকাফুল মালায়শিয়া
১২৮. আল বারাকা ব্যাংক মালায়শিয়া
১২৯. দাল্লা আল-বারাকা মালায়শিয়া
১৩০. পিলগ্রিমস ফান্ড বোর্ড

মৌরিতানিয়া

১৩১. আল বারাকা ইসলামিক ব্যাংক

মরক্কো

১৩২. ব্যাংক আল আজিদাহ্, মরক্কো

নাইজার

১৩৩. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব নাইজার
১৩৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী
১৩৫. মাশরিক ফয়সাল ইসলামিক

ফিলিস্তিন

১৩৬. প্যালেস্টাইনী ইসলামী ব্যাংক

ফিলিপাইন

১৩৭. ফিলিপাইনস আমানাহ্ ব্যাংক
১৩৮. আমানাহ্ ব্যাংক, লামবোঙ্গা

সেনেগাল

১৩৯. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক
১৪০. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী
১৪১. মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামী

দক্ষিণ আফ্রিকা

১৪২. ফার্স্ট মুসলিম ইন্টারেস্ট-ফ্রি বিজনেস ইন্সটিটিউশন
১৪৩. ইসলামিক ব্যাংক, ডারবান

সুদান

১৪৪. এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব সুদান
১৪৫. আল সাফা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ক্রেডিট ব্যাংক

www.pathagar.com

১৪৬. আল বারাকা ব্যাংক
১৪৭. আল শামাল ইসলামিক ব্যাংক
১৪৮. ব্রুনাইল ব্যাংক লিঃ
১৪৯. সিটি ব্যাংক এন. এ
১৫০. কো-অপারেটিভ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
১৫১. ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান
১৫২. ফার্মস ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট
১৫৩. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং
১৫৪. ন্যাশনাল ব্যাংক অব সুদান
১৫৫. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
১৫৬. সৌদী সুদানিজ ব্যাংক
১৫৭. সুদান কর্মাশিয়াল ব্যাংক
১৫৮. সুদানিজ ফ্রান্স ব্যাংক
১৫৯. তাদামুন ইসলামিক ব্যাংক
১৬০. ওয়ার্কার্স ন্যাশনাল
১৬১. ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্টার্ন সুদান
১৬২. ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
১৬৩. তাদামুন ইসলামিক কোম্পানী ফর ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট
১৬৪. ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী
১৬৫. আল বারাকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী
১৬৬. তাদামুন ইসলামিক কোম্পানী ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট লিঃ

সুইজারল্যান্ড

১৬৭. দার আল-মাল আল-ইসলামী (ডি এম আই)
১৬৮. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ
১৬৯. শরীয়া ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এস এ
১৭০. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট পুল (ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড)
১৭১. তাকওয়া ব্যাংক
১৭২. সারজাহ্ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এস এ
১৭৩. খিরো ক্রেডিট ব্যাংক সুইজারল্যান্ড লিঃ

থাইল্যান্ড

১৭৪. এরাবিয়ান-থাই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী
১৭৫. এরাবিয়ান-থাই ইনভেস্টমেন্ট কোং ব্যাংকক

www.pathagar.com

তিউনিশিয়া

১৭৬. আল সৌদী আল তিউনিসি ফাইন্যান্সিং হাউজ

১৭৭. বাইত ইত্তামুইন সোদী তিউনিশ

তুরস্ক

১৭৮. আল বারাকা তার্কিস ফাইন্যান্স হাউজ

১৭৯. ফয়সাল ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন

১৮০. কুয়েত তার্কিস আওকাফ ফাইন্যান্স হাউজ

১৮১. ফয়সাল ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেটিং কোং

১৮২. ফয়সাল রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন এন্ড ট্রেডিং কোং

সংযুক্ত আরব আমিরাত

১৮৩. দুবাই ইসলামিক ব্যাংক

১৮৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং অব দি গালফ (সারজাহ্)

১৮৫. ইসলামিক আরব ইন্সুরেন্স কোম্পানী

যুক্তরাজ্য

১৮৬. আল রাজী কোম্পানী ফর ইসলামিক ইনভেস্টমেন্টস

১৮৭. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব ইউকে

১৮৮. ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ পি এল সি (ইংল্যান্ড)

১৮৯. আল বারাকা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ

১৯০. ফার্স্ট ইন্টারেস্ট ফ্রি ফাইন্যান্স কনসোর্টিয়াম

১৯১. মাসেরাফ ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক

১৯২. আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী

১৯৩. উম্মাহ্ ফাইন্যান্স হাউজ

১৯৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ইউনিট

১৯৫. ইউনাইটেড ব্যাংক অব কুয়েত পি এল সি. লন্ডন

১৯৬. দাল্লাহ্ আল-বারাকা (ইউকে) লিঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১৯৭. ডি এম আই ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস

১৯৮. আল বারাকা ব্যাংকোরপ, টেক্সাস

১৯৯. আল বারাকা ব্যাংকোরপ, ক্যালিফোর্নিয়া

২০০. মুসলিম সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট (এম এস আই)

(তথ্যসূত্রঃ আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ ডায়েরী, ১৯৯৮)

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস মূলত একটি আন্দোলন। শুরু থেকেই এদেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ সুদ মুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। তাঁদের এ আন্দোলন কখনো ছিল জোরালো আবার কখনো ছিল মন্থর। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম বিশ্বে যখন ইসলামী পুনর্জাগরণের জোয়ার আসে এবং বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ সুদ বিহীন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখতে শুরু করেন তখন বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণও থেমে থাকেননি। তাঁরা তখন বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সুদ বিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানাতে থাকেন। বাংলাদেশের জনগণ মুসলমান হিসেবে ইসলামী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। অর্থনীতিকে কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে তোলার দাবী ও আকাঙ্খা তাঁদের দীর্ঘ দিনের লালিত। কিন্তু পরাধীন জাতির ইচ্ছে বা আকাঙ্খা থাকলেই সবকিছু করতে পারে না। এদেশের মুসলমানদের সুদ বিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী ছিল দীর্ঘ দিনের। মুসলিম জনগণের দাবী ও আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে দেশ বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার এবং মুসলিম জাতিকে সুদ থেকে রক্ষা করার জন্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মজিবুর রহমান-এর শাসনামলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের লাহোর সম্মেলনে ওআইসি'র সদস্য পদ লাভ করে এবং একই বছরের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) চার্টারে স্বাক্ষর করে। ১৯৭৫ সালে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) প্রতিষ্ঠা লাভের পর আইডিবি'র প্রচেষ্টা ও সহায়তায় দেশে দেশে শুরু হয় সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপক তৎপরতা। ১৯৭৮ সালে ডাকারে ও ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং মুসলিম দেশ সমূহে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করার জন্যে গৃহীত প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে। নভেম্বর, ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' দেশের

www.pathagar.com

বাইরের কয়েকটি দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সৌদী আরবের তায়েফে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামী দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। অতঃপর ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবি'র একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন এবং এখানে বেসরকারীভাবে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, এদেশে সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি জনগণের গভীর আগ্রহ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে এখানে ইতিমধ্যে অনেক কাজও সম্পাদন করা হয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর বেশ কয়েকটি সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বেসরকারী পর্য্যায়ে ইসলামী ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো (আই. ই. আর. বি) প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় ইসলামী অর্থনীতির উপর ৩দিনের এক সেমিনারের আয়োজন করে। এরপর ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে রিসার্চ ব্যুরো ইসলামী ব্যাংকের উপর ৩ দিনের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। ঢাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আন্তর্জাতিক সেমিনারে দেশী বিদেশী ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও অর্থনীতিবিদগণ আলোচনায় অংশ নেন। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বি আই বি এম) ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করে এবং উক্ত সেমিনারে দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্য্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও সাধণার ফলে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশ বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ইসলামী সংস্থা ইসলামী ব্যাংকের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দান করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর শাসনামলে ১৯৬২ সালের ২০ ব্যাংকিং কোম্পানীর অডিনেন্স অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক তার পত্র নং বিসিডি (ডি) ২০০/৩৮-২৮৯ তাং ২৮-৩-৮৩ মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংককে তার কার্যক্রম শুরু করার অনুমোদন দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ব্যাংক

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৮৩ সালের ১২ই আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্বের ৪৫টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্বকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, দুবাই ইসলামী ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক প্রভৃতি ইসলামী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের মূলধনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার, আইসিবি, আইইআরবি, কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের কয়েকজন ইসলাম প্রিয় ব্যক্তিবর্গ।

১৯৮৬ সালে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদেরই শাসনামলে বাংলাদেশে দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত আরো দু'টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এদু'টি ইসলামী ব্যাংকের নাম হচ্ছে- (১) আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, (২) সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড। ১৯৯৮ইং সালে বাংলাদেশে প্রতষ্ঠিত হয় ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন ই. সি.। পরবর্তীতে ২০০১ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড।

বাংলাদেশে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা

	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা কাল
১.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩ ইং
২.	আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৬
৩.	আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
৪.	সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
৫.	শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড	২০০১

এছাড়া অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আরো একাধিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক। সুদমুক্ত আধুনিক ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়িমের দীপ্ত অংগীকার নিয়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিমিটেড'। ১৯৮৩ সালের ১৩ই মার্চ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর শাসনামলে এ ব্যাংক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে ৩০শে মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১২ই আগস্ট হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের জন্ম লাভ বাংলাদেশে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৪ কোটি টাকা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ হচ্ছে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার ব্যাংক। এ ব্যাংকের দেশী ও বিদেশী শেয়ার মূলধনের অনুপাত হচ্ছে ৩৮% ঃ ৬২%।

ব্যাংকের নির্বাহী প্রধানের পদটি হচ্ছে 'এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট'। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্যে রয়েছে একটি শক্তিশালী শরীয়া বোর্ড। বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম, ফকীহ, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার-এর সমন্বয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর শরীয়া কাউন্সিল গঠিত। এ ব্যাংক ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর ব্যাংক হিসেবে গৌরব অর্জন করেছে। দেশের দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংকের রয়েছে ব্যাপক পরিকল্পনা। বাংলাদেশে সুদবিহীন ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ভূমিকা অগ্রগণ্য এবং অবিস্মরণীয়। এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলাদেশে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

www.pathagar.com

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' বাংলাদেশের দ্বিতীয় শরীয়া ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক। এটি ১৯৮৭ সালের ৩০শে এপ্রিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর শাসনামলে অনুমোদন লাভ করে এবং ২০শে মে হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশে লিঃ সৌদি আরবের বিখ্যাত দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতিদের যৌথ মূলধনে প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৬০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২৫.৯৫ কোটি টাকা। এ ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের অনুপাত হচ্ছেঃ আল বারাকা গ্রুপ ৬০ শতাংশ, বাংলাদেশী স্পন্সর ১২.৫০ শতাংশ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ১০ শতাংশ, বাংলাদেশী শেয়ার হোল্ডার ১২.৫০ শতাংশ এবং বাংলাদেশ সরকার ৫ শতাংশ। এ ব্যাংকের ইসলামী নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনার জন্যে রয়েছে একটি শরীয়া বোর্ড। দেশের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকজন আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদদের নিয়ে এ শরীয়া বোর্ড গঠিত। আধুনিক ধ্যান ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে গ্রাহক সেবার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ৬৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা (ব্যাংকের নিজস্ব ভবন) ব্যাংকের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত।

আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক। এটি হচ্ছে শরীয়াহ ও আধুনিক ব্যাংকিং এর এক অনন্য সমন্বয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তোষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতের নাজাত ও জান্নাত লাভের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বাংলাদেশে সুদবিহীন কল্যাণমুখী ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

www.pathagar.com

এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে পবিত্র মক্কার ঐতিহাসিক আরাফাত প্রান্তরের নামে। যে আরাফাত প্রান্তরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ১০ম হিজরীর ৯ই জিলহাজ্জ তারিখে প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। যে প্রান্তরে প্রতি বছর হাজ্জের মৌসুমে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবান একত্রে সমবেত হন। যে আরাফাত প্রান্তরে রয়েছে ইসলামের বহু নিদর্শন। বরকত হাসিলের জন্যে এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিন্তা চেতনায় যাতে আরাফাত প্রান্তরের স্পিরিট সৃষ্টি হয় সে প্রত্যাশা নিয়ে ঐতিহাসিক আরাফাত প্রান্তরের নামে এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে 'আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ'। এ ব্যাংকের মনোগ্রামে রয়েছে বায়তুল্লাহর ছবি, যে বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) দুনিয়ার সকল মুসলমানদের একমাত্র ক্বিবলা হিসেবে নির্ধারিত।

১৯৯৫ইং সালের ১৮ই জুন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ জিয়া এর শামনামলে এ ব্যাংক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২২.৭৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২.৬৫ কোটি টাকা। এটি সম্পূর্ণভাবে দেশীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশে ১৯৯৮ইং সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ৫টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক-ই একমাত্র ইসলামী ব্যাংক যার ১০০% মালিকানা বাংলাদেশী। দেশের কতিপয় স্বনামধন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এ ব্যাংকের উদ্যোক্তা ও পরিচালক। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ পরিচালিত হচ্ছে; যারা নিজ নিজ পেশায় অত্যন্ত সুপরিচিত, ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং প্রত্যেকেই হাজী। বিশেষ করে এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ, লেখক, গবেষক, বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশনের প্রাক্তন সফলকাম সচিব, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাবেক ডাইরেক্টর জনাব আলহাজ এ. জেড. এম. শামসুল আলম। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে– আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সামগ্রিক পরিবেশ হবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নাফসানিয়াত বা কোন প্রকার স্বার্থপরতা নয় বরং ত্যাগ ও কুরবানীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করবেন; যে কুরবানী হবে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম কুরবানী তথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবারের কুরবানী।

www.pathagar.com

এ ব্যাংকের লক্ষ্য ও কর্মসূচী কেবলমাত্র আখিরাতের সফলতার নিরিখেই প্রবর্তিত নয়, মানুষের দুনিয়াবী জীবনেও আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনে অংগীকারবদ্ধ। এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার যথাযথ অনুসরণ করে আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংকের পরিবেশগত দিক থেকে এ বাংকের রয়েছে কতকগুলো ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য। যেমন ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাথায় টুপি পরিধান করেন, দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে সবাই সম্মিলিত ভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোচনা (দারস) শুনে মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত কামনা করে কাজ শুরু করেন, সর্বদা ওযুর সাথে থাকার এবং কাজ করার চেষ্টা করেন, নামাযের নির্ধারিত সময়ে আযান হবার সাথে সাথে সবাই জামাআতে নামায আদায় করেন, ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় রয়েছে নামাযের নির্ধারিত স্থান যা কেবলমাত্র নামায ও অন্যান্য নফল ইবাদতের জন্যেই নির্ধারিত রাখা হয়েছে ইত্যাদি। এ ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার অনুকুল পরিবেশ। ব্যাংকের এ সকল বিবিধ বৈশিষ্ট্যের কারণে ইতিমধ্যে ব্যাংক সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করেছে।

এ ব্যাংকের রয়েছে একটি শরীয়া বোর্ড। দেশ বরেণ্য আলেম, ফকীহ, অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদদের নিয়ে শরীয়া বোর্ড গঠিত। ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার জন্যেই এ শরীয়া বোর্ড।

ব্যাংকের নির্বাহী পদটি হচ্ছে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান ইসলামী ব্যাংকারগণ। ১৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, রহমান ম্যানসন, ঢাকাতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিত

'সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ' বাংলাদেশের ৪র্থ ইসলামী ব্যাংক।

এটি ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর শাসনামলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ২২শে নভেম্বর ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুদমুক্ত আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়েই

www.pathagar.com

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের আবির্ভাব। এ ব্যাংকের অন্যতম শ্লোগান হচ্ছে 'দরদি সমাজ গঠনে সমবেত অংশগ্রহণ'। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ একশত কোটি টাকা। এবং পরিশোধিত মূলধন ২০ কোটি টাকা। সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের একটি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক। এ ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের অনুপাত হচ্ছে বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ৪৩%, বিদেশী উদ্যোক্তা ২০%, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ০৫%, এবং সাধারণ জনগণ ৩২%। সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ আনুষ্ঠানিক (Formal), অনানুষ্ঠানিক (Non-Formal) ও ইসলামী স্বেচ্ছামূলক (Islami Voluntary)-এ তিনটি খাতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাংকের রয়েছে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস। দেশ বিদেশের কতিপয় স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের উদ্যোক্তা ও পরিচালক। ব্যাংকের নির্বাহী প্রধানের পদটি হচ্ছে 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টর'। ব্যাংকের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শরীয়তসম্মত পর্যালোচনা ও পরামর্শ দানের জন্যে এ ব্যাংকের রয়েছে একটি শরীয়া বোর্ড। ১৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-য় এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

শাহ্‌জালাল ব্যাংক লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'শাহ্‌জালাল ব্যাংক লিমিটেড' বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ৫ম ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংক ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফি সাধক, মর্দে মুজাহিদ হযরত শাহ্‌জালাল (রহঃ) এর মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক সেবাকে লক্ষ্য রেখে এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে 'শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড'। ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং খ্যাতিমান শিল্পপতি। এ ব্যাংকের রয়েছে ১৯ সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৮০.০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০.৫০ কোটি টাকা। অদূর ভবিষ্যতে প্রাথমিক পর্যায়ে আইপিও এর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ৪১.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

www.pathagar.com

জনগণকে প্রগতিশীল ইসলাম ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুদমুক্ত কল্যাণমুখী ব্যাংকিং সেবা প্রদান, দারিদ্র বিমোচন, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বাংগীন সফলতা অর্জনে সহায়তা করা এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। এছাড়া এ ব্যাংক গতিশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখতে দৃঢ়প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, আপামর জনতার কাছে ইসলামী ব্যাংকের সেবা পৌঁছে দেয়া, ব্যাংকিং এর সর্বক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও নিয়মনীতি সিদ্ধ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, সর্বোপরি শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট জবাবদিহিতা শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড এর অন্যতম মূলনীতি।

এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে এবং বিনিয়োগলব্ধ মুনাফা থেকে আনুপাতিক হারে ব্যাংকে আমানতকারীদেরকে মুনাফা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন, শিল্প বিনিয়োগ, বাণিজ্যে বিনিয়োগ, কর্পোরেট ব্যাংকিং, রিটেল ব্যাংকিং, সিন্ডিকেট বিনিয়োগ, প্রকল্প বিনিয়োগ, কিস্তিতে বিক্রয়, ইজারা বিনিয়োগ, ফোন ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম সুবিধা এবং ইসলামী ক্রেডিট কার্ড। এছাড়া এ ব্যাংকের রয়েছে কতকগুলো আকর্ষণীয় বিশেষ স্কীম।

এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত। এ উদ্দেশ্যে শরীয়াহ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে একটি শরীয়াহ কমিটি। ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী পদটি হচ্ছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, জীবন বীমা ভবন (৬ষ্ঠ তলা), দিলকুশা বাণিজ্যিক এলকায় এবং এর প্রধান শাখা, ৫৮ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত সুদমুক্ত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে, যে কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে কেবলমাত্র সুদ প্রথাকে রহিত করা হলেই বুঝি তা পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান হয়ে যায়; আসলে তা নয়। কেবলমাত্র সুদমুক্ত ব্যাংক মানেই ইসলামী ব্যাংক নয়। ইসলামী ব্যাংককে সুদী লেনদেন পরিহার করার সাথে সাথে এর যাবতীয় কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় এবং করতে বাধ্য থাকে। কেউ যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করে কিংবা প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড-এ ইসলাম শব্দ ব্যবহার করে অথবা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে অনুসরণ করে, আবার কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে উপেক্ষা করে চলে তাহলে সেটিকে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ রূপে ইসলামী প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। অবশ্য কোন প্রতিষ্ঠান যদি তার কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামী শরীয়াকে অনুসরণ করে তাহলে সেটিকে আংশিক ইসলামিক বলা যেতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে এবং সম্পূর্ণরূপে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তখনই হয়, যখন তার কর্মকান্ডের সকল স্তরে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে এবং মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইসলামী ব্যাংকের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের একটি সংজ্ঞা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। ওআইসি কর্তৃক দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী

"Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its Commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of riba on any of its operations."

অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন কানুন ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে মেনে চলে এবং তার যাবতীয় লেনদেনে সুদের আদান প্রদানকে বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্যাংক থেকে কেবল সুদ বর্জন করলেই তা ইসলামী ব্যাংক হয়ে যায় না। বরং ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকান্ড তথা উদ্দেশ্য, পুঁজি সংগ্রহ, অর্থ বিনিয়োগ, ক্রয় বিক্রয়, জমা গ্রহণ, প্রদান, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার, ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে

www.pathagar.com

সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক তার কর্মকান্ডের সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং সকল পর্যায়ে সুদকে পরিহার করতে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক সমূহেরও কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে এবং সেগুলো সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক। কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করা কিংবা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ইসলামী ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। ইসলামী ব্যাংকের যে সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১. সুদ বিহীন ও কল্যাণ মুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
২. অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান কায়িম করা।
৩. লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ করা।
৪. ইসলামী পদ্ধতিতে উৎপাদনশীল ও কল্যাণকর খাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।
৫. ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়িম করা।
৬. জনগণকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।
৭. দারিদ্র বিমোচন তথা গরীব, অসহায়, বেকার ও স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
৮. সমাজের অসহায় ও দরিদ্র লোকদেরকে প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করা।
৯. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখা।
১০. অর্থ ব্যবস্থায় ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব হবার পথ সৃষ্টি না করা।
১১. শ্রমিকের মর্যাদা, অধিকার এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
১২. মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে মুসলিম উম্মার উন্নতি ও সংহতি জোরদারে অবদান রাখা।
১৩. ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সম্পাদন করা।
১৪. ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ এবং শোষণহীন সমাজ গঠনে প্রচেষ্টা চালানো।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলী

সুদী ব্যাংক হতে ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও আই সি) কর্তৃক দেয়া সংজ্ঞা থেকেই ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলী স্পষ্ট হয়ে উঠে। বর্তমান বিশ্বে দুই শতাধিক ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। সকল ইসলামী ব্যাংকের সকল বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী অভিন্ন হলেও প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে ইসলামী ব্যাংক সমূহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

২. ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় লেনদেন ও কর্মকান্ড সম্পূর্ণ সুদমুক্ত।

৩. ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।

৪. ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত।

৫. ইসলামী শরীয়ায় অনুমোদন করে না এমন কোন কর্মকান্ড বা ব্যবসা বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং কোন প্রকার সহযোগিতাও করতে পারে না; যদিও তা লাভজনক খাত হয়ে থাকে।

৬. ইসলামী ব্যাংকের কর্মকান্ড শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে একটি শরীয়া কাউন্সিল।

৭. ইসলামী ব্যাংক মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।

৮. ইসলামী ব্যাংক ইসলামী পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে অর্থ বিনিয়োগ করে।

৯. ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র মুনাফাই অর্জন করে না বরং জনগণের কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

১০. দরিদ্র জনগণকে প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করে এবং যাকাত আদায় করে।

১১. ইসলামী ব্যাংক মানুষকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার না করে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিঃস্ব, গরীব এবং স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

www.pathagar.com

১২. ইসলামী ব্যাংকে ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক; মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সম্পর্ক থাকে অংশীদারিত্বের। এখানে মহাজন-গ্রাহক কিংবা প্রভু-গোলামের মত সম্পর্ক থাকে না।

ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ড

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের জন্যই একটি শরীয়াহ্ বোর্ড রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যেই এ শরীয়াহ্ বোর্ড গঠিত। শরীয়াহ্ বোর্ড অনুমোদন করেনা এমন কোন প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংক কোন অর্থ বিনিয়োগ করে না। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্যেই এ শরীয়াহ্ বোর্ড গঠিত হয়।

ইসলামী ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্য-নিবার্হে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেসব বিষয়ে শরীয়াহ্ সম্মত পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জন্যে শরীয়াহ্ বোর্ডের নিকট পেশ করা হয়। শরীয়াহ্ বোর্ড ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সে সকল বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত পেশ করে থাকে। শরীয়াহ্ বোর্ডের মনোনীত মুরাকিবগণ (অডিটর) প্রয়োজনমত বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম অডিট করেন এবং রির্পোট পেশ করেন। দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম, ফকীহ্, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের নিয়ে শরীয়াহ্ বোর্ড গঠিত হয়ে থাকে। ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্যগণ কেবলমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়েই পন্ডিত নন; বরং আমল, আখলাক, খোদাভীতি ও পরহেজগারির দিক দিয়েও সর্বজন মহলে স্বীকৃত ও আস্থাভাজন।

ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডের কোন সদস্যই ব্যাংকের কর্মকর্তা নন। ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেন।

ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

কেউ কেউ মনে করেন ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের লেনদেনের মধ্যে তো তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আসলে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের লেনদেন, বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে বাহ্যিক তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও, এ দু'য়ের কার্যক্রমের নীতিমালা, পদ্ধতি ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে বহু পার্থক্য। নিম্নে মাত্র কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক	সূদী ব্যাংক
১. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্ম পদ্ধতির সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকান্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইসলামী ব্যাংকে সুদের কোন অস্তিত্ব নেই।	১. সুদী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার কর্মকান্ডের সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। সুদই হচ্ছে তাদের আয়ের প্রধান উৎস এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মূলমন্ত্র।
২. ইসলামী ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে না, বরং পণ্যের ব্যবসা করে। ইসলামী ব্যাংকে নগদ অর্থ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং নগদ অর্থকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	২. সুদী ব্যাংক নির্দিষ্ট হার সুদে অর্থের ব্যবসা করে অর্থাৎ অর্থকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে।
৩. ইসলামী ব্যাংক সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার নির্দেশাবলী পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকে। এতদুদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকে একটি তদারককারী শরীয়া বোর্ড থাকে। শরীয়া অনুমোদন করে না এমন কোন কাজে হাত দেয়া ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব নয়।	৩. সুদী ব্যাংকের অস্তিত্ব যেহেতু সুদের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং সেখানে শরীয়া বোর্ড থাকার কোন প্রশ্নই আসে না।
৪. ইসলামী ব্যাংকের মূখ্য উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করা নয়। ইসলামী ব্যাংক-কে সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাই লাভজনক হলেও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর এমন কোন খাতে ইসলামী ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।	৪. সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দিতে সুদী ব্যাংকগুলো বাধ্য নয়। এ ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ। সুদসহ মূলধন ফেরত আসবে কিনা, এটাই তাদের দেখার বিষয়। সেখানে হালাল হারামের প্রশ্ন অবান্তর।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক	সুদী ব্যাংক
৫. ইসলামী ব্যাংক আসলের অতিরিক্ত কোন অর্থ পাবার উদ্দেশ্যে কাউকে কোন নগদ অর্থ লোন বা ঋণ হিসেবে প্রদান করে না। কারণ লোন বা ঋণের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে ঋণদাতা ঋণ-গ্রহীতার নিকট থেকে কেবল আসল ফেরত নিবে, চুক্তির ভিত্তিতে আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়া যাবে না। আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়ার ইচ্ছে থাকলে ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ অর্থের সাহায্যে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় (ব্যবসা) করতে হবে।	৫. সুদী ব্যাংক আসলের অতিরিক্ত কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট হার সুদে নগদ অর্থ লোন বা ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সুদী ব্যাংক কোন ধার ধারে না, বরং সুদসহ আসল ফেরত পাবে এটাই তাদের হিসাব।
৬. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অংশীদারী কারবারে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব থাকে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে ব্যবসার লাভ লোকসানে অংশ নেয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসার সকল দায়-দয়িত্ব ও লোকসানের বোঝা বিনিয়োগ গ্রহীতার উপর ছেড়ে দেয় না; বরং ইসলামের বিধান অনুযায়ী লোকসানেরও বোঝা বহন করে।	৬. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ব্যাংক সুদসহ আসল পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়। ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব ও লোকসানের বোঝা ঋণগ্রহীতাকে একাই বহন করতে হয়। ব্যাংক কোন দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না। ঋণ গ্রহীতার-লোকসানের দিকে সুদী ব্যাংক আদৌ কোন নজর দেয় না।
৭. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ-কৃত মূলধনের নিরাপত্তা এবং সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে ব্যবসায়ে লাভের জন্যে এবং লোকসানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ব্যাংক বিশেষজ্ঞগণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।	৭. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় মূলধন পূর্ণ নিরাপদ এবং সুদের মাধ্যমে আয়ের বৃদ্ধিও সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত। ব্যাংক আমানতের উপর কম হারে সুদ দেয় এবং ঋণের উপর অধিক হারে সুদ নেয়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক	সুদী ব্যাংক
৮. ইসলামী ব্যাংক অর্থ জমাদান-কারীদেরকে কোন নির্দিষ্ট লাভ প্রদানের অগ্রিম বাণী শুনায় না। ব্যাংক জমাকারীদের অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করে থাকে, তার থেকে একটি অংশ বা হার (পূর্ব শর্তানুযায়ী) জমা- দানকারীদেরকে প্রদান করে থাকে।	৮. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে। ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে অধিক হারে সুদ নেয় এবং তার থেকে কম হারে আমানতকারীদেরকে সুদ প্রদান করে থাকে।
৯. ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদের বিনিময়ে টাকা খাটায় না। বরং ব্যাংক নিজে কিংবা উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে এবং ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসার মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করে থাকে।	৯. সুদী ব্যাংকসমূহের আসল এবং প্রধান কাজ হলো সুদের বিনিময়ে টাকা খাটানো। ব্যাংক সাধারণত নিজে কোন ব্যবসা করে না বরং ব্যবসায়ীদেরকে সুদের বিনিময়ে মূলধন সরবরাহ করে থাকে।
১০. ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর নির্দেশিত পথে সমাজ থেকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা।	১০. সাধারণ মানুষের সেবা ও কল্যাণে কাজ করা সুদী ব্যাংকগুলো বাধ্য নয়। অর্থের ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নেই এর কার্যক্রম প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ।
১১. ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো পণ্য বিক্রেতা ও ক্রেতার এবং ব্যবসার লাভ-লোকসানের অংশদারিত্বের।	১১. সুদী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক থাকে মহাজন খাতকের এবং সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার।
১২. ইসলামী ব্যাংক নিজেকে সমাজ সংগঠনের একটি অংশ মনে করে। ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা।	১২. সুদী ব্যাংকের এ ধরনের তেমন কোন আগ্রহ নেই। কারণ এ বিষয়ে সুদী ব্যাংক বাধ্য নয়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক	সুদী ব্যাংক
১৩. ইসলামী ব্যাংক নিজের এবং অন্যের যাকাত, সাদাকা ও অনুদানের অর্থ পরিকল্পিতভাবে আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করে।	১৩. সুদী ব্যাংক আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় কাজ করতে পারে বটে। তবে এ ধরনের কোন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য থাকে না।
১৪. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো পণ্য কেনা বেচার সাথে সম্পৃক্ত। এখানে বিনিয়োগ গ্রাহককে কোনক্রমেই নগদ অর্থ প্রদান করা হয় না।	১৪. সুদী ব্যাংকগুলো পণ্য কেনাবেচা করতে বাধ্য নয়। এখানে গ্রাহক/ঋন গ্রহীতাদের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।
১৫. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ তথা পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একবার মুনাফা ধার্য করার পর তা মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে ব্যাংক দ্বিতীয়বার কোন মুনাফা ধার্য্য করতে পারে না। কারণ ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের মূল্য গ্রাহক/ক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। আর ঋণের উপর সময়ের ব্যবধানে অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থই হচ্ছে সুদ আদায় করা। ফলে কোন বিনিয়োগ হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলে ইসলামী ব্যাংক আর্থিক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই কোন বিনিয়োগ হিসাব যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয় সে জন্যে পূর্ব হতেই ব্যাংক কর্মকর্তাদের সতর্কতা অবলম্বনসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।	১৫. সুদী ব্যাংকের কোন হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে তারা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে থাকে। ফলে কোন হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তাদের কোন অসুবিধা ও চিন্তা থাকে না। কারণ অতিরিক্ত সময়ের জন্যে তারা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নির্ধারিত অধিক হারে সুদ আদায় করবে এটাই তাদের প্রধান হিসাব। **এটিই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান পার্থক্য।**

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কেন

বর্তমান বিশ্বে আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেউ কেউ হয়তো মনে করে থাকবেন যে, বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে বহু সংখ্যক ব্যাংক রয়েছে। এ সকল ব্যাংকগুলোর মাধ্যমেই তো মানুষ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের আবার কি প্রয়োজন আছে? এ প্রসংগে বলা যায় যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূল (সাঃ) জীবন বিধান দিয়েছেন যা মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান তথা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কায়িম করতে হলে ইসলামী ব্যাংকের অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে এবং তা অপরিসীম। ইসলামী ব্যাংকিং হলো ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি প্রধান দিক। বর্তমান বিশ্বে অন্তহীন সমস্যার উৎস হলো অর্থনীতি। দারিদ্র, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, শোষণ, জুলুম, শ্রেণীগত সংঘাত এসবের ক্রমবর্ধমান চাপে বিশ্ব মানবতা আজ আর্তনাদ করছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র কিংবা মানব রচিত অন্য কোন অর্থ ব্যবস্থাই মানবতার এ করুণ আর্তনাদকে স্তিমিত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ নিশ্চিত করতে পেরেছে আল্লাহ পাকের নির্দেশিত ও মহানবীর (সাঃ) প্রবর্তীত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থারই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

বর্তমান সভ্যতায় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাংক ব্যতীত আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক লেনদেন কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুদী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হচ্ছে না-তা নয়। তবে উপকৃত হবার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্থই হচ্ছে অধিক। ব্যাংকগুলো থেকে যদি সুদ প্রথাটি রহিত করা হয় তাহলেই ব্যাংকগুলো মানুষের জন্যে প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কুফল। সুদ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলামে সর্বপ্রকার সুদকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং শর'য়ী কারণ ছাড়াও মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিবিধ কারণে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন কেন এর কয়েকটি দিক নিম্নে অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

www.pathagar.com

ক. ইসলামী ব্যাংক সুদকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলে।

খ. ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষ সুদের পাপ এবং কুফল থেকে বাঁচতে পারে এবং হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করতে পারে।

গ. বেকারত্ব ও দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে বেকারত্ব হ্রাস করতে পারবে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংক লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বে অর্থ বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ ব্যবসা করে।

চ. অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে আদল ও ইনসাফ কায়েমে প্রচেষ্টা চালায়।

ছ. সম্পদকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করে।

জ. ইসলামী ব্যাংক উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা দান করে এবং মজুদদারী ও মুনাফাখোরী প্রতিরোধে কাজ করে।

ঝ. গরীব জনগণকে জরুরী প্রয়োজনে লাভ মুক্ত ঋণ (কর্জে হাসানা) প্রদান করে এবং সুদের হাত থেকে রক্ষা করে।

ঞ. ইসলামী ব্যাংক দক্ষ হাতে মূলধন অর্পণ করে এবং মানুষের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে।

ট. মানুষকে সহনশীল হতে শিক্ষা দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে।

ঠ. ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়িমে প্রচেষ্টা চালায়। ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন অত্যধিক।

ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী

ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকগুলোর মত যাবতীয় ব্যাকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এ যে, সুদী ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরীয়াহ্ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক তার যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করে এবং করতে বাধ্য থাকে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক তার ব্যাংকিং

www.pathagar.com

কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজেও অংশগ্রহণ করে।

ইসলামী ব্যাংক যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে তা হচ্ছে–

১. আমানত গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং পুঁজি গঠন করা।
২. ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।
৩. বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় কার্যক্রম সম্পাদন করা।
৪. যাবতীয় ব্যাংকিং সেবা তথা টিটি, ডিডি, পে-অর্ডার ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা।
৫. জনগণ/গ্রাহকদের মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও দলিলপত্র নিরাপদ সংরক্ষণের জন্যে লকার সুবিধা প্রদান করা।
৬. যাকাত তহবিল গঠন করে তা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে বিতরণ করা।
৭. সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।
৮. অসহায় ও গরীব লোকদের প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করা।
৯. অর্থনৈতিক অন্যান্য কার্যাবলী।

ইসলামী ব্যাংকের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণ- মূলক কাজেও আংশগ্রহণ করে। কারণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মানবতার সেবা তথা অসহায়, গরীব ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির কল্যাণ সাধনের জন্যে যথেষ্ট তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিছু বাণী নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাটে, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবে, এটা সেই অপরাধের শাস্তি যা তোমরা নিজেদের জন্যে পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা তার স্বাদ আস্বাদন কর যা তোমরা নিজেরাই পুঞ্জীভূত করেছিলে। – সূরা তওবা ঃ ৩৪-৩৫

সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আর্বর্তিত না হয়।

– সূরা হাশর ঃ ৭

যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

– সূরা বাকারা ঃ ২৬১

www.pathagar.com

তাদের ধনসম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের অধিকার।

– সূরা যারিয়াত ঃ ১৯

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যাকাত ও দান খয়রাত আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপন করে এবং অপমৃত্য রোধ করে।

– সহীহ তিরমিজি

সুদী ব্যাংকগুলো সমাজের দরিদ্র ও অভাবী লোকদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। তাও খুব কম সংখ্যক দরিদ্র লোকই এ ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। ইসলামে ঋণের বিধান হচ্ছে, দেয় ঋণের অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করা যাবে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "এমন কে আছে, যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা অর্থাৎ উত্তম ঋণ দিবে। এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।" – সূরা হাদীদ ঃ ১১

তাই ইসলামী ব্যাংক সমূহ সমাজের দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ, অসহায় লোকদেরকে প্রয়োজন পূরণার্থে কর্জে হাসানা অর্থাৎ সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। কর্জে হাসানা প্রদান করার সময়ই ঋণ পরিশোধের তারিখ, স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

ব্যাংক যাকাত তহবিল গঠন করে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে সমাজের গরীব, অভাবী, ইয়াতীম ও দুঃস্থ লোকদের কল্যাণে ব্যয় করে। এছাড়া ব্যাংক দ্বীনী জনকল্যাণমূলক আরো বহু খাতে যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীম খানা, হাসপাতাল, রাস্তা নির্মাণ, বন্যার্ত ও দুর্গত এলাকায় প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস

ইসলামী ব্যাংক কাউকে কোন প্রকার সুদ দেয় না এবং কারো নিকট থেকে সুদ গ্রহণও করে না। যেহেতু ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সেহেতু ইসলামী ব্যাংকের প্রশাসনিক খরচ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহ এবং আমানতকারীদের মুনাফা প্রদানের জন্যে ইসলামী ব্যাংককে অবশ্য আয় করতে হয়।

ইসলামী ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎসগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মুরাবাহা নীতিমালার ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়।

(খ) বাই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয়।

www.pathagar.com

(গ) বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত আয়।
(ঘ) বাই মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয়।
(ঙ) বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয়।
(চ) নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয়।
(ছ) হায়ার পারচেজ (ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়) পদ্ধতিতে ও অন্যান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত আয়।
(জ) আমদানি বাণিজ্য (এল সি খোলা) হতে প্রাপ্ত কমিশন/মুনাফা।
(ঝ) রপ্তানি বাণিজ্য (Export) হতে প্রাপ্ত কমিশন/মুনাফা।
(ঞ) ফরেন রিমিটেন্স তথা ফরেন টিটি, ডিডি, ইত্যাদি ইস্যুকরণ ও ভাঙ্গানো হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ/কমিশন।
(ট) বৈদেশিক মুদ্রা ও ট্রাভেলার্স চেক ক্রয় বিক্রয় হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ/কমিশন।
(ঠ) জেনারেল ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম তথা পে-অর্ডার, ডিডি, টিটি ইত্যাদি ইস্যুকরণ এবং টিটি, ডিডি, পে-অর্ডার, চেক ইত্যাদির অর্থ কালেকশন বাবদ প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ/কমিশন।

উল্লেখ্য যে, কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বা কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করা ইসলামী শরীয়ায় অনুমোদিত। তাই ইসলামী ব্যাংক সমূহ সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎস

সুদী ব্যাংকগুলো সুদ প্রদানের ভিত্তিতে পুঁজি (Deposit) সংগ্রহ করে থাকে। জনগণ সুদ পাবার আশায় তাদের আয়ের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে। তাই অনেকে মনে করেন যে, ব্যাংক থেকে সুদ প্রথা রহিত করা হলে জনগণ ব্যাংকে অর্থ জমা রাখবে না; ফলে পুঁজি সংগ্রহ বিঘ্নিত হবে। আসলে এরূপ ধারণা ঠিক নয়। ব্যাংক থেকে সুদ প্রথা তুলে দিয়ে যদি ইসলামী পদ্ধতিতে পুঁজি (Deposit) সংগ্রহ করা হয় তাহলে ব্যাংকে জমার পরিমাণ কমবে না বরং দিন দিন বাড়বে। কারণ সুদী ব্যাংকগুলোতে সুদের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে; কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। ফলে ইসলামী ব্যাংকে লোকসানের যেমন ঝুঁকি থাকে, তেমনি অধিক লাভ পাবারও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই জনগণ অধিক লাভ পাবার আশায় ব্যাংকে বেশী করে সঞ্চয় বা জমা করার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায় যাতে

www.pathagar.com

লোকসান বা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে জন্যে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং সৎ ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করবে এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানসহ ব্যবসা তদারক করবে। বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলোই এর বাস্তব প্রমাণ।

ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উৎস হতে প্রয়োজনীয় পুঁজি (Deposit) সংগ্রহ করে থাকে। যেমন–

১. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব (Al Wadiah Current Deposit Account)
২. সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Deposit Account)
৩. বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Special Mudarabah Deposit Account)
৪. সাধারণ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Terms Deposit Account)
৫. বিশেষ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব (Special Mudarabah Terms Deposit Account)
৬. মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব (Mudarabah Short Notice Deposit Account)
৭. অন্যান্য জমা হিসাব (Others Savings Deposit Account)
৮. শেয়ার মূলধন (Share Capital)
৯. ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল (Own capital)
১০. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ
১১. ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল (Resurve Fund)

আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব
(Al-wadiah Current Deposit Account)

ইসলামী ব্যাংক সমূহ আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে চলতি হিসাব খোলার মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করে থাকে। আল ওয়াদিয়া হচ্ছে ব্যবহারের অনুমতি লাভসহ আমানত রাখা। এ পদ্ধতিতে একাউন্ট হোল্ডার বা অর্থ জমাদানকারী 'যখন চাবে তখনই ফেরত দেয়া হবে' এ শর্তে ইসলামী ব্যাংক অর্থ জমা রাখে এবং একাউন্ট খোলার সময়ই ব্যাংক জমাকৃত অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করে।

প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান স্বীয় নামে চলতি হিসাব খুলে অর্থ

www.pathagar.com

জমা রাখতে পারে এবং অফিস চলাকালীন নির্ধারিত সময়ে যতবার ইচ্ছে যতটাকা ইচ্ছে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে পারে।

চলতি হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক স্বীয় প্রয়োজন ও ইচ্ছেমত বিনিয়োগ করতে পারে। এতে কোন লোকসান হলে কিংবা জমাকৃত অর্থ চুরি হলে ব্যাংক একাই সম্পূর্ণ লোকসান বা ক্ষতি বহন করে। জমাকারীকে কোন লোকসান বা ক্ষতি বহন করতে হয় না। কারণ আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। আর ঋণ সর্বাবস্থায়ই পরিশোধযোগ্য। সুতরাং চলতি হিসাবে জমা গ্রহণের শর্ত অনুযায়ী জমাকারী যখনই চাবে তখনই ব্যাংক জমাকারীকে জমাকৃত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এ পদ্ধতি জমাকারীর জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

অপরদিকে এ অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক যদি কোন মুনাফা অর্জন করতে পারে তাহলে মুনাফার কোন অংশ জমাকারীদেরকে দেয়া হয় না। কারণ ঋণের ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক ঋণের (মূলধনের) অতিরিক্ত যা কিছু দেয়া হয় তা সুদ। তাই ব্যাংক একাই মুনাফা ভোগ করে থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে জমাকারীগণকে কোন লোকসান বহন করতে হয় না। কাজেই মুনাফায়ও অংশীদার হতে পারে না। আল ওয়াদিয়া নীতিমালায় জমাকারীর জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে এবং চাওয়া মাত্রই ফেরত পাবার পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করে। এটিই হচ্ছে চলতি হিসাব পরিচালনাকারীদের লাভ।

সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
(Mudarabah Deposit Account)

ইসলামী ব্যাংক সমূহ মুদারাবা মুতলাক নীতিমালার ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে জনগণের অর্থ জমা গ্রহণ করে থাকে। এ অর্থ ব্যাংক স্বীয় ইচ্ছে মত শরীয়া সম্মত যে কোন কারবারে বিনিয়োগ করতে পারে। প্রকল্প/কারবার নির্দিষ্ট থাকে না। এ পদ্ধতিতে হিসাব খোলার সময়ই ব্যাংক একাউন্ট হোল্ডার তথা অর্থ জমাকারীদের নিকট হতে বিনিয়োগের সে অনুমতি লাভ করে থাকে। এ ধরনের হিসাবে অর্থ জমা রাখার কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না। মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থ জমা রাখার ক্ষেত্রে একাউন্ট হোল্ডার তথা অর্থ জমাকারীদেরকে বলা হয় 'সাহিব আল-মাল' এবং ব্যাংক-কে বলা হয় 'মুদারিব'। এটি এক প্রকারের মুনাফায় অংশীদারী কারবার। বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করে থাকে তা পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও অর্থ জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। জমাকারীদের মুনাফার অংশ তাদের জমাকৃত অর্থের অনুপাতে প্রত্যেক

www.pathagar.com

জমাকারীকে প্রদান করা হয় অর্থাৎ জমাকারীদের একাউন্টে লাভের টাকা জমা করে দেয়া হয়। প্রতি বছর দুই বার তথা জুন এবং ডিসেম্বর মাসে লাভের টাকা ভাগ করে দেয়া হয়।

আর যদি ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে ব্যাংক কোন লোকসান বহন করে না এবং ব্যাংক কোন পারিশ্রমিকও পায় না। ব্যাংকের শ্রম বৃথা যায়। আর শ্রম বৃথা যাওয়াই ব্যাংকের লোকসান। সাহিব আল মাল হিসেবে একাউন্ট হোল্ডার তথা জমাকারীদেরকেই সম্পূর্ণ লোকসান বহন করতে হয় এবং লোকসানের টাকা একাউন্ট হোল্ডারদের মধ্যে তাদের জমাকৃত অর্থের অনুপাতে ভাগ করে দেয়া হয়। তবে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসতর্কতা, দায়িত্বহীনতা বা ভুলের কারণে যদি ব্যবসায় লোকসান হয়ে থাকে তাহলে ব্যাংকই লোকসান বহন করে। একাউন্ট হোল্ডারদের উপর লোকসান চাপিয়ে দেয়া হয় না।

মনে রাখতে হবে যে, মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের ন্যায় একাউন্ট হোল্ডারদের সুনির্দিষ্ট মুনাফা প্রদানের কোন অগ্রিম বাণী শুনায় না এবং জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ফেরত দেয়ার কোন নিশ্চয়তাও প্রদান করে না। বরং বিনিয়োগের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হয় চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফা ব্যাংক ও জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়; আর বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক যদি কোন মুনাফা অর্জন করতে না পারে তাহলে অর্থ জমাকারীদের কোন লভ্যাংশ দেয়া হয় না এবং ব্যাংকও কোন লভ্যাংশ পায় না। ব্যবসায় যাতে কোন লোকসান না হয় সে ব্যাপারে ব্যাংক অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে অর্থ জমা করা যায়। এ হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত বা নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়; যা হিসাব খোলার সময়ই একাউন্ট হোল্ডার মেনে চলবে বলে অঙ্গীকার প্রদান করে।

বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
(Special Mudarabah Deposit Account)

ইসলামী ব্যাংক বিশেষ কোন প্রকল্পে বা কারবারে বিনিয়োগ করার জন্যে মুদারাবা মুক্বাইয়াদাহ নীতিমালার ভিত্তিতে বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকে। বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের সুনির্দিষ্ট কোন

www.pathagar.com

মেয়াদের শর্ত থাকে না; কিন্তু প্রকল্প বা কারবারের শর্ত থাকে এবং প্রকল্প বা কারবারের ধরন, প্রকৃতি, আকৃতি, স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট থাকে। বিশেষ কোন প্রকল্পের জন্যে তহবিল গঠন করার প্রয়োজন হলেই কেবল ব্যাংক এ হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করে থাকে। কারবারের মুনাফা বন্টনের অনুপাত পূর্বেই নির্ধারিত হয়। কারবারে মুনাফা হলে পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও অর্থ জমাকারীদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করা হয়। আর লোকসান হলে সাহিব আল মাল হিসাবে অর্থ জমাকারীদেরকেই সম্পূর্ণ লোকসান বহন করতে হয়। লোকসানের টাকা অর্থ জমাকারীগণ তাদের জমাকৃত অর্থের অনুপাতে বহন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কিছুই পায় না। ব্যবসায় ব্যাংকের শ্রম, সময় বৃথা যায়।

বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে যে কারবার বা প্রকল্পের জন্যে অর্থ জমা নেয়া হয়, একাউন্ট হোল্ডার বা অর্থ জমাকারীগণ কেবল সেই প্রকল্পেরই লাভের অংশীদার হয়, আর লোকসান হলে লোকসান বহন করে। ব্যাংকের অন্যান্য ব্যবসার লাভ ক্ষতিতে তাদের কোন দায় দায়িত্ব থাকে না।

নির্দিষ্ট প্রকল্প বা কারবার শেষ হলে কিংবা শেষ হবার পূর্বেই জমাকারীদের অর্থের প্রয়োজন হলে অর্থ জমাকারীগণ চুক্তি মোতাবেক নোটিশ দিয়ে প্রাপ্ত মুনাফাসহ তাদের টাকা ফেরত নিতে পারে। আর লোকসান হলে জমাকৃত অর্থের অনুপাতে লোকসান বাদ দিয়ে তাদের টাকা উঠায়ে নিতে পারে।

সাধারণ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব
(Mudarabah Term Deposit Account)

ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা মুক্বাইয়াদা নীতিমালার ভিত্তিতে সাধারণ মেয়াদী মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে অর্থ জমা রাখে এবং পুঁজি গঠন করে। এ ধরনের হিসাবে ব্যবসা বা প্রকল্পের ধরন, প্রকৃতি, আকৃতি ইত্যাদি নির্ধারিত থাকে না; কিন্তু জমার মেয়াদ নির্ধারিত থাকে। হিসাব খোলার সময়ই জমার মেয়াদ নির্ধারণ করে নেয়া হয়। যেমন ব্যাংক সাধারণত ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ১ বছর, ২ বছর, ৩ বছর ইত্যাদি মেয়াদে অর্থ জমা রাখে। মেয়াদী মুদারাবা হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট কি পরিমাণ টাকা কত সময়ের জন্যে থাকবে তা জানা থাকে বলে ব্যাংক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের জন্যে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য বিনিয়োগ হতে মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা থাকে। বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। আর

www.pathagar.com

লোকসান হলে সাহিব আল মাল হিসেবে লোকসানের সম্পূর্ণ অর্থ জমাকারীদেরকে বহন করতে হয়। অর্থ জমাকারীগণ তাদের জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কিছুই পায় না। ব্যাংকের শ্রম, মেধা, সময় সবকিছুই বৃথা যায়।

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে নির্ধারিত মেয়াদে অর্থ জমা রাখা যায়। এ হিসাবে কোন চেক বই দেয়া হয় না। তবে মেয়াদী মুদারাবা জমার সার্টিফিকেট দেয়া হয়। জমাকারী পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে অর্থ তুলে নিতে পারে না। মেয়াদ শেষ হবার পর মুনাফাসহ বা লোকসান হলে আনুপাতিক লোকসান বাদে সম্পূর্ণ অর্থ তুলে নিতে পারে। এছাড়া নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার পর মুদারাবা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। জমাকারী ইচ্ছে করলে নতুন করে আবার নির্ধারিত মেয়াদে অর্থ জমা রাখার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে।

নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে জমাকারীর অর্থ ফেরত নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন হলে চুক্তি মোতাবেক নোটিশ দিয়ে জমাকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গের কারণে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জিত নাও হতে পারে। ফলে পূর্বের চুক্তি মোতাবেক সাধারণ মুদারাবা হিসাবে (Mudarabah Deposit Account) দেয় মুনাফার হারে জমাকারীকে মুনাফা প্রদান করা হয়ে থাকে। আর লোকসান হলে লোকসানও বহন করতে হয়।

বিশেষ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব
(Special Mudarabah Term Deposit Account)

সুনির্দিষ্ট প্রকল্প বা ব্যবসায় সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা মুক্বাইয়াদা নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থ জমা গ্রহণ করে থাকে। এ অর্থ বিনিয়োগের জন্যে প্রকল্পও সুনির্দিষ্ট থাকে এবং মেয়াদও সুনির্দিষ্ট থাকে। সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্যে নির্ধারিত মেয়াদে তহবিল গঠন করার প্রয়োজন হলেই কেবল ব্যাংক এ হিসাবে অর্থ জমা গ্রহণ করে তহবিল গঠন করে থাকে। বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চুক্তির শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক এবং অর্থ জমাকারীদের মধ্যে ভাগ করা হয়। আর যদি লোকসান হয় তাহলে ব্যাংকের শ্রম, সময়, মেধা সবকিছুই বৃথা যায় এবং লোকসানের সম্পূর্ণ অর্থ জমাকারীদেরকে তাদের জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়। প্রকল্পের কাজ ও মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে মুদারারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। জমাকারী ইচ্ছে করলে নতুন করে নির্দিষ্ট কোন মেয়াদে অন্য কোন প্রকল্পের জন্যে অর্থ জমা করতে পারে।

www.pathagar.com

এ হিসাবের মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে জমাকারী সাধারণতঃ তার জমাকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারে না। তবে বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে চুক্তি মোতাবেক নোটিশ দিয়ে টাকা ফেরত নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি ভংঙ্গের কারণে তার কাঙ্খিত মুনাফা অর্জিত নাও হতে পারে।

মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব
(Mudarabah Short Notice Deposit Account)

ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা মুতলাক নীতিমালার ভিত্তিতে বিশেষ নোটিশ জমা হিসাব খুলে জনগণের অর্থ জমা নিয়ে পুঁজি গঠন করে। এ হিসাবে চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী নোটিশ দিয়ে একাধিকবার টাকা উত্তোলন করার ব্যবস্থা থাকে। ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করে তা চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও জমাকারীদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া হয়। আর লোকসান হলে জমাকারীগণ তা বহন করে। এ ধরনের হিসাব পরিচালনায় একাউন্ট হোল্ডারদেরকে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়।

অন্যান্য জমা হিসাব
(Others Savings Deposit Account)

ইসলামী ব্যাংক সময় ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আল ওয়াদিয়া, মুদারাবা, মুশারাকা ইত্যাদি নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন নামে হিসাব খুলে জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংকেই নিজস্ব কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ব্যবস্থা আছে। এ সকল হিসাবে অর্থ জমা নিয়ে ব্যাংক তার তহবিল গঠন করে থাকে। যেমন–

ক) আল আরাফাহ্ হজ্ব একাউন্ট প্রকল্প,
খ) মাসিক জমা ভিত্তিক মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প,
গ) মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক মেয়াদী জমা হিসাব,
ঘ) উচ্চ শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প,
ঙ) বিবাহ্ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রকল্প,
চ) মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড,
ছ) আল আরাফাহ্ এককালীন হজ্জ্ব জমা হিসাব,
জ) সঞ্চয় বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদি।

www.pathagar.com

শেয়ার মূলধন (Share Capital)

ব্যাংক তার পুঁজি গঠনের জন্যে ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে শেয়ার বিলি করে। শেয়ার বিলির মাধ্যমে যে মূলধন সংগৃহীত হয় তাকে শেয়ার মূলধন বলে। শেয়ার হোল্ডারগণ ব্যাংকের লাভ-লোকসানে অংশীদার হয়। ব্যাংকের উদ্যোক্তা পরিচালকগণ এ অর্থের যোগান দিয়ে থাকেন।

ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল (Own Capital)

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকেরই নিজস্ব কিছু অর্থ থাকে যা ব্যাংকের নিজস্ব পুঁজি হিসেবে গণ্য হয়। ব্যাংকের উদ্যোক্তা পরিচালকগণ এ অর্থের যোগান দিয়ে থাকেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ

ইসলামী ব্যাংক সমূহ কখনো লিক্যুইডিটির সমস্যায় পড়লে তা দূর করার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা অন্যান্য ব্যাংক থেকে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সাময়িক ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক এ সকল ঋণ ইসলামী পদ্ধতিতে গ্রহণ করে থাকে।

সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম

কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বা কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করা ইসলামী শরীয়ায় অনুমোদিত। তাই ইসলামী ব্যাংক সমূহ তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা, অফিস ভাড়া, পানি, বিদ্যুত ও প্রশাসনিক অন্যান্য ব্যয় ভার নির্বাহের জন্যে সাভিস চার্জ বা কমিশনের ভিত্তিতে টি টি, ডি ডি, পে-অর্ডার, চেক ইত্যাদি ইস্যু করণ ও অর্থ কালেকশন সহ যাবতীয় ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব এবং ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য

কেউ কেউ মনে করেন, সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account) আর ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Deposit Account) তো একই জিনিস। কারণ সুদী ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়ে থাকে; আর ইসলামী ব্যাংক সমূহ প্রায় একই হারে বা কিছু কমবেশী হারে মুনাফা দিয়ে থাকে। এছাড়া সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে এবং ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করার নিয়মকানুনতো একই রকম দেখা যায়।

www.pathagar.com

আসলে সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account) আর ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Deposit Account) এর পরিচালনার নিয়মকানুন বাহ্যিক ভাবে দেখতে প্রায় একই রকম মনে হলেও, উভয়ের মৌলিক নীতিমালায় রয়েছে অনেক পার্থক্য। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব	ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
১. সুদী ব্যাংকগুলো মূলধনের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের শর্তে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে জনগণের অর্থ সংগ্রহ করে।	১. ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ডিপোজিটরদেরকে তাদের মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদানের কোন অগ্রিম বাণী শুনায় না।
২. সুদী ব্যাংকে ডিপোজিটরগণ নির্ধারিত হারে সুদ প্রাপ্তির পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করে।	২. ইসলামী ব্যাংকে ডিপোজিটরগণ সুনির্দিষ্ট হারে কোন মুনাফা লাভের নিশ্চয়তা লাভ করে না। মুনাফার হার থাকে অনির্ধারিত।
৩. ডিপোজিটরদেরকে কোন প্রকারের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। মেয়াদান্তে তারা তাদের নির্ধারিত সুদ পেয়ে যায়।	৩. ডিপোজিটরদেরকে ঝুঁকি বহন করতে হয়। মুনাফার পরিমাণ কাঙ্খিত মুনাফার চেয়ে কম বেশী হতে পারে; আবার লোকসানও হতে পারে।
৪. সুদী ব্যাংকগুলো বেশী পরিমাণ লাভ করতে পারলেও ডিপোজিটরগণ বেশী হারে সুদ পায় না। তাদের পাওয়ার পরিমাণ নির্ধারিত।	৪. ইসলামী ব্যাংকগুলো জমাকৃত অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বেশী পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারলে ডিপোজিটরগণও এর অংশীদার হয়।
৫. ব্যাংক লোকসান দিলে ডিপোজিটরগণ কোন লোকসান বহন করে না। ব্যাংক একাই লোকসান বহন করে। আর ডিপোজিটরগণ পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ লাভ করে।	৫. ব্যাংক লোকসান দিলে ডিপোজিটরগণ সাহিব আল মাল (পুঁজির মালিক) হিসেবে মুদারাবা নীতিমালা অনুযায়ী লোকসান বহন করে।

www.pathagar.com

সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব	ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
৬. সুদী ব্যাংকে একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও ডিপোজিটরদের মধ্যে সম্পর্ক হয় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার সম্পর্ক এবং সুদ দাতা ও সুদ গ্রহীতার সম্পর্ক।	৬. ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও ডিপোজিটরদের মধ্যে সম্পর্ক হয় উদ্যোক্তা (মুদারিব) এবং পুঁজির মালিক (সাহিব আল মাল) এর সম্পর্ক এবং লাভে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক।
৭. এ পদ্ধতি ইসলামে হারাম ।	৭. এ পদ্ধতি ইসলামে হালাল।

সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ও মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাবের (MTDR) মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব
১. সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে আমানতের নির্ধারিত কোন মেয়াদ থাকে না।	১. মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাবে আমানতের মেয়াদ থাকে নির্ধারিত।
২. সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে যতবার যত টাকা ইচ্ছে জমা করা যায়।	২. মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাবে অর্থ এককালীন জমা করতে হয়।
৩. এ হিসাব খোলার জন্যে নিয়ম অনুযায়ী দু'কপি পাস পোর্ট সাইজের ছবির প্রয়োজন হয়।	৩. এ হিসাব খোলার জন্যে ডিপোজিটরদের কোন ছবির প্রয়োজন হয় না।
৪. এ হিসাব খোলার জন্যে পরিচিতি-দানের (Introducer) প্রয়োজন হয়।	৪. কোন পরিচিতিদানের (Introducer) প্রয়োজন হয় না।
৫. এ ধরনের হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের জন্যে চেক বই প্রদান করা হয়।	৫. কোন চেক বই প্রদান করা হয় না। তবে মুদারাবা মেয়াদী আমানত সার্টিফিকেট প্রদান করা।

www.pathagar.com

সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব
৬. সাধারণ নিয়মে প্রতিমাসে সর্বাধিক ৪ (চার) বার চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যায়। প্রতিবার জমাস্থিত টাকার চার ভাগের এক ভাগ কিন্তু ১৫০০০% টাকার উর্ধ্বে নয় এমন পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা যায়।	৬. সাধারণ নিয়মে মেয়াদোত্তীর্নের পূর্বে টাকা উত্তোলন করা যায় না। মেয়াদোত্তীর্নের পর সমুদয় টাকা (লাভ-লোকসানসহ) উত্তোলন করতে হয়। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্নের পর নতুন করে আবার মুদারাবা মেয়াদী চুক্তিতে অর্থ জমা রাখা যায়।
৭. এ ধরনের হিসাবে মুনাফার হার মেয়াদী হিসাবের মুনাফার হারের তুলনায় সাধারণত কম থাকে।	৭. এ ধরনের হিসাবে মুনাফার হার সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের মুনাফার হারের তুলনায় সাধারণত বেশী হয়।
৮. মাসে চার বারের বেশী টাকা উঠানো হলে কিংবা বিনা নোটিশে একটি চেকের মাধ্যমে জমা স্থিতি টাকার চার ভাগের এক ভাগের বেশী কিংবা ১৫০০০% টাকার বেশী টাকা উঠানো হলে নিয়ম অনুযায়ী অবশিষ্ট টাকার সে মাসের জন্যে কোন মুনাফা দেয়া হয় না।	৮. মেয়াদোত্তীর্নের পূর্বে টাকা উঠানো হলে চুক্তি ভংগের দরুণ চুক্তির শর্তানুযায়ী সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় মুনাফার হারে মুনাফা প্রদান করা হয়।
৯. হিসাব খোলার সময় Specimen Signature কার্ড-এ নির্দিষ্ট স্বাক্ষর দিতে হয়।	৯. হিসাব খোলার সময় Specimen Signature কার্ড দেয়া হয় না।
১০. চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে হয়।	১০. মেয়াদোত্তীর্নের পর টাকা উত্তোলনের জন্যে মুদারাবা মেয়াদী আমানত সার্টিফিকেট এর মূল কপি উপস্থাপন করতে হয়।

www.pathagar.com

সুদী ব্যাংকের ফিক্স্‌ড ডিপোজিট একাউন্ট এবং ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা টার্মস ডিপোজিট একাউন্টের মধ্যে পার্থক্য

কেউ কেউ মনে করেন সুদী ব্যাংকের মেয়াদী জমা হিসাব (Fixed Deposit Account) এবং ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব (Mudarabah Terms Deposit Account) একই জিনিস। আসলে এ দু'টি হিসাব বাহ্যিক ভাবে এক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এক নয়। এ দু'টির মৌলিক বিষয়াদিতে রয়েছে অনেক পার্থক্য। সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account) এবং ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Madarabah Deposit Account) এর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য রয়েছে তদরূপ সুদী ব্যাংকের ফিক্স্‌ড ডিপোজিট একাউন্ট এবং ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা টার্মস ডিপোজিট একাউন্টের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

সুদী ব্যাংকগুলো নির্ধারিত মেয়াদের জন্যে নির্ধারিত হারে সুদ প্রদানের শর্তে আমানত সংগ্রহ করে। এখানে সুদের হারের অগ্রিম বাণী শুনানো হয়। মেয়াদ যত বেশী হবে সুদের হার তত বেশী হয় এবং সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। সুদী ব্যাংকগুলো বেশী পরিমাণ লাভ করতে পারলেও ডিপোজিটরগণ বেশী হারে সুদ পায় না। কারণ তাদের পাওয়ার পরিমাণ নির্ধারিত। একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে সুদী ব্যাংক এবং ডিপোজিটরদের মধ্যে সম্পর্ক হয় ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ দাতার সম্পর্ক; সুদ দাতা ও সুদ গ্রহীতার সম্পর্ক।

অপর দিকে ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত মেয়াদের জন্যে কোন নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদানের শর্তে আমানত সংগ্রহ করে না। এখানে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদানের কোন অগ্রিম বাণী শুনানো হয় না। সাধারণত মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট কত টাকা কত দিনের জন্যে থাকবে তা ব্যাংকের জ্ঞাত থাকে বলে ব্যাংক পরিকল্পনা অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদের জন্যে ভাল প্রকল্পে এবং কারবারে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মুনাফা বেশী অর্জিত হবার সম্ভাবনা থাকে। বিনিয়োগ করে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করে, তার একটি অংশ মুদারাবা চুক্তি মোতাবেক ডিপোজিটরদের ভাগ করে দেয়, আর বাকী অংশ ব্যাংক গ্রহণ করে। আর লোকসান হলে মুদারাবা নীতিমালা অনুযায়ী ডিপোজিটরা বহন করে। সুতরাং এ ধরনের হিসাবের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক এবং ডিপোজিটরদের মধ্যে সম্পর্ক্য হয় উদ্যোক্তা (মুদারিব) এবং সাহিব আল মাল অর্থাৎ পুঁজির মালিকের সম্পর্ক' এবং লাভে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি

অনেকেরই প্রশ্ন, ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেহেতু সুদের আদান প্রদান করে না তাহলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কিভাবে ব্যবসা করে বা মুনাফা অর্জন করে? এ প্রসংগে বলা যায় যে, ব্যবসা করলেই সুদের আদান প্রদান করতে হবে এ ধারণাটা ঠিক নয়। আল্লাহ পাক যেহেতু ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম, সেহেতু ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদের কোন আদান প্রদান করে না বটে, কিন্তু ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য/অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামী পদ্ধতিগুলো ফিকাহ্‌র কিতাবে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (Bai Murabaha)
২. বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (Bai Muazzal)
৩. বাই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (Bai Mudarabah)
৪. বাই মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (Bai Musharakah)
৫. বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (Bai Salam)
৬. ইজারা (Leasing)
৭. ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় (Hire purchase/Hire purchase under shirkatul Melk)
৮. নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ (Investment Auctioning)
৯. কিস্তিতে বিক্রয় (Instalment Sale)
১০. সরাসরি বিনিয়োগ (Direct Investment)
১১. অন্যান্য বিনিয়োগ (Others Investment)
১২. কর্জে হাসানা (Quard)

বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ
(Bai Murabaha)
(চুক্তির ভিত্তিতে লাভে ক্রয় বিক্রয়)

ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুরাবাহা নীতিমালার ভিত্তিতে মুয়াক্কিল/গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী মুয়াক্কিলের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ব্যাংকের নামে ক্রয় বা আমদানী করে মুয়াক্কিলের নিকট কিছু লাভে বিক্রয় করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। মুয়াক্কিলও ব্যাংকের নিকট হতে ঐ সকল পণ্য সামগ্রী নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

লাভে ক্রয় করার অংগীকার প্রদান করে। এ বিষয়ে ব্যাংক ও মুয়াক্কিলের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে মালের পূর্ণ বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, ক্রয়মূল্য, মুনাফার পরিমাণ, পণ্য সরবরাহের স্থান, কোন দেশের কোন কোম্পানীর তৈরী, মূল্য পরিশোধের ধরণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। লাভের পরিমাণ ব্যাংক ও মুয়াক্কিলের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য খরচ যেমন– ইন্সুরেন্স, যাতায়াত খরচ, পরিবহন ব্যয়, ব্যাংকের গুদামে রক্ষিত অবস্থায় গুদাম ভাড়া, গুদামের পাহারাদারের বেতন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় চুক্তি মোতাবেক মুয়াক্কিল কর্তৃক নগদ পরিশোধ করা হয় অথবা মুয়াক্কিলের সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাব থেকে আদায় করা হয়। মুয়াক্কিল/গ্রাহক চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক সাথে মালের মূল্য পরিশোধ করে সমস্ত মাল ডেলিভারী নিতে পারে; আবার কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে সমমূল্যের মালামাল ডেলিভারী নিতে পারে। বিক্রীত মালামালের মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মালামাল ব্যাংকের আয়াত্বাধীন থাকে। মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিশ্বস্ততার জন্যে প্রয়োজনে মুয়াক্কিলের নিকট হতে নগদ জামানত নিয়ে থাকে। অতঃপর ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করার চুক্তিতে ব্যাংকের নামে ক্রয় করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ব্যাংক মুয়াক্কিলের অনুরোধ অনুযায়ী মুয়াক্কিলের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী প্রথমে ব্যাংকের নামে ক্রয় করে, যাতে করে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে হলেও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন হয় এবং মুয়াক্কিলের নিকট সংশ্লিষ্ট মালামাল হস্তান্তরের পর মালামালের উপর মুয়াক্কিলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুয়াক্কিলও পণ্য সরবরাহের প্রাপ্তি স্বীকার করে। তবে মুয়াক্কিল কর্তৃক পণ্যের মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মালামাল ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে থাকে, আর পণ্যের মূল্য মুয়াক্কিলের নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়।

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক টাকা দিয়ে কিছু বেশী টাকা আদায় করে এরূপ ধারণা করার কোন অবকাশ নেই। কারণ মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক মুয়াক্কিলকে কোন নগদ অর্থ প্রদান করে না। বরং পণ্য সামগ্রী তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ব্যাংকের নামে ক্রয় করে কিছু লাভে মুয়াক্কিলের নিকট বিক্রি করে যা একটি ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি। এভাবে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রয় মূল্যের চেয়ে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় তাই মুনাফা এবং হালাল। মনে রাখতে হবে যে, এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় ও মুনাফার সম্পর্ক রয়েছে কেবল মাত্র পণ্যের সাথে অর্থাৎ পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে। (বাই মুরাবাহার বিস্তারিত বিধি বিধান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।)

www.pathagar.com

বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহকের নিকট নির্ধারিত লাভে বিক্রি করার চুক্তিতে গ্রাহকের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ক্রয় করতঃ তা গ্রাহকের নিকট বিক্রি করা হয়।

২. এ পদ্ধতিতে তিনটি পক্ষ থাকে। যথা– (ক) পণ্য বিক্রেতা (তৃতীয় পক্ষ), (খ) ব্যাংক (পণ্য বিক্রেতা বা প্রথম ক্রেতা) ও (গ) গ্রাহক (পণ্যর দ্বিতীয় ক্রেতা)।

৩. ব্যাংক-কে অবশ্যই পণ্য ক্রয় করতে হয় এবং এক মুহূর্তের জন্যে হলেও পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় আনতে হয়। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৪. ব্যাংক পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নিজস্ব কিংবা ভাড়াকৃত কিংবা ব্যাংকের আয়ত্বাধীনে গ্রাহকের গুদামে রাখা হয়।

৫. গ্রাহক চুক্তি মোতাবেক এককালীন মূল্য পরিশোধ করে সমুদয় মাল ডেলিভারী নিতে পারে অথবা যত টাকা পরিশোধ করবে তত টাকার মালামাল ডেলিভারী নিতে পারে।

৬. চুক্তিপত্রে পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং লাভের পরিমাণ আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ থাকে। এছাড়া পণ্যের পরিবহন, ইন্সুরেন্স, গুদাম ভাড়া, পাহারাদারের বেতন ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ চুক্তি মোতাবেক গ্রাহক বহন করে থাকে।

৭. পণ্যের বিক্রয় মূল্য একবার নির্ধারিত হবার পর কোন অবস্থাতেই লাভের পরিমাণ আর বৃদ্ধি করা যায় না।

বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

(**Bai Muazzal** বাকীতে ক্রয় বিক্রয়)

বাই মুয়াজ্জাল অর্থ হচ্ছে বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করা। এ পদ্ধতিতে ক্রেতার/গ্রাহকের নিকট মালামাল আগে সরবরাহ করা হয় আর ক্রেতা (গ্রাহক) কর্তৃক মালের মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ে। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংকের মুয়াক্কিল/গ্রাহক বিশেষ মালামাল ক্রয় করে দেয়ার জন্যে ব্যাংকের নিকট আবেদন করে এবং এর মূল্য ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করার অংগীকার করে। ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে

www.pathagar.com

গ্রাহকের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী একটি নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং গ্রাহকও নির্ধারিত মূল্যে ঐ সকল পণ্য সামগ্রী ব্যাংকের নিকট হতে ক্রয় করে নেয়ার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। অতঃপর ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ক্রয় করে ব্যাংকের মালিকানা ও দখলে নিয়ে আসে। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের নিকট আগে মালামাল সরবরাহ করে এবং গ্রাহক কর্তৃক মালের মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতে একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়ে। মালের বিক্রয় মূল্য ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। চুক্তিপত্রে মালের বিবরণ, সরবরাহের তারিখ, পরিমাণ, বিক্রয় মূল্য, মূল্য পরিশোধের সময় ইত্যাদি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকে। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী গ্রাহক মালের মূল্য ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ে এক সাথেও পরিশোধ করতে পারে, আবার কিস্তিতেও পরিশোধ করতে পারে।

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহককে কোন নগদ অর্থ প্রদান করে না। বরং পণ্য সরবরাহ করে থাকে। ব্যাংক তুলনামূলক কম দামে ক্রয় করতঃ কিছু বেশী দামে বিক্রি করে থাকে। এভাবে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় তাই ব্যাংকের মুনাফা। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহককে পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং লাভের পরিমাণ বলতে বাধ্য নয়। বরং গ্রাহকের নিকট বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ব্যাংক নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার জন্যে গ্রাহকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় জামানত গ্রহণ করে। বাকীতে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি যদি লাভে হয়ে থাকে তাহলে একে বলা হয় 'মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জাল'। বাই মুয়াজ্জাল বলতে সাধারণতঃ মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জালকেই বুঝানো হয়। (বাই মুয়াজ্জাল এর বিস্তারিত বিধি বিধান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হযেছে)

বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে তিনটি পক্ষ থাকে। যথা–
(ক) পণ্য বিক্রেতা (তৃতীয় পক্ষ), (খ) ব্যাংক (পণ্য বিক্রেতা বা ১ম ক্রেতা) ও (গ) গ্রাহক (পণ্যের ২য় ক্রেতা)।

২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহকের নিকট বাকীতে মূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতঃ তা গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে।

www.pathagar.com

৩. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক-কে অবশ্যই তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে হয় এবং এক মুহূর্তের জন্যে হলেও পণ্য সামগ্রী ব্যাংকের মালিকানায় আনতে হয়। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৪. গ্রাহকের নিকট আগে মালামাল সরবরাহ করা হয় এবং মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে। মূল্য পরিশোধের পূর্বেই মালমাল গ্রাহকের মালিকানায় চলে যায়।

৫. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং লাভের পরিমাণ গ্রাহককে আলাদা আলাদা ভাবে জানাতে বাধ্য নয়। গ্রাহকের নিকট কেবল বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

৬. গ্রাহক পণ্যের মূল্য নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বর্ধিত সময়ের জন্য ব্যাংক অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য্য করতে পারে না।

বাই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

(Bai Mudarabah)

(উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ ও লাভে অংশীদারিত্ব)

মুদারাবা হচ্ছে ইসলামের আসল বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি ইসলামী ব্যাংক সমূহেরও পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করার প্রধান পদ্ধতি। মুদারাবা পদ্ধতিতে একাউন্ট খুলে পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে একাউন্ট হোল্ডারকে বলা হয় 'সাহিব আল মাল' বা 'রাব্বুল মাল' এবং ব্যাংক-কে বলা হয় 'মুদারিব' (উদ্যোক্তা)। কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় 'সাহিব আল মাল' আর ব্যাংকের গ্রাহক বা উদ্যোক্তাকে বলা হয় 'মুদারিব'। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসার পুঁজি সরবরাহ দিয়ে থাকে, আর উদ্যোক্তা তার শ্রম, মেধা ও সময় দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে (যেমন মুনাফার ৬০% ঃ ৪০% ঃ ৫০% ঃ ৫০%, ৭০% ঃ ৩০% ইত্যাদি হারে) বন্টন করা হয়।

মনে রাখতে হবে যে, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সরবরাহকৃত মূলধনের উপর অগ্রিম কোন মুনাফা ধার্য্য বা আদায় করে না; এবং শরীয়া মোতাবেক করতেও পারে না। বরং ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হয় ব্যাংক তাতে অংশীদার হয়। মুদারিবও কেবলমাত্র মুনাফায় অংশীদার হয়। মুদারিব ব্যবসা পরিচালনার জন্যে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা খরচ নিতে পারে না। ব্যবসায় যদি

www.pathagar.com

কোন লোকসান হয় তবে সাহিব আল মাল হিসেবে লোকসান ব্যাংকই বহন করে। উদ্যোক্তা কোন লোকসান বহন করে না এবং কোন পরিশ্রমিকও পায় না। তার শ্রম বৃথা যায়। তবে মুদারিবের দায়িত্বহীনতা, অসততা, ও ভুলের কারণে যদি ব্যবসায় লোকসান হয়ে থাকে তাহলে ব্যাংক লোকসান বহন করে না। মুদারিবকেই লোকসান বহন করতে হয়। ব্যাংক এ ব্যাপারে মুদারিবের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসার মুনাফা নির্ভর করবে উদ্যোক্তার সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, ও দায়িত্ববোধের উপর। এ পদ্ধতিতে লোকসান যেহেতু 'সাহিব আল মাল' হিসেবে ব্যাংক-কেই বহন করতে হয়, উদ্যোক্তা বহন করে না সেহেতু উদ্যোক্তা যদি অসৎ হয় তাহলে মুনাফা তো দূরের কথা আসল পুঁজিই হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই বিনিয়োগের পূর্বে সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী চিহ্নিত করে বিনিয়োগ করতে হয়।

(বাই মুদারাবার বিস্তারিত বিধি বিধান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)

বাই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. ব্যাংক (সাহিব আল মাল) ব্যবসার পুঁজির যোগান দেয়; আর গ্রাহক (মুদারিব) নিজ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সময় ও মেধা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে।

২. ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না এবং করতেও পারে না। প্রয়োজনে মুদারিবকে পরামর্শ দিতে পারে এবং দিয়ে থাকে।

৩. ব্যবসার লাভ চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাগ করা হয়। আর লোকসান হলে ব্যাংক বহন করে।

৪. এ পদ্ধতিতে দু'টি পক্ষ থাকে। যথা– (ক) ব্যাংক (সাহিব আল মাল) এবং (খ) গ্রাহক (মুদারিব)।

বাই মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ
(Bai Musharakah)

(অংশীদারী কারবার অর্থাৎ লাভ-লোকসান ও মালিকানায় অংশীদারিত্ব)

এটি ইসলামের এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের দ্বিতীয় প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক সমূহ মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যাংকের গ্রাহক বা অন্য যে কোন সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক যে কোন ব্যবসা পরিচালনা বা প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। ব্যবসা বা প্রকল্পে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়েই মূলধন যোগান দেয়। মূলধনের কে কত অংশ যোগান দিবে তা নির্ধারিত হয় আলোচনা সাপেক্ষে। এর জন্যে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। মুশারাকা অর্থাৎ অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের তথা ব্যাংক এবং গ্রাহকের ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। তবে প্রত্যেক অংশীদারকে ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে অংশগগ্রহণ করতেই হবে তা শর্ত নয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনা করা ও আনুসংগিক খরচাদি ব্যবসা হতে বহন করা হয়। ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বন্টন করা হয়। (যেমন– মুনাফার ৫০% : ৫০%, ৬০% : ৪০% ইত্যাদি।) আর যদি ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে ব্যাংক ও গ্রাহক তাদের নিজ নিজ পুঁজির অনুপাতে লোকসান বহন করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক দেয় মূলধনের উপর অগ্রিম কোন মুনাফা ধার্য বা আদায় করতে পারে না। বরং ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হয়, তা পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাগ করে নেয়া হয়।

এ পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ পদ্ধতিতে মুনাফা অর্জন করতে হলে গ্রাহককে অবশ্য সৎ হতে হবে। তাই বিনিয়োগ করার পূর্বে সৎ, আমানতদার ও আদর্শবান ব্যবসায়ী চিহ্নিত করতে হয়। অন্যথায় গ্রাহক হয়তো প্রকৃত মুনাফা-কে গোপন রেখে কেবল লোকসানের কথা শুনাবে। ফলে ব্যাংকের আসল পুঁজি হারিয়ে যেতে পারে। (বাই মুশারাকা'র বিস্তারিত বিধি বিধান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)

বাই মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্টাবলী

১. এটি হচ্ছে ব্যবসার লাভ-লোকসান ও মালিকানায় অংশীদারিত্ব ভিত্তিক অংশীদারী কারবার। এ পদ্ধতিতে দু'টি পক্ষ থাকে। যথা ব্যাংক ও গ্রাহক। উভয় পক্ষে একাধিক অংশীদার থাকতে পারে।

২. কারবারে উভয় পক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ করে। উভয় পক্ষের পুঁজি সমান সমান বা কম বেশী হতে পারে।

৩. কারবারের লাভ চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করা হয়। আর লোকসান হলে প্রত্যেকে স্ব স্ব পুঁজির অনুপাতে লোকসান বহন করে।

৪. সকল পক্ষ কারবারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা মুশারাকা বৈধতার জন্যে অপরিহার্য নয়।

www.pathagar.com

বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ
(Bai-Salam)
(অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়)

বাই সালাম হচ্ছে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য আগে পরিশোধ করা হয়। আর বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার (ব্যাংকের) নিকট পণ্য সরবরাহ করা হয় ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয় করার শর্তে পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে (গ্রাহককে) অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে থাকে। অতঃপর বিক্রেতা (গ্রাহক) ভবিষ্যতে একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের নিকট পণ্য সরবরাহ করে থাকে। সাধারণত কৃষি ও শিল্প খাতে ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে। এতে কৃষক ব্যাংক থেকে অগ্রিম মূল্য নিয়ে তার উৎপাদন বাড়াতে পারে এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেয়ে থাকে।

মনে রাখতে হবে যে, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কাউকে ঋণ প্রদান করে না। বরং পণ্য ক্রয় করার জন্যে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাংক তার ক্রয়কৃত পণ্য বাজারে বিক্রি করে। বিক্রয় মূল্য যদি ক্রয়মূল্য হতে বেশী পায় তাহলেই ব্যাংকের মুনাফা অর্জিত হয়। (বাই সালাম এর বিস্তারিত বিধি বিধান দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখুন)।

বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। এটি হচ্ছে একটি অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে পণ্যের মূল্য আগে পরিশোধ করা হয়। আর গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের নিকট পণ্য সরববাহ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে।

২। ক্রয় বিক্রয় চুক্তিতে দু'টি পক্ষ থাকে। যথা ব্যাংক (ক্রেতা) এবং গ্রাহক (বিক্রেতা)।

৩। চুক্তি পত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, প্রকৃতি, সরবরাহের তারিখ, স্থান, পরিবহন খরচ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

www.pathagar.com

হায়ার পারচেজ/হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

(যৌথ মালিকানা ভিত্তিক ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়)

কোন জিনিসের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে তা যদি কতকগুলো কিস্তিতে পরিশোধ করার এবং নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের শর্তে ক্রয় বিক্রয় করা হয় তাহলে তাকে বলে 'ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়' (Hire purchase)। ইসালামী ব্যাংক তার মুয়াক্কিল/ গ্রাহকের নির্দেশিত জিনিস ক্রয় করে তা গ্রাহকের নিকট এ শর্তে ভাড়া প্রদান করে যে, গ্রাহক যদি কিস্তিতে জিনিসের মূল্য এবং নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করে তাহলে চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক জিনিসটির সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করবে।

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক তার মুয়াক্কিল/ গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার চুক্তিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুঁজির যোগান দিয়ে অথবা সম্পূর্ণ নিজস্ব পুঁজিতে গাড়ী, বাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। অতঃপর বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত কতকগুলো কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্যে গ্রাহককে সুযোগ দেয়া হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জিনিসটির নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ বিষয়ে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যৌথভাবে পুঁজির যোগান দিয়ে জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহক তাদের নিজ নিজ পুঁজির অনুপাতে নির্ধারিত ভাড়া ভাগ করে নেয়। গ্রাহক যদি কিস্তিতে ব্যাংকের মালিকানাভূক্ত অংশের বিক্রয় মূল্য এবং ভাড়ার অংশ পরিশোধ করে তাহলে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক সম্পূর্ণ জিনিসের একক মালিকানা লাভ করে এবং ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পায়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের প্রাপ্ত ভাড়াই ব্যাংকের মুনাফা।

ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে কোন জিনিস ক্রয় করার জন্যে ব্যাংক যদি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুঁজির যোগান দেয় অর্থাৎ ব্যাংক এবং গ্রাহক মিলিতভাবে পুঁজি দিয়ে কোন জিনিস ক্রয় করে তাহলে তাকে বলা হয় **'যৌথ মালিকানা ভিত্তিক ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় (Hire purchase under shirkatul Melk)'**। আর যদি ব্যাংক সম্পূর্ণ নিজস্ব পুঁজি দিয়ে নিজস্ব মালিকানায় কোন জিনিস ক্রয় করে এবং গ্রাহক কর্তৃক বিক্রয় মূল্যকে

www.pathagar.com

কতকগুলো কিস্তিতে পরিশোধ করার এবং নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তাকে বলা হয় **'ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় (Hire purchase অথবা ইজারা বিল বাই)'**। ব্যাংক বিভিন্ন যানবাহন যেমন বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় ও নির্মাণে এ পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

হায়ার পারচেজ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. হায়ার পারচেজ (ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়) চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে সম্পদ গ্রাহকের/ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

২. সম্পদ থাকে গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু সম্পদের মালিকানা থাকে ব্যাংকের।

৩. বিক্রীত সম্পদের মূল্য এবং নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে ব্যাংক কর্তৃক সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৪. সম্পদের মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক নির্ধারিত হারে ভাড়া আদায় করে থাকে।

৫. গ্রাহক চুক্তি মোতাবেক সম্পদটি ব্যবহার করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও থাকে গ্রাহকের। কিন্তু সম্পদের মালিকানা থাকে ব্যাংকের।

৬. সম্পদের মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহক বিক্রীত সম্পদ অন্যত্র বিক্রি করতে কিংবা বন্ধক দিতে পারে না।

ইজারা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (Leasing)

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যানবাহন, বাড়ি ঘর, এপার্টমেন্ট, মিল মেশিনারী ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় ক্রয় বা তৈরী করে মাসিক বা বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে ভাড়া প্রদানের চুক্তিতে অন্যের নিকট ইজারা (Lease) দেয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক হয় ইজারা দাতা (Leassor) এবং যার নিকট ইজারা দেয়া হয় তাকে বলা হয় ইজারাদার বা ইজারা গ্রহীতা (Leassee)। ভাড়ার বিনিময়ে ইজারাদার ব্যাংকের সম্পদ ব্যবহার করে উপকৃত হয়। অপর দিকে ব্যাংক (ইজারাদাতা) প্রাপ্ত ভাড়া হতে মূলধন বাদে মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

ইজারা ও ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য

ইজারা (Leasing) ও ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় (Hire purchase) এর মধ্যে পাথর্ক্য হচ্ছেঃ ইজারা পদ্ধতিতে ইজারা গ্রহীতা (ব্যাংকের গ্রাহক) কখনো ভাড়াকৃত জিনিসের মালিক হতে পারে না। ইজারা গ্রহীতা (ব্যাংকের গ্রাহক) কেবলমাত্র চুক্তি মোতাবেক ভাড়াই পরিশোধ করে। চুক্তিপত্রের মেয়াদোত্তীর্ণের পরও সে ইজারাদারই থাকে। আর ভাড়াকৃত জিনিসটির প্রকৃত মালিক থেকে যায় ইজারাদাতাই (ব্যাংক)।

অপরদিকে ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় **(Hire purchase)** পদ্ধতিতে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী জিনিসের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য এবং ভাড়া পরিশোধের পর গ্রাহক ভাড়ায় ক্রয়কৃত জিনিসটির পূর্ণ মালিকানা প্রাপ্ত হয়।

নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ
(Investment Auctioning)

আমাদের সমাজে এমন কিছু সম্পদশালী লোক আছেন যারা শিল্প কারখানার মালিক হতে আগ্রহী; কিন্তু শিল্প কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ যেমন প্রকল্প প্রণয়ন, সরকারী অনুমোদন, যন্ত্রপাতি আমদানি করণ, দালান কোটা নির্মাণ ইত্যাদি অত্যন্ত ঝামেলাপূর্ণ মনে করে শিল্প কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসেন না। অথচ তৈরী কোন শিল্প কারখানা পেলে তা তুলনামূলক অধিক মূল্যে ক্রয় করতেও আগ্রহী হন। ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে কিংবা অন্যের সাথে যৌথভাবে শিল্প কারখানা, দালান কোটা ইত্যাদি তৈরী করে নিলামে বিক্রয় করে। এভাবে ব্যাংক কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন করে থাকে।

কিস্তিতে বিক্রয় পদ্ধতিতে বিনিয়োগ
(Instalment Sale)

ইসলামী ব্যাংক বাই মুয়াজ্জাল নীতিমালার ভিত্তিতে গরীব, স্বল্প আয়ের চাকুরীজীবি ও বেকার লোকদের কিস্তিতে পরিশোধের চুক্তিতে সেলাই মেশিন, টাইপ রাইটার, ফটোষ্ট্যাট মেশিন, বেবী ট্যাক্সি, রিক্সা, গৃহ সামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে। এতে ব্যাংকও মুনাফা অর্জন করতে পারে এবং স্বল্প আয়ের জনগণও উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংক সমূহ এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

সরাসরি বিনিয়োগ
(Direct Investment)

ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক প্রকল্পে সরাসরি নিজেই পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন হতে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমস্ত কাজ ব্যাংক নিজেই করে থাকে। ব্যাংক সাধারণত শিল্প, গৃহনির্মাণ, পরিবহন ইত্যাদি খাতে সরাসরি বিনিয়োগ করে থাকে। এতে ব্যাংক একাই লাভ-লোকসান বহন করে।

অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামী পদ্ধতি ও নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে অর্থ বিনিয়োগ করে। যেমন– হাঁস মুরগী খামার প্রকল্প, পশু পালন প্রকল্প, মৎস চাষ প্রকল্প, দুগ্ধ খামার প্রকল্প, বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প, হকার প্রকল্প, তাঁত শিল্প প্রকল্প, গৃহ সামগ্রী প্রকল্প, বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প, কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প প্রভৃতি।

এসব খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগকে যদি আরো প্রসারিত করা হয় তাহলে ব্যাংক যেমন লাভবান হবে, অন্যদিকে সমাজের সাধারণ মানুষও উপকৃত হবে।

বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল এর মধ্যে পার্থক্য

বাই মুরাবাহা	বাই মুয়াজ্জাল
১. বাই মুরাবাহা হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে লাভে ক্রয় বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় সাধারণতঃ নগদ হয়ে থাকে। অর্থাৎ গ্রাহক কর্তৃক মালের মূল্য পরিশোধ করার পর মালামাল ডেলিভারী দেয়া হয়।	১. বাই মুয়াজ্জাল হচ্ছে বাকীতে ক্রয় বিক্রয়। ক্রয় বিক্রয়ে লাভও হতে পারে কিংবা সমমূল্য বা লোকসানও হতে পারে। লাভ হলে একে সাধারণত বলা হয় 'মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জাল'। এ পদ্ধতি নগদ নয় বরং বাকী। অর্থাৎ ক্রেতার (গ্রাহকের) নিকট আগে মালামাল সরবরাহ দেয়া হয়; আর ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতে একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়ে।

www.pathagar.com

বাই মুরাবাহা	বাই মুয়াজ্জাল
২. মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবার পর পণ্যের মালিক হয় গ্রাহক (ক্রয়সূত্রে); কিন্তু মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পণ্য সামগ্রী জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। অতঃপর মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট পণ্য সামগ্রী হস্তান্তরের পর গ্রাহক আইনতঃ পণ্যের মালিকানা ও ব্যবহার করার অধিকার লাভ করে।	২. বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন এবং গ্রাহকের নিকট পণ্য সরবরাহের পর পণ্যের মালিক হয় গ্রাহক এবং পণ্য সামগ্রী গ্রাহকেরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। গ্রাহক ইচ্ছামত পণ্য ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার জন্যে ব্যাংকের নিকট যে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক থাকে।
৩. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবার পর পণ্যের মূল্য গ্রাহকের উপর ব্যাংকের ঋণ হিসেবে গণ্য হয় এবং পণ্য সামগ্রী ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে গণ্য হয়।	৩. গ্রাহকের নিকট পণ্য সরবরাহের পর পণ্যের মূল্য গ্রাহকের উপর ব্যাংকের ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। তবে এর বিপরীতে ব্যাংকের নিকট উল্লেখযোগ্য যে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক থাকে।
৪. এ পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য চুক্তি মোতাবেক এক সাথে পরিশোধ করে ব্যাংকের গুদাম থেকে পণ্য ডেলিভারী নেয়া যায় কিংবা যত টাকা পরিশোধ করা হবে তত টাকার মালামাল ডেলিভারী নেয়া যায়।	৪. এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট আগে পণ্য সরবরাহ করা হয়। আর মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে। মূল্য চুক্তি মোতাবেক এক সাথেও পরিশোধ করা যায় কিংবা কিস্তিতেও পরিশোধ করা যায়।
৫. গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং লাভের পরিমাণ গ্রাহককে আলাদা ভাবে জানাতে হয়। এ ছাড়া গুদাম ভাড়া, পরিবহন খরচ, ইন্সুরেন্স, পাহারাদারের বেতন ইত্যাদি যাবতীয় খরচ চুক্তি মোতাবেক গ্রাহককে বহন করতে হয়।	৫. পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং লাভের পরিমাণ ব্যাংক গ্রাহককে জানাতে বাধ্য নয়। কেবল গ্রাহকের নিকট পণ্যের বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করাই যথেষ্ঠ।
৬. এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে সাধারণত নগদ অর্থ কিংবা মালামাল জামানত হিসেবে রাখা হয়। উপরন্তু স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখা যেতে পারে। এতে ব্যাংকের জন্যে নিরাপদ।	৬. এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট আগে মালামাল সরববাহ দিতে হয় বিধায় ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্যে গ্রাহকের নিকট হতে কিংবা তৃতীয় কোন ব্যাক্তির নিকট হতে উল্লেখযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়।

www.pathagar.com

বাই মুয়াজ্জাল ও বাই সালাম এর মধ্যে পার্থক্য

বাই মুয়াজ্জাল	বাই সালাম
১. এটি হচ্ছে বাকীতে ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি।	১. এটি হচ্ছে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি।
২. এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট আগে মালামাল সরবরাহ করা হয়; আর গ্রাহক কর্তৃক মালামালের মূল্য পরিশোধ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে।	২. এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহককে আগে মালামালের ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হয়; আর গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের নিকট মালামাল সরবরাহ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে।
৩. এ পদ্ধতিতে মালের পরিমাণ, গুণাগুণ, বিক্রয় মূল্য, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের তারিখ ইত্যাদি চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।	৩. এ পদ্ধতিতেও মালের পরিমাণ, গুণাগুণ, ক্রয় মূল্য এবং গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের নিকট মালামাল সরবাহের তারিখ, স্থান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

বাই মুদারাবা ও বাই মুশারাকা এর মধ্যে পার্থক্য

বাই মুদারাবা	বাই মুশারাকা
১. এটি হচ্ছে উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ পদ্ধতি।	১. এটি হচ্ছে অংশীদারী কারবার পদ্ধতি।
২. এটি হচ্ছে কেবলমাত্র লাভে অংশীদারিত্ব।	২. এটি হচ্ছে লাভ-লোকসান এবং পুঁজি বিনিয়োগে অংশীদারিত্ব।
৩. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক মূলধন সরববাহ করে; আর উদ্যোক্তা তার শ্রম, মেধা, সময়, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে কারবার পরিচালনা করে।	৩. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়ে কারবারে যৌথ ভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে। প্রত্যেকের পুঁজি সমান সমানও হতে পারে কিংবা কমবেশীও হতে পারে।

www.pathagar.com

বাই মুদারাবা	বাই মুশারাকা
৪. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক উদ্যোক্তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে (স্বশরীরে) কারবারে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তবে প্রয়োজনে উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিতে পারে।	৪. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক তার অংশীদার/ গ্রাহকের সাথে প্রত্যক্ষভাবে (স্বশরীরে) কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে অংশগ্রহণ করতেই হবে তা শর্ত নয়।
৫. এ পদ্ধতিতে কারবারে মুনাফা হলে অর্জিত মুনাফা চুক্তি-মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ করা হয়। আর লোকসান হলে সম্পূর্ণ লোকসান ব্যাংকের একাই বহন করতে হয়। উদ্যোক্তা কোন লোকসান বহন করে না।	৫. এ পদ্ধতিতে কারবারে মুনাফা হলে অর্জিত মুনাফা চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাগ করা হয়। আর লোকসান হলে প্রত্যেককে তাদের স্বস্ব পুঁজির অনুপাতে লোকসান বহন করতে হয়।

হায়ার পারচেজ ও হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিল্‌ক এর মধ্যে পার্থক্য

হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে ব্যাংক কোন জিনিস ক্রয় করে গ্রাহককে এ শর্তে ভাড়া প্রদান করে যে, গ্রাহক এককালীন অথবা কিস্তিতে জিনিসের মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করে নির্দিষ্ট সময়ের পর জিনিসটির পূর্ণ মালিকান লাভ করে। হায়ার পারচেজ এবং হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিল্‌ক এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে–

হায়ার পারচেজ	হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিলক
১. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে ও মালিকানায় জিনিসটি ক্রয় করে।	১. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক এবং গ্রাহক/ ভাড়া গ্রহীতা যৌথ ভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে যৌথ মালিকানায় জিনিসটি ক্রয় করে।

www.pathagar.com

হায়ার পারচেজ	হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিলক
২. এ পদ্ধতিতে ভাড়া গ্রহীতা জিনিসের মূল্য এবং ব্যাংকের নির্ধারিত ভাড়া এক সাথে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করে নির্দিষ্ট সময়ের পর জিনিসের পূর্ণ মালিকানা লাভ করে।	২. এ পদ্ধতিতে ভাড়া গ্রহীতা কেবলমাত্র ব্যাংকের বিনিয়োগ কৃত অর্থ এবং ব্যাংকের ভাড়ার অংশ এক সাথে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করে নির্দিষ্ট সময়ের পর জিনিসের পূর্ণ মালিকানা লাভ করে।

বাই-মুয়াজ্জাল ও হায়ার পারচেজ এর মধ্যে পার্থক্য

বাই মুয়াজ্জাল	হায়ার পারচেজ
১. এটি হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে বাকীতে ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি।	১. এটি হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি।
২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতঃ তা ভবিষ্যতে (বাকীতে) মূল্য পরিশোধের শর্তে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়।	২. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশিত জিনিস ক্রয় করতঃ বিক্রয়মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করার এবং নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়।
৩. এ পদ্ধতিতে বিক্রীত জিনিস গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মালিকানাও থাকে গ্রাহকের।	৩. এ পদ্ধতিতে বিক্রীত জিনিসের মালিকানা থাকে ব্যাংকের; কিন্তু জিনিসটি থাকে গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে।
৪. এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রীত জিনিস সরবরাহের পরই জিনিসটির উপর গ্রাহকের ব্যবহার ক্ষমতা ও পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর জিনিসটির মূল্য গ্রাহকের উপর ব্যাংকের ঋণ হিসেবে গণ্য হয়।	৪. এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট জিনিসটি সরবরাহের পরই জিনিসটির উপর গ্রাহকের ব্যবহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মালিকানা থাকে ব্যাংকের। জিনিসটির মূল্য ও ভাড়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ সাপেক্ষে একটি নির্ধারিত সময়ের পর জিনিসটির উপর গ্রাহকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

বাই মুয়াজ্জাল	হায়ার পারচেজ
৫. এ পদ্ধতিতে ক্রেতা/গ্রাহক মালের মূল্য (ব্যাংকের পাওনা) পরিশোধ করার পূর্বেই তা বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারে।	৫. এ পদ্ধতিতে ভাড়া গ্রহীতা/গ্রাহক মূল্য ও ভাড়া (ব্যাংকের পাওনা) পরিশোধ করার পূর্বে জিনিসটি বিক্রি করতে কিংবা অন্যত্র বন্ধক দিতে পারে না।
৬. এ পদ্ধতিতে বিক্রির জিনিস হালাল জাতীয় যে কোন স্থাবর অবস্থাবর জিনিস হতে 'পারে।	৬. এ পদ্ধতিতে ভাড়ার জিনিসটি এমন হতে হবে যার মৌলিকত্বে কোন পরিবর্তন না করে কেবল ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়।

ইজারা ও হায়ার পারচেজ এর মধ্যে পার্থক্য

ইজারা/ভাড়া	হায়ার পারচেজ
১. এটি ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত একধরনের ভাড়া চুক্তি।	১. এটি ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত ভাড়ায় ক্রয় বিক্রয় চুক্তি।
২. এ পদ্ধতিতে সর্বাবস্থায় সম্পদের মালিক থাকে ব্যাংক। আর গ্রাহক/ইজারা গ্রহীতা চুক্তি মোতাবেক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করে সম্পদটি ব্যবহার করে মাত্র।	২. ব্যাংক সর্বাবস্থায় সম্পদের মালিক থাকে না। চুক্তি মোতাবেক সম্পদের বিক্রয় মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে একটি নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক সম্পদের মালিকানা লাভ করে।
৩. গ্রাহক/ইজারা গ্রহীতা-কে সম্পদের মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। শুধু মাত্র নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করতে হয়।	৩. গ্রাহক-কে চুক্তি মোতাবেক কিস্তিতে সম্পদের বিক্রয় মূল্য এবং ভাড়া উভয়ই পরিশোধ করতে হয়।
৪. গ্রাহক ইজারার মেয়াদান্তে ব্যাংকের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও ব্যাংকের সম্মতিতে সম্পদটি একটি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে নিতে পারে।	৪. সম্পদটি গ্রাহকের পুনরায় ক্রয় করার প্রয়োজন হয় না। কারণ সম্পদের মূল্য এবং ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে চুক্তি মোতাবেক গ্রাহক সম্পদের মালিকানা লাভ করে।

www.pathagar.com

ঋণ ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য

ঋণ	বিনিয়োগ
১. ঋণ শব্দের অর্থ বা প্রতিশব্দ হচ্ছে ধার বা হাওলাত। ভবিষ্যতে ফেরত পাবার প্রতিশ্রুতিতে অর্থের বর্তমান মালিকানা ও ব্যবহার করার ক্ষমতা সাময়িকভাবে হস্তান্তর করাকেই ঋণ বলে।	১. বিনিয়োগ শব্দের অর্থ বা প্রতিশব্দ হচ্ছে কাজে লাগানো বা খাটানো। ব্যবসা বা ক্রয় বিক্রয়ে অর্থকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করাকে বলা হয় বিনিয়োগ।
২. ঋণ এর বিধান হচ্ছে, লেনদেনের শর্ত হিসেবে দেয় ঋণের অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করা যায় না। শর্তের মাধ্যমে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে তা হবে সুদ। ইসলামে সুদ হারাম।	২. ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করে পণ্যের উপর বিনিয়োগকৃত মূলধনের অতিরিক্ত কিছু ধার্য ও আদায়ের শর্ত করা যায়। এ অতিরিক্ত অর্থই হচ্ছে মুনাফা। ইসলামে মুনাফা হালাল।
৩. ঋণদানের ক্ষেত্রে দাতার উদ্দেশ্য হয় বান্দার উপকার সাধনের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা। দেয় ঋণের অতিরিক্ত কোন অর্থ বা ফায়দা লাভ করার উদ্দেশ্য থাকে না।	৩. অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগদাতার উদ্দেশ্য হবে হালাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের অতিরিক্ত কিছু অর্থ অর্থাৎ মুনাফা অর্জন করা। এটা বৈধ।
৪. ঋণ সর্বাবস্থায় ফেরতযোগ্য। ঋণ গ্রহীতার নিকট ঋণের অর্থ চুরি বা নষ্ট হলে গ্রহীতা ঋণের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয় না। ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করতেই হয়।	৪. বিনিয়োগকৃত মূলধন লাভ লোকসানের সাথে সম্পর্কিত এবং ঝুঁকি পূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধনই ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে।
৫. ঋণ গ্রহীতা ঋণের অর্থ ঋণ দাতার নির্দেশমত খরচ করতে কিংবা ব্যবহার করতে বাধ্য থাকে না।	৫. বিনিয়োগকৃত মূলধন উদ্যোক্তা ও মূলধন সরবরাহকারীর পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক কার্যাবলী

ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মত বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। যেমন–

১. বিদেশ হতে পণ্য সামগ্রী আমদানির জন্যে এলসি (ঋণ পত্র) খোলা।
২. পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করা (এক্সপোর্ট)।
৩. বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী রিমিটেন্স।
৪. বৈদেশিক বিল কালেকশন।
৫. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়।
৬. অন্যান্য ঃ যেমন ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয়, পবিত্র হজ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং সেবা, আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুকরণ প্রভৃতি।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়া কাউন্সিলের সম্মানিত ও বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এল সি খোলা তথা আমদানি বাণিজ্য

আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকগুলো যে রকম এলসি খুলে থাকে ইসলামী ব্যাংকসমূহও আমদানি বাণিজ্য তথা বিদেশ থেকে মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা ভিত্তিতে এলসি খুলে থাকে। তবে সুদী ব্যাংকসমূহ মূলতঃ সুদের ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা অন্যদের নিকট থেকে সুদ নেয় এবং সুদ দেয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসমূহ কারো নিকট থেকে সুদ নেয় না এবং কাউকে সুদ প্রদানও করে না। ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যসহ সকল কর্মকান্ডে সুদকে পরিহার করে চলে। যে সকল পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ কিংবা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর ও অকল্যানকর সে সকল পণ্য আমদানির জন্যে ইসলামী ব্যাংক কোন এল সি খোলে না এবং এ ধরনের খাতে ব্যাংক কোন প্রকার বিনিয়োগ সাহায্য সহযোগিতাও প্রদান করে না। এমন কি, যে সকল খাত সন্দেহযুক্ত সে সকল খাতেও বিনিয়োগ করা হতে ইসলামী ব্যাংক বিরত থাকে। বিদেশ থেকে যে

www.pathagar.com

সকল মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইনে অনুমোদন রয়েছে এবং কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই, যা ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থিও নয় এমন সব মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের পক্ষে নিম্নলিখিত ভাবে এলসি খুলে থাকে। যেমন ঃ

ক. ১০০% মার্জিনে এলসি খোলা;

খ. আংশিক মার্জিনে এলসি খোলা; এবং

গ. শূন্য মার্জিনে এলসি খোলা।

নিম্নে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর ইসলামী নীতিমালা আলোচনা করা হলো ঃ

১০০% মার্জিনে এলসি খোলার নীতিমালা ও পদ্ধতি

১০০% মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে দু'ধরনের অবস্থা হতে পারে। যেমন ঃ

১. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ব্যতীত ১০০% মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা;

২. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ ১০০% মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা।

১. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ব্যতীত ১০০% মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা হলে ঃ

ব্যাংকের গ্রাহক/আমদানিকারক তার কাঙ্খিত ও নির্দেশিত পণ্য সামগ্রী বিদেশের নির্ধারিত কোম্পানীর নিকট হতে আমদানি করে দেয়ার জন্যে পণ্যের মূল্যের (Invoice value) সাকুল্য অর্থ (১০০%) তার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাংকে জমা দেয় এবং এলসি (Letter of Credit) খোলার জন্যে ব্যাংকে আবেদন করে। এ ধরনের এলসি-কে বলা হয় ১০০% সিকিউরিটি ভিত্তিক

www.pathagar.com

এলসি। এল সি খোলা সংক্রান্ত প্রাসংগিক খরচাদি যেমনঃ পোষ্টেজ চার্জ, টেলেক্স চার্জ, ইন্সুরেন্স, পরিদর্শন খরচ ও অন্যান্য খরচ আমদানিকারক বহন করে থাকে। এছাড়া আমদানিতব্য মালামালের যাবতীয় খরচ যেমনঃ শুল্ক, ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর), সি এন্ড এফ চার্জ, পরিবহন ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ আমদানিকারক নিজেই বহন করবে বলে অংগীকার করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না। উল্লেখ্য যে, আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানীকারককে (বিদেশী বিক্রেতাকে) মালামালের বিক্রয়মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। তাই বিদেশ থেকে আমদানিযোগ্য মালামাল অবাধে আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারককে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত যে কোন ব্যাংকের সহযোগিতা অবশ্য নিতে হয়। **১০০% এলসির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমদানিকারকের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকে।** আর এ দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যাংক তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও প্রশাসনিক অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্যে আমদানি কারকের নিকট হতে পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তির ভিত্তিতে কেবল মাত্র সার্ভিস চার্জ বা কমিশন আদায় করে থাকে। অতঃপর মালামাল পোর্টে আসার পর আমদানিকারক ব্যাংক থেকে ডকুমেন্টস নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজ খরচে পোর্ট থেকে মালামাল ছাড় করিয়ে নেয়।

২. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ ১০০% মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা হলে ঃ

১০০% মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে আমদানিকারক যদি আমদানিতব্য মালামালের শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সি এন্ড এফ চার্জ, পরিবহন ইত্যাদির সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ নির্বাহের জন্যে L/C খোলার পূর্বেই ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ এলসি খোলার জন্যে আবেদন করে এবং ব্যাংক বিনিয়োগ সুবিধা দিতে সম্মত হয়; তাহলে এ ক্ষেত্রে ব্যাংক নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

www.pathagar.com

১. বাই মুরাবাহা ঃ ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তিতে তথা গ্রাহক তার নির্দেশিত পণ্যসামগ্রী একটি নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংকের নিকট হতে ক্রয় করে নিবে এ শর্তে ব্যাংক মুরাবাহা নীতিমালার ভিত্তিতে এলসি খুলবে। তবে মুরাবাহা নীতিমালাকে অনুসরণ করা হলে আমদানিকারকের জমাকৃত ১০০% টাকাকে পণ্যের মূল্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না। বরং তা ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে গণ্য করতে হবে। আমদানী সংক্রান্ত ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর ব্যাংক বিদেশী রপ্তানীকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে পণ্যের মালিক হবে এবং শুল্ক, ভ্যাট, পরিবহন খরচ ইত্যাদি পরিশোধ করে পোর্ট (বন্দর) হতে মালামাল ছাড় করিয়ে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। অতঃপর চুক্তি মোতাবেক গ্রাহক একটি নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংকের নিকট হতে মালামাল ক্রয় করে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে মালামাল ছাড় করিয়ে নিবে।

আমদানিকারকের জমাকৃত ১০০% টাকাকে যদি পণ্যের মূল্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং মালামাল বন্দর থেকে ছাড় করানোর জন্যে শুল্ক, ভ্যাট, পরিবহন ও অন্যান্য খরচ বাবদ গ্রাহকের অনুরোধে ব্যাংক বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে, তাহলে এক্ষেত্রে তা আর মুরাবাহা পদ্ধতি হবে না; বরং মুশারাকা পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে। কারণ মালামাল ক্রয় ও ছাড় করণে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়েই অংশীদার।

২. মুশারাকা ঃ ব্যাংক আমদানিকারক/গ্রাহকের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মুশারাকা নীতিমালার ভিত্তিতে এল সি খুলতে পারে। এক্ষেত্রে আমদানিকারকের জমাকৃত অর্থকে পণ্যের মূল্য হিসাব গণ্য করা হবে। অতঃপর বন্দরে মালামাল আসার পর ব্যাংক মালামালের সম্পূর্ণ বা আংশিক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সি এন্ড এফ চার্জ, পরিবহন ইত্যাদির খরচ নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে আমদানী বাণিজ্যে ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে অংশীদার হবে। অতঃপর আমদানী মালমাল বিক্রি করে যদি মুনাফা হয় তাহলে অর্জিত মুনাফা চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও আমদানিকারকের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর লোকসান হলে ব্যাংক ও আমদানিকারক তাদের স্বস্ব পুঁজির অনুপাতে লোকসান বহন করবে। এ পদ্ধতি ব্যাংকের জন্যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

www.pathagar.com

আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার নীতিমালা ও পদ্ধতি (Marginal L.C)

আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে দু'ধরনের অবস্থা হতে পারে। যেমন ঃ

১. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ব্যতীত আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা;

২. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা।

১. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ব্যতীত আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা হলে ঃ

আমদানিকারক/গ্রাহক তার কাঙ্খিত মালামাল বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্যে মালামালের মূল্যের সাকুল্য অর্থ (100% of Invoice value) এলসি খোলার পূর্বে ব্যাংকে জমা দিতে সক্ষম না হয়ে মালামালের আংশিক মূল্য সিকিউরিটি হিসেবে (যেমন এলসি মূল্যের ২৫%, ৩০%, ৫০% ইত্যাদি হারে) ব্যাংকে জমা দিয়ে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করে এবং মালের অবশিষ্ট ক্রয়মূল্য (Invoice value) ডকুমেন্টস আসার সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দিয়ে ব্যাংক থেকে ডকুমেন্টস নিয়ে বন্দর থেকে মালামাল সম্পূর্ণ নিজ খরচে ছাড় করাবে বলে অঙ্গীকার করে। একে আংশিক সিকিউরিটি ভিত্তিক এলসি (Marginal L/c) এবং ডকুমেন্টস নগদ ছাড়করণ (Cash retirement) বলে। এছাড়া এলসি খোলা এবং বন্দর থেকে মালামাল ছাড়করণ সম্পর্কিত খরচ যেমন ইন্সুরেন্স, ডাক, টেলেক্স, শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ আমদানিকারক নিজ তহবিল হতে বহন করবে বলেও অংগীকার করে। **এক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে প্রতিনিধি ও জামিনদার (Guarantor) হিসেবে এল সি খোলে এবং রপ্তানীকারককে**

www.pathagar.com

তার মালামালের মূল্য পরিশোধের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ অবস্থায় প্রস্তাবিত এলসি'র বিপরীতে আমদানিকারকের সিকিউরিটি (Security) অর্থাৎ জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের নিকট আমদানিতব্য মালামালের আংশিক মূল্য হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের অত্যধিক ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং ব্যাংকের দায়িত্বও বেশী থাকে। তাই Marginal L/C-তে ১০০% সিকিউরিটি ভিত্তিক এলসি'র তুলনায় কিছু বেশী কমিশন লাভের ভিত্তিতে ব্যাংক এলসি খুলে থাকে এবং ডকুমেন্টস আসার পর খুব কম সময়ের মধ্যে আমদানিকারক ব্যাংক থেকে ডকুমেন্টস নিয়ে সম্পূর্ণ নিজ খরচে বন্দর থেকে মালামাল ছাড় করিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না। তবে ব্যাংক-কে জামিনদার হিসেবে অত্যন্ত ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং অধিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

২. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা হলে ঃ

আমদানিকারক যদি পণ্যের আংশিক মূল্য জমা দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য কিংবা বন্দর থেকে মালামাল ছাড় করানোর আনুষংগিক খরচ যেমন আমদানী মালামালের শুল্ক, ভ্যাট, সি এন্ড এফ চার্জ, পরিবহন ইত্যাদি সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্বাহের জন্যে এলসি খোলার পূর্বেই ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ এলসি খোলার জন্যে আবেদন করে এবং ব্যাংকও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক-কে পূর্বের ন্যায় মুরাবাহা অথবা মুশারাকা এর যে কোন একটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হয়। মুশারাকা পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে আমদানী কারকের জমাকৃত অর্থকে পণ্যের মূল্য (আংশিক মূল্য) হিসেবে গণ্য করা হবে। আর মুরাবাহা পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হলে আমদানিকারকের জমাকৃত অর্থকে আমদানিতব্য পণ্যের মূল্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না বরং ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হতে প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

www.pathagar.com

শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার নীতিমালা ও পদ্ধতি

শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে দু'ধরনের অবস্থা হতে পারে। যেমন ঃ

১. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর পণ্যের মূল্য, শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ব্যতীত শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা;

২. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর পণ্যের মূল্য, শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা।

১. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর পণ্যের মূল্য, শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ব্যতীত শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা হলে ঃ

গ্রাহক তার কাঙ্খিত মালামাল বিদেশের নির্ধারিত কোম্পানীর নিকট হতে আমদানি করার লক্ষ্যে এলসি খোলার জন্যে ব্যাংকে আবেদন জানায়। কিন্তু মালামালের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্রয়মূল্য কিংবা কোন নগদ জামানত (Cash Security) ব্যাংকে জমা দিতে সক্ষম হয় না। অবশ্য এক্ষেত্রে গ্রাহক বিশ্বস্ততার জন্যে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি যেমন জায়গা জমি, বাড়ি ঘর, দালান কোটা ইত্যাদি ব্যাংকে জামানত হিসেবে বন্ধক রাখতেও পারে কিংবা নাও রাখতে পারে। এছাড়া এলসি খোলার অন্যান্য খরচ যেমন, ইন্সুরেন্স, টেলেক্স চার্জ, পোস্টেজ চার্জ ইত্যাদি গ্রাহক বহন করে এবং ডকুমেন্টস আসার সাথে সাথে গ্রাহক মালামালের মূল্যের সাকুল্য অর্থ ব্যাংকে জমা দিবে বলে অংগীকার করে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক তার গ্রাহকের প্রতি বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে গ্রাহকের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে এলসি খুলে থাকে। এরূপ এলসিকে বলা হয় শূন্য মার্জিনে (Nil margin) এলসি খোলা। এক্ষেত্রে ব্যাংক মালামালের মূল্য পরিশোধ করার জন্যে গ্রাহকের পক্ষে জামিনদার (Guarantor) ও

www.pathagar.com

প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংকের দায়িত্ব ও ঝুঁকি থাকে সর্বাধিক। ব্যাংক গ্রাহকের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ/কমিশনের ভিত্তিতে এসকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অতঃপর ডকুমেন্টস আসার পর গ্রাহক তার অংগীকার অনুযায়ী মালামালের মূল্যের সাকুল্য অর্থ পরিশোধ করে এবং সম্পূর্ণ নিজ খরচে বন্দর হতে মালামাল ছাড় করিয়ে নেয়।

২. এলসি খোলার পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানী উত্তোর পণ্যের মূল্য, শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার জন্যে আবেদন করা হলে ঃ

শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে আমদানিকারক যদি এলসি খোলার পূর্বেই ব্যাংকের ১০০% বিনিয়োগ সুবিধাসহ এলসি খোলার জন্যে আবেদন করে এবং ব্যাংক তাতে সম্মত হয় তাহলে এক্ষেত্রে মুরাবাহা পদ্ধতিকে অনুসরণ করবে। মুরাবাহা পদ্ধতিতে গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে আমদানি পণ্য সামগ্রী একটি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে নিবে; এ চুক্তিতে ব্যাংক পণ্য সামগ্রী আমদানী করবে। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। গ্রাহক পূর্ব চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকের পাওনা অর্থাৎ পণ্যের বিক্রয় মূল্য এক সাথে পরিশোধ করে সমস্ত মালামাল এক সাথে সরবরাহ নিতে পারবে। অথবা যত টাকা পরিশোধ করবে তত টাকার মালামালও সরবরাহ নিতে পারবে। ব্যাংক পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করবে।

শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক যদি এলসি খোলার পূর্বেই আমদানী উত্তোর ব্যাংকের ১০০% বিনিয়োগ সুবিধা না চেয়ে বরং আংশিক বিনিয়োগ সুবিধাসহ এলসি খোলার জন্যে আবেদন করে এবং ব্যাংক তাতে সম্মতি হয় তাহলে এক্ষেত্রে মুশারাকা পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হবে।

www.pathagar.com

১০০% মার্জিনের এলসিতে আমদানী উত্তোর বিনিয়োগ পদ্ধতি

১০০% সিকিউরিটি ভিত্তিক এলসি খোলার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ব্যাংকের কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না। ব্যাংক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ বা কমিশন এর বিনিময়ে আমদানী বাণিজ্যে গ্রাহকের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। অতঃপর শিপিং ডকুমেন্টস ব্যাংকে পৌঁছার পর গ্রাহক পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সম্পূর্ণ নিজ খরচে ও নিজ দায়িত্বেই ব্যাংক থেকে শিপিং ডকুমেন্টস নিয়ে পোর্ট (port) থেকে মালামাল ছাড় করিয়ে নেয় (যদি শিপিং ডকুমেন্টস-এ কোন ত্রুটি না থাকে)। কোন কোন সময় দেখা যায় গ্রাহক তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মালামালের শুল্ক, ভ্যাট, সি এন্ড এফ চার্জ, পরিবহন ইত্যাদির খরচ সম্পূর্ণ বা আংশিক নিজ তহবিল হতে নগদ পরিশোধ করে পোর্ট থেকে মালামাল ছাড় করাতে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় গ্রাহক উপরোক্ত খরচ মিটানোর জন্যে ব্যাংকের নিকট বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্যে আবেদন করে। এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক নিম্নের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

১. মুরাবাহা পদ্ধতি ঃ ব্যাংক এক্ষেত্রে মুরাবাহা নীতিমালার ভিত্তিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে। ব্যাংক ও আমদানীকারকের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এবং আমদানী কারক আমদানী পণ্য ব্যাংকের নিকট হতে লাভসহ একটি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে নিবে এ শর্তে ব্যাংক আমদানী পণ্যের মূল্য ও অন্যান্য খরচ যেমন ঃ শুল্ক, ভ্যাট, পরিবহন ইত্যাদি পরিশোধ করে পণ্যের মালিক হবে। অতঃপর ব্যাংক পোর্ট থেকে মালামাল ছাড় করে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। গ্রাহক চুক্তি মোতাবেক পণ্যের মূল্য এক সাথে পরিশোধ করে ব্যাংকের গুদাম হতে মালামাল ডেলিভারী নিতে পারবে অথবা যত টাকা পরিশোধ করবে তত টাকার মালামাল ডেলিভারী নিতে পারবে। এভাবে ব্যাংক ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করবে।

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে যে, মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমদানী কারক এলসি খোলার সময় যে ১০০% মূল্য ব্যাংকে জমা দিয়ে ছিল তা আমদানী পণ্যের মূল্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না। বরং তা ব্যাংকের নিকট সিকিউরিটি অর্থাৎ জামানত হিসেবে গণ্য করতে হবে। যদি আমদানী পণ্যের মূল্য হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তা আর মুরাবাহা হবে না, বরং মুশারাকা নীতিমালাকে অনুসরণ করতে হবে।

২. মুশারাকা পদ্ধতি ঃ ব্যাংক মুশারাকা নীতিমালার ভিত্তিতে মালামালের শুল্ক, ভ্যাট, সি এন্ড এফ চার্জ, পরিবহন খরচ ইত্যাদি বহন করতে পারে। যেহেতু ১০০% এলসিতে গ্রাহক কর্তৃক মালামালের ক্রয় মূল্য (L/C Value) পরিশোধ করা হয়েছে, কাজেই অন্যান্য খরচ সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যাংক বহন করে গ্রাহকের সাথে মালামালের মালিকানায় অংশীদার হতে পারে। অতঃপর মালামাল বিক্রি করে যদি মুনাফা অর্জিত হয় তাহলে চুক্তি মোতাবেক মুনাফা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাগ করা হবে। আর যদি লোকসান হয় তাহলে ব্যাংক ও গ্রাহক কর্তৃক প্রত্যেকের মূলধনের অনুপাতে লোকসান বহন করতে হবে। এ পদ্ধতি ব্যাংকের জন্যে অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ।

৩. কর্জ (Guard) ঃ মালামালের শুল্ক, ভ্যাট, সি এন্ড এফ এজেন্ট এর চার্জ, পরিবহন খরচ ইত্যাদি পরিশোধের জন্যে ব্যাংক গ্রাহককে কর্জে হাসানা প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হতে কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। তবে কর্জ প্রদান করা হলে ব্যাংক আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যেহেতু ব্যাংকে সংরক্ষিত অর্থ হচ্ছে জনগণের অর্থ, তাদের সঞ্চিত আমানত এবং বিনিয়োগ; কাজেই জনগণের অর্থের যাতে কোন ক্ষতি না হয় এবং একাউন্ট হোল্ডারদেরকে যাতে ভাল মুনাফা প্রদান করা যায় সে দিকেও ব্যাংককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আংশিক বা শূন্য মার্জিনের এলসিতে আমদানী উত্তোর বিনিয়োগ পদ্ধতি

সিকিউরিটি ভিত্তিক (Marginal L/C) তথা আংশিক মার্জিন অথবা শূণ্য মার্জিনে (Nil Margin) এলসি খোলার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, শিপিং ডকুমেন্টস ব্যাংকে পৌঁছার পর গ্রাহক তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি

www.pathagar.com

মোতাবেক মালামালের অবশিষ্ট/সম্পূর্ণ মূল্য (L/C Value) তাৎক্ষণিক বিবিধ কারণে নগদ পরিশোধ করে ডকুমেন্টস ছাড় করাতে সক্ষম হয় না। এছাড়া পোর্ট থেকে মালামাল ছাড় করার প্রয়োজনীয় খরচ যেমন– শুল্ক, ভ্যাট, পরিবহন ইত্যাদির সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ বহন করার সামর্থ্যও থাকে না। এমতাবস্থায় গ্রাহক ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্যে এবং বিদেশী সরবরাহকারীকে মালামালের মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার জন্যে আবেদন করে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিম্নলিখিত যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

ক) মুরাবাহা পদ্ধতি ঃ মুরাবাহা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক আমদানী মালামালের বিপরীতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক তার গ্রাহক/আমদানী কারকের অনুরোধে এবং গ্রাহক ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ে একটি নির্ধারিত মূল্যে (ক্রয় মূল্য + অন্যান্য খরচ + লাভ) ব্যাংকের নিকট থেকে মালামাল ক্রয় করে নিবে এ শর্তে ব্যাংক মালামালের মূল্য বিদেশী সরবরাহকারীকে পরিশোধ করে দিবে। এছাড়া ব্যাংক মালের শুল্ক, ভ্যাট, পরিরহন ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করে মালামাল ব্যাংকের আয়ত্বাধীন নিয়ে আসবে। এতে আমদানিকারকের অনুরোধে মূল্য পরিশোধ সূত্রে মালামালের উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। গ্রাহক তার চুক্তি মোতাবেক মালামালের বিক্রয়মূল্য এক সাথে পরিশোধ করে সমস্ত মালামাল এক সাথে ব্যাংকের নিকট হতে ডেলিভারী নিতে পারবে। অথবা চুক্তি মোতাবেক যত টাকা পরিশোধ করবে তত টাকার মালামাল ডেলিভারী নিতে পারবে। অথবা মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় জামানতের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক আমদানীকারককে আগে মালামাল সরবরাহ দেয়া হবে এবং মূল্য পরিশোধ করা হবে ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে। মুরাবাহা পদ্ধতিতে যদি বিনিয়োগ দেয়া হয় তাহলে এলসি খোলার সময় এবং পরবর্তীতে আমদানীকারক ব্যাংকে সিকিউরিটি হিসেবে যে অর্থ জমা দিয়েছিল তাকে মালামালের আংশিক মূল্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না; বরং তা ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

খ) মুশারাকা ঃ আংশিক মার্জিন বা শূণ্য মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে আমদানী মালামালের বিপরীতে ব্যাংক মুশারাকা পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে। মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে আমদানীকারকের দেয়া সিকিউরিটির টাকাকে মালের আংশিক মূল্য হিসেবে গণ্য করতে হবে, জামানত হিসেবে নয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক আমদানীকারকের নিকট হতে নির্দিষ্ট করে কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। বরং মালামাল বিক্রি করে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা চুক্তি মোতাবেক (যেমন– ৫০% ঃ ৫০%; ৬০% ঃ ৪০% ইত্যাদি হারে) ব্যাংক এবং আমদানীকারকের মধ্যে ভাগ করা হবে। আর যদি লোকসান হয় তাহলে প্রত্যেকের বিনিয়োগকৃত মূলধনের অনুপাতে লোকসান বহন করতে হবে। মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা ব্যাংকের জন্যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

গ) মুদারাবা ঃ আংশিক মার্জিন বা শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংক মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতেও গ্রাহককে সম্পূর্ণ পুঁজি সরবরাহ দিতে পারে। ব্যাংক কেবল পুঁজি সরবরাহ করবে আর গ্রাহক মাল আমদানি করে তা বিক্রি করবে। এক্ষেত্রেও ব্যাংক নির্দিষ্ট করে কোন মুনাফা আদায় করতে পারে না। বরং আমদানী কারবারে যদি কোন মুনাফা আর্জিত হয় তাহলে তা চুক্তি মোতাবেক ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে ভাগ করা হবে; আর লোকসান হলে পুঁজির মালিক হিসেবে ব্যাংককেই বহন করতে হবে। তবে ব্যাংক যদি এলসি খোলা এবং আমদানী বাণিজ্যের অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্যে আমদানি কারকের প্রতিনিধি (উকিল) ও জামিনদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে ব্যাংক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ কিংবা বিশেষ ফী আদায় করতে পারবে। মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করাও ঝুঁকি পূর্ণ। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের অসততার কারণে ব্যাংকের মুনাফাতো দূরের কথা মূলধনও গায়েব হতে পারে।

ঘ) কর্জ (Quard) ঃ আংশিক বা শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার পর আমদানী উত্তোর আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ এবং বন্দর হতে মালামাল ছাড় করানো সম্পর্কিত যাবতীয় খরচ নির্বাহে ব্যাংক আমদানীকারককে কর্জ হিসেবে প্রদান করতে পারে। কর্জ এর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। এ পদ্ধতি ব্যাংকের জন্যে আর্থিকভাবে ক্ষতি ও ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

www.pathagar.com

আমদানী উত্তোর স্বল্প সময়ের জন্যে বিনিয়োগ নীতিমালা

আমদানি বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক সমূহকে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। কারণ ব্যাংক কাউকে সুদ প্রদান করে না এবং কারো নিকট হতে সুদ গ্রহণও করে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যাংকে শিপিং ডকুমেন্টস আসার পর গ্রাহক তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অর্থের অভাবে মালামালের অবশিষ্ট বা সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে তাৎক্ষণিক ডকুমেন্টস ছাড় করায় না বা করতে পারে না; বরং কয়েকদিন সময় চায় এবং বিদেশী সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করে দেয়ার জন্যে ব্যাংককে অনুরোধ করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে ডকুমেন্টস ছাড় করায়ে পোর্ট থেকে সম্পূর্ণ নিজ খরচে মালামাল ছাড় করাবে বলে পুনঃ অংগীকার করে। অবশ্য বৈদেশিক বিনিময় নীতি অনুসারে (Foreign Exchange Regulation Act), Uniform customs and practice for Documentary Credit (Revised 1993) এবং ব্যাংকের অঙ্গীকার (Commitment) অনুযায়ী বিদেশী সরবরাহকারীকে ৭২ ঘন্টা তথা ৩ দিনের মধ্যে মালের মূল্য পরিশোধ করতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। এমতাবস্থায় ব্যাংক নিম্নের যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে ঃ

১. **মুরাবাহা ঃ** ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে মুরাবাহা পদ্ধতিতে আমদানী মালের মূল্য (L/C Value) নিজ তহবিল হতে পরিশোধ করে ক্রয় সূত্রে মালের মালিক হয়ে যাবে। মালামাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। মালামাল পোর্ট থেকে ছাড় করানোর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ব্যাংকেরই আয়ত্ত্বধীন থাকবে। যেহেতু ব্যাংক ডকুমেন্টস নিয়ে ডীল (Deal) করে এবং ডকুমেন্টস এর উপরই নির্ভর করে মালামাল বুঝে পাওয়া, আর না পাওয়া এবং এটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। সুতরাং এ হিসেবে ডকুমেন্টসকেই মালামালের স্থলাভিষিক্ত ধরা হবে। গ্রাহকও একটি নির্ধারিত মূল্যে মালামাল ব্যাংকের নিকট হতে ক্রয় করে নেয়ার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হবে। ব্যাংক কর্তৃক আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ (Foreign Payment) করার পর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। পরবর্তীতে গ্রাহক এসে চুক্তিমোতাবেক ব্যাংকের টাকা পরিশোধ

www.pathagar.com

করে ডকুমেন্টস ব্যাংক থেকে নিয়ে পোর্ট হতে মালামাল ছাড় করিয়ে নিবে। কিন্তু এক্ষেত্রে গ্রাহক যদি তার চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা পোর্ট হতে অন্যান্য যাবতীয় খরচ দিয়ে মালামাল ব্যাংকের গুদামে বা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ব্যাংকের নিকট আবেদন করে তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক সম্পূর্ণ খরচ তথা শুল্ক, ভ্যাট, পরিবহন ইত্যাদি খরচ বহন করে পোর্ট হতে মালামাল ছাড় করিয়ে ব্যাংকের গুদামে নিয়ে আসবে। অতঃপর গ্রাহক চুক্তি মোতাবেক মালামালের মূল্য একসাথে বা কিস্তিতে পরিশোধ করে ব্যাংকের গুদাম হতে মালামাল ডেলিভারী নিয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে যে, এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার মালের ক্রয় বিক্রয় চুক্তি করা যায় না। কারণ এতে একই জিনিসের দুইবার ক্রয় বিক্রয় হয় যা শরীয়া সম্মত নয়। কারণ ব্যাংক যখন মালের মূল্য (Foreign Payment) পরিশোধ করেছিল তখনই ব্যাংক গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী মালের মালিক হয়েছিল এবং গ্রাহক মালের মূল্য পরিশোধ করে ব্যাংকের নিকট হতে মালামাল ডেলিভারী নিবে এ শর্তে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কাজেই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের পর যদি গ্রাহকের মালামাল নেয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রথম বারই মুরাবাহা (Murabaha Post Import) পদ্ধতিতে ব্যাংকের গুদামে মালামাল রাখার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত। নতুবা একই জিনিসের দুইবার কেনা বেচা হবে যা শরীয়াহ সম্মত নয়।

২. কর্জ (Quard)ঃ ব্যাংক স্বল্প সময়ের জন্যে গ্রাহককে কর্জ (Quard) প্রদান করতে পারে, যা দিয়ে মালামালের মূল্য পরিশোধ করা হবে এবং এর বিপরীতে কোন মুনাফা আদায় করা যাবে না। ডকুমেন্টস (আমদানী পণ্য) ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে থাকবে। কিন্তু আমদানী পণ্যের মালিক থাকবে গ্রাহক বা আমদানী কারক। অতঃপর গ্রাহক একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে তার পূর্ব চুক্তি মোতাবেক ডকুমেন্টস ছাড় করিয়ে নিবে। কর্জ প্রদানের পর পরবর্তীতে গ্রাহক যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে ডকুমেন্টস ছাড় করাতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাংক নিজ খরচে পোর্ট থেকে মালামাল ছাড় করিয়ে তা নিলামে বিক্রি করে ব্যাংকের পাওনা আদায় করবে। এতে যদি সম্পূর্ণ পাওনা আদায় না হয় তাহলে অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্যে ব্যাংক চুক্তি মোতাবেক আমদানীকারকের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আদালতে মামলা দায়ের করবে। অন্যদিকে আমদানীকারক যদি মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধার জন্যে আবেদন করে তাহলে গ্রাহক ব্যাংকের নিকট হতে একটি নির্ধারিত মূল্যে মালামাল ক্রয় করে নিবে এ শর্তে ব্যাংক মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে।

ব্যাক টু ব্যাক এল সি খোলা
(রপ্তানীর উদ্দেশ্যে আমদানি)

রপ্তানিকারক রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির জন্যে ব্যাংকের নিকট Back to Back L/C খোলার জন্যে আবেদন জানায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের একান্ত অনুরোধে Export L/C (Master L/c) এর বিপরীতে রপ্তানি পণ্য তৈরীর লক্ষ্যে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির জন্যে বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে (Deferred basis) ব্যাক টু ব্যাক এল সি (Back to Back L/C) খুলে থাকে। বিনিময়ে ব্যাংক তার মুয়াক্কিল এর নিকট হতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ব্যাংকের নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ (কমিশন) গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে Export L/C (master L/C) ব্যাংকের নিকট Lien থাকে। অর্থাৎ ব্যাংকের দায় দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত master L/C ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকে।

আভ্যন্তরীণ এলসি (Inland L/C)

ইসলামী ব্যাংক সমূহ আভ্যন্তরীণ আমদানি বাণিজ্যের (Inland L/C) ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে আভ্যন্তরীণ এলসি (Inland L/C) খোলা, এলসি এ্যাডভাইজ করা ইনলেন্ড বিল নেগোসিয়েট করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। ব্যাংক বিনিময়ে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে কমিশন/সার্ভিস চার্জ আদায় করে। এছাড়া ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে তথা, মুরাবাহা, মুশারাকা, কর্জ (Quard) ইত্যাদি পদ্ধতিতে আভ্যন্তরীণ আমদানী বাণিজ্যে প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগ করে মালামাল ক্রয় বিক্রয় করে থাকে। আভ্যন্তরীণ এলসি-র ক্ষেত্রে ব্যাংক বৈদেশিক এলসি-র (Foreign L/C) পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। আমদানি বাণিজ্যে সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্যে ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিল ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

রপ্তানি বাণিজ্য (Export)

Traditional Bank গুলোর ন্যায় Islami Bank সমূহ রপ্তানি বাণিজ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে রপ্তানি বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম সুদ ভিত্তিক নয় বরং ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে সুদবিহীনভাবে পরিচালিত। ব্যাংক তার মুয়াক্কিল (রপ্তানিকারক) এর সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ এর বিনিময়ে এলসি এ্যাডভাইজিং (L/C Advising), এমেন্ডম্যান্ট ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া ফরেন বিল পারচেজ, বিল কালেকশন, রপ্তানি বাণিজ্যে বিনিয়োগ ইত্যাদি ইসলামী ব্যাংক শরীয়া নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করে। রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিল আরো ব্যাপক ভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

রপ্তানি পূর্ব বিনিয়োগ নীতিমালা ও পদ্ধতি

দেশীয় রপ্তানিকারকগণ তথা ব্যাংকের গ্রাহক বিদেশস্থ আমদানিকারকের নিকট হতে এলসি (Export L/C) অর্থাৎ মালামাল সরবরাহের অর্ডার পাওয়ার পর অনেক সময় রপ্তানিকারক স্বীয় পুঁজির অভাবে রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। এমতাবস্থায় রপ্তানিকারক কাঁচামাল ক্রয়, রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা, পরিবহন খরচ ও অন্যান্য ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে ব্যাংকের নিকট বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্যে আবেদন করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রপ্তানি কারককে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে।

(১) বাই মুশারাকা পদ্ধতি (Musharaka Pre-shipment) ঃ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয়, পরিবহন ইত্যাদির ব্যয় ভার নির্বাহের জন্যে ইসলামী ব্যাংক তার মুয়াক্কিল/ রপ্তানিকারকের সাথে মুশারাকা অর্থাৎ লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। অতঃপর রপ্তানীকৃত পণ্য থেকে যদি মুনাফা অর্জিত হয় তাহলে অর্জিত মুনাফা চুক্তি মোতাবেক ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের মধ্যে পূর্ব

www.pathagar.com

নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেয়া হবে। আর লোকসান হলে ব্যাংক এবং রপ্তানিকারক তাদের পুঁজির অনুপাতে লোকসান বহন করবে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিপরীতে রপ্তানিকারকের নিকট হতে নির্দিষ্ট করে কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। ব্যাংক তার অর্থের নিরাপত্তা ও বিশ্বস্তার জন্যে রপ্তানিকারকের নিকট হতে যে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখবে। এছাড়া Master L/C ব্যাংকে Lien (দায়বদ্ধ) থাকবে। এ পদ্ধতিকে মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট অর্থাৎ 'রপ্তানী পূর্ব মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ' বলা হয়।

(২) বাই মুদারাবা পদ্ধতি (Mudaraba Pre-shipment) ঃ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয়, রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা, পরিবহন ইত্যাদির সম্পূর্ণ ব্যয় ভার নির্বাহে রপ্তানিকারক যদি সম্পূর্ণরূপে অসামর্থ্য হয় তাহলে ব্যাংক মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে পুঁজির যোগান দিতে পারে। অতঃপর রপ্তানীকৃত পণ্য থেকে মুনাফা অর্জিত হলে চুক্তি মোতাবেক অর্জিত মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে ভাগ করে নেয়া হবে। আর লোকসান হলে পুঁজির মালিক হিসেবে ব্যাংকের একাই সম্পূর্ণ লোকসান বহন করতে হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক রপ্তানিকারকের নিকট হতে নির্দিষ্ট করে কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। ব্যাংক রপ্তানি কারকের নিকট হতে প্রয়োজনে জামানত গ্রহণ করবে। এছাড়া Master L/C ব্যাংকের নিকট Lien (দায়বদ্ধ) থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংককে অত্যাধিক ঝুঁকি বহন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মুয়াক্কিলের অসততার জন্যে ব্যাংকের মূলধনই লাপাত্তা হয়ে যেতে পারে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় মুদারাবা প্রি-শিপমেন্ট অর্থাৎ 'রপ্তানী পূর্ব মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ'।

(৩) বাই সালাম পদ্ধতি (Bai-Salam Pre-shipment) ঃ রপ্তানিযোগ্য পণ্য সামগ্রী রপ্তানিকারকের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে (রপ্তানি মূল্যের চেয়ে তুলনামূলক কম মূল্যে) ক্রয় করার শর্তে ব্যাংক বাই সালাম পদ্ধতিতে রপ্তানিকারককে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দিবে। ব্যাংক চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য গ্রাহককে একসাথে অথবা কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধ করতে পারে, আবার আংশিক মূল্যও পরিশোধ করতে পারে। রপ্তানিকারক ব্যাংকের এ অর্থ দিয়ে কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্য

www.pathagar.com

সামগ্রী উৎপাদন করার পর একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের মালিকানায় লিখিতভাবে পণ্য হস্তান্তর করে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করবে। এতে পণ্যের উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক নিজেই বিদেশের নির্ধারিত আমদানিকারকের নিকট বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে পণ্য রপ্তানি করবে; কিন্তু ব্যাংক যেহেতু নিজে তা রপ্তানি করতে পারে না; কারণ Export L/C হচ্ছে ব্যাংকের গ্রাহকের নামে। তাই ব্যাংক ও মুয়াক্কিলের মধ্যে পূর্ব চুক্তিমোতাবেক মুয়াক্কিল/রপ্তানিকারক রপ্তানি কাজে ব্যাংককে সহযোগিতা করবে। এ বিষয়ে ব্যাংক এবং গ্রাহকের (রপ্তানিকারক) মধ্যে পূর্বেই একটি ওকালতনামা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক নিজে ব্যাংকের উকিল (প্রতিনিধি) হিসেবে মালামাল রপ্তানি কাজে ব্যাংক-কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে; অন্যদিকে ব্যাংকও রপ্তানীকারকের উকিল হিসেবে রপ্তানী পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করবে। শিপিং ডকুমেন্টস-এ রপ্তানীকারক ও ব্যাংকের নাম, ঠিকানা সবকিছু উল্লেখ থাকবে এবং পরবর্তীতে ব্যাংকের নামেই পে-মেন্ট আসবে অর্থাৎ বিদেশস্থ আমদানীকারক পণ্যের মূল্য ব্যাংক-কেই পরিশোধ করবে। ব্যাংক রপ্তানি পণ্যের ক্রয়.ও রপ্তানী মূল্যের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করবে।

বাই সালাম পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক গ্রাহকের (রপ্তানি-কারকের) নিকট হতে পণ্য ক্রয় করার পর উক্ত মালামালের শিপিং ডকুমেন্টস ব্যাংক পুনরায় ক্রয় (Purchase) করতে পারে না। কারণ এতে একই মালামালের দুইবার ক্রয় বিক্রয় হয়ে যায় যা শরীয়া সম্মত নয়। রপ্তানীকারক যখন ব্যাংকের উকিল হিসেবে মালামাল রপ্তানী করে ব্যাংকের নিকট ডকুমেন্টস দাখিল করবে তখন এ ডকুমেন্টস এর মালিক পূর্ব চুক্তি মোতাবেক ব্যাংক হবে। যেহেতু পণ্যের মূল্য তো আগেই বাই সালাম পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হয়ে গেছে। তবে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য যদি আগে পরিশোধ না হয়ে থাকে বরং আংশিক পরিশোধ হয়ে থাকে তাহলে চুক্তির শর্তানুযায়ী ডকুমেন্টস দাখিল করার পর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য ব্যাংক গ্রাহককে পরিশোধ করে দিবে এবং আরো অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) বিদেশী আমদানী- কারকের পে-মেন্ট পাওয়ার পর পরিশোধ করে দিবে। এভাবে ব্যাংক বাই সালাম পদ্ধতিতে রপ্তানি কারককে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় বাই-সালাম

www.pathagar.com

প্রি-শিপমেন্ট অর্থাৎ 'রপ্তানী পূর্ব বাই-সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ'। রপ্তানির ক্ষেত্রে বাই-সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করাই তুলনামূলক শ্রেয় হবে।

৪. বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি (Bai-Muajjal) ঃ ব্যাংক তার মুয়াক্কিল/রপ্তানিকারকের অনুরোধে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্যে তার নির্দেশিত কাঁচামাল ক্রয় করে ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে রপ্তানিকারককে সরবরাহ দিতে পারে। ব্যাংক কমমূল্যে ক্রয় করবে এবং কিছু বেশী মূল্যে বিক্রয় করবে। ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করবে। ব্যাংক প্রয়োজনে রপ্তানিকারকের নিকট হতে জামানতও গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া Export L/C (Master L/C) ও Lien (ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ) রাখতে পারে। অতঃপর রপ্তানিকারক রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করে তা রপ্তানি করবে। রপ্তানী পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির পর রপ্তানীকারক চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকের পাওনা অর্থাৎ কাঁচামালের ক্রয় মূল্য পরিশোধ করে দিবে। এ পদ্ধতিকে বলা হবে বাই মুয়াজ্জাল প্রি-শিপমেন্ট অর্থাৎ 'রপ্তানী পূর্ব বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ'।

৫. কর্জ (Quard) ঃ রপ্তানিকারক স্বীয় পুঁজির অভাবে রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের বেতন ভাতা, পরিবহন খরচ ইত্যাদির ব্যয় ভার নির্বাহে অপারগ হয়ে ব্যাংকের নিকট নগদ আর্থিক সহযোগিতার জন্যে আবেদন করে। ব্যাংক গ্রাহকের একান্ত অনুরোধে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে কর্জ হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক রপ্তানিকারকের নিকট হতে কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। তবে ব্যাংক যেহেতু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্জে হাসানা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তাকে এ কাজে শ্রম দিতে হয় তাই ব্যাংক রপ্তানিকারকের নিকট হতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বিশেষ ফি আদায় করতে পারে। রপ্তানিকারক এ অর্থ দিয়ে রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করবে। অতঃপর রপ্তানী পণ্যের মূল্য (Payment) পেয়ে রপ্তানীকারক ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে দিবে।

www.pathagar.com

ফরেন বিল পারচেজ (F B P) নীতিমালা ও পদ্ধতি

রপ্তানীকারক তার Export L/c এর বিপরীতে রপ্তানীযোগ্য নির্ধারিত পণ্য সামগ্রী ও কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন ও জাহাজীকরণ করার পর এতদ্‌সংক্রান্ত ডকুমেন্টস ব্যাংকে দাখিল করে এবং রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির জন্যে রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে ডকুমেন্টস বা বিল Purchase (ক্রয়) করার জন্যে ব্যাংকের নিকট আবেদন পেশ করে। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী ব্যাংক টাকার ক্রয় বিক্রয় করে না বরং পণ্যের ক্রয় বিক্রয় করে থাকে। আর টাকাকে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ টাকার দ্বারা পণ্যের ক্রয় বিক্রয়/বিনিময় করা হয়। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ রপ্তানী সংক্রান্ত ডকুমেন্টস তথা রপ্তানীকৃত পণ্যের বিল (Bill) Negotiate/ Purchase) (ক্রয়) করার ব্যাপারে বিলের অবস্থা, প্রকৃতি, ধরন, নমুনা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে, যেমন ঃ

১. সংশ্লিষ্ট রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে ব্যাংক রপ্তানী পূর্ব কোন বিনিয়োগ করেছে কিনা? ব্যাংক যদি কোন বিনিয়োগ না করে থাকে তাহলে–

ক) উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট (জাহাজীকরণ) করার পর সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ব্যাংককে দাখিল করা হয়েছে কিনা? যদি শিপমেন্ট করার পর সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস দাখিল করা হয় তাহলে এক ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

খ) উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট (জাহাজীকরণ) করার পূর্বেই যেরূপ ব্যবস্থা নেয়া যায়।

২. সংশ্লিষ্ট রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে ব্যাংক যদি রপ্তানী পূর্ব কোন বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে–

ক) উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট (জাহাজীকরণ) করার পর সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ব্যাংককে দাখিল করা হলে এক ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

খ) উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট (জাহাজীকরণ) করার পূর্বেই যেরূপ ব্যবস্থা নেয়া যায়।

www.pathagar.com

ডকুমেন্টস/বিল্স এর উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি অবস্থায় ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে কি কি পদ্ধতি/ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা নিম্নে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

১. সংশ্লিষ্ট রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে ব্যাংক রপ্তানী পূর্ব কোন বিনিয়োগ করেনি- এরূপ ডকুমেন্টস/ বিল্স পারচেজ- করণ পদ্ধতি ঃ

সংশ্লিষ্ট রপ্তানী পণ্যের কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদনের জন্যে ব্যাংক রপ্তানী পূর্ব কোন বিনিয়োগ করেনি বরং রপ্তানিকারক সম্পূর্ণ নিজ খরচে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করেছে- এরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক যদি পণ্য জাহাজীকরণের (Shipment) পর ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস তথা বিল পারচেজ (ক্রয়) করার জন্যে আবেদন করে তাহলে ব্যাংক এক ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। আবার পণ্য জাহাজীকরণের (Shipment) পূর্বেই যদি ব্যাংকের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে করা হয় তাহলে অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। নিম্নে তা আলোচিত হলো ঃ

ক. ব্যাংক বিনিয়োগ ব্যতীত উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট করার পর সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ব্যাংকে দাখিল করা হলে ঃ

রপ্তানীকারক অর্থাৎ ব্যাংকের গ্রাহক যদি তার Export L/C বা Master L/C এর বিপরীতে তাঁর ব্যাংক(Negotiating Bank) অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক থেকে কোন বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ ব্যতীত সম্পূর্ণ নিজ খরচে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে রপ্তানিযোগ্য নির্ধারিত পণ্য সামগ্রী ক্রয় বা উৎপাদন করতঃ জাহাজীকরণের পর রপ্তানী সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস (দলিলাদি) ইসলামী ব্যাংকে দাখিল করে এবং রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির জন্যে ডকুমেন্ট তথা বিল Purchase/Negotiate করার জন্যে ব্যাংকের নিকট আবেদন জানায় তাহলে এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক উল্লেখিত ডকুমেন্টস বা বিল পারচেজ (ক্রয়) করতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে ডকুমেন্টসকে রপ্তানীকৃত মালামালের স্থলাভিষিক্ত ধরা যায় না। কেননা রপ্তানীকারক কর্তৃক পূর্বেই মালামাল জাহাজীকরণের (Shipment) ফলে

www.pathagar.com

রপ্তানীকৃত মালামাল ব্যাংকের নিকট এখন আর হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং এর মালিকানাও রপ্তানীকারকের নেই। অথচ ইসলামী শরীয়ায় ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্যে বিক্রয়তব্য মালামাল বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে এবং তা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। ফলে এ ধরনের রপ্তানী উত্তর ডকুমেন্টস বা বিল ইসলামী ব্যাংক Purchase (ক্রয়) করতে পারে না। **সুতরাং রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক জাহাজীকরণ হয়ে থাকলে ফরেন বিল পারচেজ এর ক্ষেত্রে ব্যাংক নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।**

(১) কর্জ (Quard) ঃ ব্যাংক রপ্তানীকারককে তার বিলের বিপরীতে Bill amount এর চেয়ে তুলনামূলক কম পরিমাণ কর্জ হিসেবে প্রদান করবে। এ বিষয়ে ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। অর্থের নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার জন্যে প্রয়োজনে ব্যাংক রপ্তানীকারকের নিকট হতে জায়গা জমি, দালান কোটা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। অতঃপর ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের মধ্যে একটি ওকালতনামা স্বাক্ষরিত হবে। ওকালতনামায় রপ্তানীকারক ব্যাংককে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য সংগ্রহের জন্যে উকিল নিযুক্ত করবে। ওকালতনামার শর্তানুযায়ী ব্যাংকও রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য সংগ্রহের জন্যে রপ্তানী কারকের উকিল (প্রতিনিধি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। অতঃপর ব্যাংক রপ্তানী পণ্যের মূল্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস বিদেশস্থ আমদানীকারকের ব্যাংকে প্রেরণ করবে। ডকুমেন্টস এ রপ্তানীকারকের নাম, ঠিকানা এবং উকিল তথা ব্যাংকের নাম ঠিকানাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। অতঃপর ব্যাংক রপ্তানী পণ্যের মূল্য (Payment) পাওয়ার পর তা থেকে কর্জ হিসেবে দেয়া পূর্বের টাকা কর্তন করে বাকী অর্থ রপ্তানীকারক (ব্যাংকের গ্রাহককে) ফেরত দিবে।

কর্জ হিসেবে দেয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ব্যাংক কর্জ এর বিপরীতে রপ্তানীকারকের নিকট হতে কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। কারণ কর্জ এর ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে তা সুদ হবে। তবে ব্যাংক যেহেতু রপ্তানীকারকের পক্ষে উকিল হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করবে এবং এর জন্যে ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে হয় এবং বিবিধ খরচ বহন করতে হয় তাই এক্ষেত্রে ব্যাংক রপ্তানীকারকের সাথে পারস্পরিক

www.pathagar.com

আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে একটি বিশেষ ফী আদায় করতে পারে। এই ফী থেকে ব্যাংক তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য প্রশাসনিক খরচ নির্বাহ করবে এবং অতিরিক্ত যদি থাকে তা চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকের মুনাফা খাতে জমা হবে। এছাড়া বিলের বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করবে।

(২) কালেকশন ভিত্তিক (Collection Basis) ঃ ব্যাংক রপ্তানীকারককে তার রপ্তানী পণ্যের/ডকুমেন্টস এর বিপরীতে কোন কর্জ প্রদান করবে না বরং ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের মধ্যে একটি ওকালতনামা স্বাক্ষরিত হবে। ওকালতনামায় রপ্তানীকারক ব্যাংককে রপ্তানী পণ্যের মূল্য সংগ্রহের জন্যে উকিল নিযুক্ত করবে। অতঃপর ব্যাংক ওকালতনামার শর্তানুযায়ী রপ্তানী পণ্যের মূল্য সংগ্রহের জন্য Collection Basis-এ রপ্তানী পণ্যের ডকুমেন্টস বিদেশস্থ আমদানীকারকের ব্যাংকে প্রেরণ করবে এবং মূল্য প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ডকুমেন্টস-এ রপ্তানীকারক ও ব্যাংকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। রপ্তানী পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির পর ব্যাংক রপ্তানী পণ্যের মূল্য রপ্তানীকারককে পরিশোধ করে দিবে। আর রপ্তানী পণ্যের মূল্য পাওয়া না গেলে এর জন্যে ব্যাংক দায়ী হবে না। যেহেতু ব্যাংক উকিল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে, সেহেতু ব্যাংক রপ্তানীকারকের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় খরচ রপ্তানীকারকের নিকট হতে আদায় করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন বিনিয়োগ করতে হবে না এবং কোন আর্থিক ঝুঁকিও নেই।

সুতরাং রপ্তানীকারক তার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের (Negotiating Bank) কোন বিনিয়োগ ব্যতীত সম্পূর্ণ নিজ খরচে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে রপ্তানী পণ্যের কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন ও নিজ দায়িত্বে জাহাজীকরণের পর সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস যদি ব্যাংকে দাখিল করে এবং রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মূল্য প্রাপ্তির জন্যে বিল পারচেজ (ক্রয়) করার জন্যে ব্যাংকে আবেদন করে তাহলে উপরের যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ হয় রপ্তানীকারককে কর্জ দিতে হবে নতুবা Collection Basis-এ ডকুমেন্টস প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু এই উভয় অবস্থাতেই সমস্যা রয়েছে। যেমন কর্জ হিসেবে প্রদান করা হলে ব্যাংক

www.pathagar.com

আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ কর্জ এর বিপরীতে ব্যাংক কোন মুনাফা আদায় করতে পারে না। ফলে যারা ব্যাংকে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে টাকা জমা বা আমানত রেখেছিল তাদেরকে ব্যাংক কোন মুনাফা দিতে পারবে না। অপর দিকে Collection Basis-এ ডকুমেন্টস প্রেরণ করা হলে রপ্তানিকারকও রাজি হবে না। কারণ তার তৎক্ষণাৎ অর্থের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় রপ্তানিকারক কর্তৃক পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যা নিম্নরূপ ঃ

খ. ব্যাংক বিনিয়োগ ব্যতীত উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট করার পূর্বেই যেরূপ ব্যবস্থা নেয়া যায় ঃ

রপ্তানিকারক সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা বিনিয়োগ নিয়ে নির্ধারিত রপ্তানি পণ্য ক্রয় বা উৎপাদন করার পর তা জাহাজীকরণের পূর্বেই একটি নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংকের নিকট বিক্রি করবে এবং ব্যাংকও নির্ধারিত মূল্যে তথা L/C Value এর চেয়ে কম মূল্যে তা ক্রয় করে নিবে। এতদবিষয়ে ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। যেহেতু উল্লেখিত রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্যে ব্যাংক কোন অর্থ বিনিয়োগ করেনি কাজেই রপ্তানি পণ্যের মালিক রপ্তানিকারক। এক্ষেত্রে ব্যাংক তা মুরাবাহা অথবা বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয় করে নিতে পারে। ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবার পর রপ্তানিকারক পণ্যের মালিকানা ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে এবং ব্যাংকের যে কোন প্রতিনিধি (ব্যাংক কর্মকর্তা) ব্যাংকের পক্ষ থেকে রপ্তানি পণ্যের মালিকানা বুঝে নিবে। এতে রপ্তানি পণ্যের উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যাংক তার গ্রাহকের (রপ্তানিকারকের) সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও ক্রয় বিক্রয়ের শর্ত মোতাবেক রপ্তানি পণ্যের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য পরিশোধ করে দিবে। এখন পণ্যের মালিক হলো ব্যাংক। কিন্তু ব্যাংক যেহেতু নিজে পণ্য রপ্তানী করতে পারবে না, কারণ Export L/C এর Terms and Conditions অনুযায়ী রপ্তানিকারক বা পণ্যের বিক্রেতা হচ্ছে ব্যাংকের গ্রাহক, ব্যাংক নয়; সেহেতু ক্রয় বিক্রয়ের শর্তানুযায়ী ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে একটি ওকালতনামা স্বাক্ষরিত হবে। ওকালতনামায় এ ক্ষেত্রে ব্যাংক রপ্তানিকারককে উকিল নিযুক্ত করবে– নির্ধারিত রপ্তানি পণ্যগুলো বিদেশস্থ নির্ধারিত আমদানিকারক অর্থাৎ ক্রেতার নিকট রপ্তানি করে দেয়ার জন্যে।

www.pathagar.com

অপরদিকে রপ্তানিকারকও ব্যাংককে উকিল নিযুক্ত করবে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংগ্রহের জন্যে। এভাবে ব্যাংক ও রপ্তানিকারক পরস্পর পরস্পরকে উকিল নিযুক্ত করবে এবং প্রত্যেকেই উকিল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এরূপ শর্ত উভয়ের সম্মতিতে ক্রয় বিক্রয় চুক্তিতেই আরোপিত থাকবে। পণ্য জাহাজীকরণ সম্পর্কিত ডকুমেন্টস-এ ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের নাম ঠিকানা উল্লেখ থাকবে। অতঃপর ব্যাংক রপ্তানী পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির জন্যে ডকুমেন্টস বিদেশস্থ আমদানীকারকের নিকট ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। মূল্য প্রাপ্তির পর ব্যাংকের গ্রাহকের (রপ্তানীকারকের) পূর্বের কোন পাওনা যদি বাকী থাকে তা পরিশোধ করে দিবে। আর অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংকের থাকবে। এভাবে ব্যাংক রপ্তানি পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে ডকুমেন্টস পারচেজ এর কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ব্যাংক রপ্তানি পণ্য রপ্তানি মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করবে এবং বেশী মূল্যে রপ্তানি করবে। ক্রয় মূল্য ও রপ্তানী মূল্যের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করবে।

২. সংশ্লিষ্ট রপ্তানি পণ্যের বিপরীতে ব্যাংক রপ্তানী পূর্ব বিনিয়োগ করেছে এরূপ ডকুমেন্টস/বিল্‌স পারচেজ-করণ পদ্ধতি ঃ

রপ্তানী পণ্যের কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদনের জন্যে ব্যাংক যদি রপ্তানী পূর্ব কোন বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক যদি পণ্য জাহাজীকরণের (Shipment) পর ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট বিল পারচেজ (ক্রয়) করার জন্যে আবেদন করে তাহলে ব্যাংক এক ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে; আবার পণ্য জাহাজীকরণের (Shipment) পূর্বেই যদি ব্যাংকের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে ভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

ক. ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট করার পর সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ব্যাংকে দাখিল করা হলে ঃ

ব্যাংক যদি সংশ্লিষ্ট রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদনের জন্যে বাই সালাম পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ নির্ধারিত রপ্তানি পণ্য ক্রয় করে

www.pathagar.com

নেয়ার জন্যে অগ্রিম সম্পূর্ণ মূল্য বা আংশিক মূল্য প্রদান করে; অথবা মুশারাকা পদ্ধতিতে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্যে পুঁজির যোগান দেয় অথবা রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল আমদানির জন্যে ব্যাংক Back to Back L/C খোলে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে ব্যাংক পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে; অতঃপর রপ্তানিকারক (ব্যাংকের গ্রাহক) রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করে ব্যাংকের সাথে পদ্ধতিগত কোন আলোচনা না করেই পণ্য জাহাজীকরণ (Shipment) করতঃ রপ্তানী পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস/বিল্‌স পারচেজ করার জন্যে ব্যাংকের নিকট আবেদন করে তাহলে এ অবস্থায় ব্যাংক তা পারচেজ করতে পারে না। কারণ–

প্রথমতঃ রপ্তানী পণ্য ক্রয় বা উৎপাদনের জন্যে ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ করার ফলে রপ্তানী পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক হয় ব্যাংক। সুতরাং ব্যাংক নিজেই নিজের মাল Purchase (ক্রয়) করতে পারে না। ডকুমেন্টস বা বিল্‌স পারচেজ করার অর্থই হচ্ছে রপ্তানী পণ্য ক্রয় করে নেয়া এবং পণ্যের মালিক হওয়া। তবে ব্যাংক যদি প্রয়োজনীয় জামানতের বিপরীতে রপ্তানিকারক কর্তৃক ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধ করা হবে এ শর্তে রপ্তানিকারকের নিকট কাঁচামাল সরবরাহ (বিক্রয়) করে থাকে তাহলে ব্যাংক রপ্তানি পণ্য উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করে নিতে পারত; কিন্তু

দ্বিতীয়তঃ পণ্য জাহাজীকরণের ফলে রপ্তানী পণ্য এখন আর রপ্তানীকারকের আয়ত্ত্বাধীন নেই এবং পণ্য ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরযোগ্যও নয়। এ অবস্থায় ডকুমেন্টসকে মালের কায়েমু মাকাম (স্থলাভিষিক্ত) ধরা যায় না। ফলে এক্ষেত্রে ডকুমেন্টস বা বিল্‌স ব্যাংক পারচেজ করতে পারে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক টাকার ক্রয় বিক্রয় করে না; বরং টাকা দিয়ে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় করে এবং মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং এ অবস্থায়–

(১) কর্জ (Quard) ঃ রপ্তানিকারক (ব্যাংকের গ্রাহক) যদি রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের পর সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ব্যাংকের নিকট পারচেজ/নেগোশিয়েট করার জন্যে আবেদন করে তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক রপ্তানীকারককে সম্ভাব্য কর্জ প্রদান করতে পারে। এ ব্যাপারে ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের মধ্যে একটি কর্জ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। অতঃপর ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের মধ্যে একটি

www.pathagar.com

ওকালতনামা স্বাক্ষরিত হবে। ওকালতনামায় রপ্তানীকারক ব্যাংককে রপ্তানী পণ্যের মূল্য কালেকশনের জন্যে উকিল নিযুক্ত করবে। ডকুমেন্টস-এ ব্যাংক ও রপ্তানীকারকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। এরপর ব্যাংক রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির জন্যে ডকুমেন্টস বিদেশস্ত আমদানীকারকের নিকট তার ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। অতঃপর মূল্য প্রাপ্তির পর ব্যাংক তার বিনিয়োগকৃত অর্থ, কর্জের অর্থ এবং Back to Back L/C এর মূল্য এবং অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) কর্তন করে বাকী অর্থ রপ্তানীকারককে পরিশোধ করে দিবে। ব্যাংক তার কর্জের বিপরীতে রপ্তানীকারকের নিকট হতে কোন মুনাফা আদায় করতে পারবে না। তবে কর্জ প্রদান সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্যে এবং রপ্তানীকারকের উকিল হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্যে রপ্তানীকারকের নিকট হতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি বিশেষ ফী আদায় করতে পারে।

(২) কালেকশন ভিত্তিক **(Collection Basis)** ঃ ব্যাংক কোন কর্জ (ঋণ) না দিয়ে রপ্তানীকারক যদি সম্মতি দেয় তাহলে রপ্তানী পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির জন্যে **Collection Basis**-এ ডকুমেন্টস বিদেশস্থ আমদানীকারকের নিকট তার ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে।

সুতরাং মালামাল জাহাজীকরণের (Shipment) পর রপ্তানীকারক সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস বা বিল্‌স ব্যাংকে দাখিল করলে ব্যাংক তা পারচেজ করতে পারে না। এমতাবস্থায় মালামাল জাহাজীকরণের পূর্বেই ব্যাংক ও রপ্তানিকারক পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মালামাল শিপমেন্ট করলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

খ. ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত রপ্তানি পণ্য গ্রাহক কর্তৃক শিপমেন্ট করার পূর্বেই যেরূপ ব্যবস্থা নেয়া যায় ঃ

রপ্তানি পণ্য তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদনের জন্যে রপ্তানিকারকের অনুরোধে ব্যাংক যদি বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে অর্থাৎ ব্যাংক রপ্তানি পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করার শর্তে রপ্তানিকারককে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে; কিংবা রপ্তানি পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকরণের জন্যে মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনেয়োগ করে; কিংবা Back to Back L/C খুলে থাকে কিংবা শরীয়াহ্ সম্মত অন্য কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে

www.pathagar.com

রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের পর ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগের পদ্ধতি ও পরিমাণ অনুযায়ী রপ্তানি পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণের মালিক হয় ব্যাংক।

সুতরাং রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের পর তা জাহাজীকরণের (Shipment) পূর্বেই রপ্তানিকারক তার উৎপাদিত রপ্তানি পণ্যের ব্যাংকের অংশের পরিমাণের মালামাল ব্যাংকের মালিকানায় হস্তান্তর করবে এবং ব্যাংকের যে কোন প্রতিনিধি (ব্যাংক কর্মকর্তা) মালামাল বুঝে নিবে। এতে ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত অংশের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক যেহেতু রপ্তানি পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক পণ্য ক্রয় বাবদ অগ্রিম মূল্য প্রদান করেছে, সুতরাং রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের পর বিনিয়োগ পরিমাণ অনুযায়ী রপ্তানি পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক রপ্তানিকারক ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করবে এবং মালের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

কাজেই সংশ্লিষ্ট রপ্তানি পণ্যের বিপরীতে ব্যাংক যদি রপ্তানি পূর্ব কোন বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের পর তা গ্রাহক কর্তৃক জাহাজীকরণ করে ব্যাংকের নিকট ডকুমেন্টস বা বিল্‌স পারচেজ পদ্ধতি অনুসরণ না করে, বরং জাহাজীকরণের পূর্বেই রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির জন্যে রপ্তানিকারক ব্যাংকের নিকট মালামাল বিক্রয় করে তার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ বা প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের জন্যে আবেদন করবে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক সমস্ত রপ্তানি পণ্য ক্রয় করতে পারবে না। কারণ রপ্তানি পণ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও পরিমাণ অনুসারে ব্যাংকেরও সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানা রয়েছে। কাজেই ব্যাংক কর্তৃক সমস্ত মালামাল ক্রয় করা হলে তা হবে নিজের মাল নিজেই ক্রয় করার সামিল। অথচ ইসলামী শরীয়ায় একই মালের দুই বার ক্রয় বিক্রয় হতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক কেবলমাত্র রপ্তানিকারকের অংশ নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে নিবে। রপ্তানিকারকও তার অংশের মালিকানা ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে। এতে সমস্ত মালামালের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি ও শর্তানুযায়ী ব্যাংক রপ্তানিকারকের অংশের মালের মূল্য সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পরিশোধ করবে। ব্যাংক অবশ্যই রপ্তানি মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করবে যাতে রপ্তানি করে ব্যাংকেরও লাভ হয়। বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্যে ব্যাংক কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকলে ব্যাংক সমস্ত রপ্তানি পণ্যই নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে নিতে পারবে।

www.pathagar.com

এভাবে ব্যাংক ডকুমেন্টস পারচেজ এর পরিবর্তে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে রপ্তানিকারককে ক্রয় বিক্রয়ের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য পরিশোধ করে দিবে। এখন যেহেতু পণ্যের মালিক হলো ব্যাংক সেহেতু ব্যাংক মালামাল রপ্তানি করবে। কিন্তু ব্যাংক তা রপ্তানি করতে পারে না। কারণ Export L/C হচ্ছে রপ্তানিকারকের নামে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের (ব্যাংকের গ্রাহকের) মধ্যে রপ্তানি পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের শর্তানুযায়ী উভয়ের মধ্যে একটি ওকালতনামা স্বাক্ষরিত হবে। ওকালতনামায় ব্যাংক তার গ্রাহককে মালামাল রপ্তানি করার জন্যে উকিল নিযুক্ত করবে এবং গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষে উকিল হিসেবে মালামাল বিদেশস্থ আমদানীকারকের নিকট জাহাজীকরণের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হবে এবং রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। অপরদিকে গ্রাহকও ব্যাংককে উকিল নিযুক্ত করবে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করার জন্যে। রপ্তানী সংক্রান্ত দলিলাদিতে ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। অতঃপর গ্রাহক মালামাল জাহাজীকরণ করে এতদসংক্রান্ত ডকুমেন্টস ব্যাংকে দাখিল করবে এবং ব্যাংক রপ্তানী পণ্যের মূল্য (payment) পাওয়ার জন্যে বিদেশস্থ আমদানীকারকের নিকট তার ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। ডকুমেন্টস-এ Negotiated উল্লেখ (অঙ্কিত) থাকবে। কেননা ব্যাংকতো তার গ্রাহককে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেই দিয়েছে।

অতঃপর ব্যাংক বিদেশ থেকে রপ্তানী পণ্যের মূল্য (Payment) পাওয়ার পর গ্রাহকের পূর্বের কোন আংশিক পাওনা বাকী থাকলে চুক্তি মোতাবেক তা পরিশোধ করবে এবং Back to Back L/c এর বিপরীতে পাওনা পরিশোধ করবে। অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংকের থাকবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে ব্যাংক রপ্তানী বাণিজ্যে Foreign Bill Purchase (FBP) পারচেজ এর স্থলে পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বেই পণ্য ক্রয় বিক্রয় ও ওকালতনামার মাধ্যমে FBP এর কার্যাদি সম্পাদন করতে পারে। ব্যাংক রপ্তানি মূল্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রয় করবে এবং বেশী মূল্যে রপ্তানি করবে। ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়ের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করবে।

এছাড়া রপ্তানিকারক যদি রাজি থাকে এবং তার তাৎক্ষণিক মূল্য পাওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে Collection Basis-এ ব্যাংক ডকুমেন্টস পাঠাতে পারে। ব্যাংক রপ্তানী পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করে রপ্তানীকারককে তা পরিশোধ করবে অন্যথায় নয়। ব্যাংক এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্যে গ্রাহকের নিকট হতে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে।

www.pathagar.com

তবে মনে রাখতে হবে যে, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অধিক জনশক্তি প্রয়োজন হবে। কেননা এ সকল পদ্ধতিতে অতিরিক্ত অনেক কাজ সম্পাদন করতে হয়। প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জনশক্তির অভাব হলে এ সকল পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা দুষ্কর।

ইনল্যান্ড বিল পারচেজ (I B P)

আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে রপ্তানীকৃত মালামালের মূল্য প্রাপ্তির জন্যে ব্যাংক রপ্তানিকারকের অনুরোধে Inland Bill Purchase (IBP) করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক Foreign Bill purchase (FBP) এর ন্যায় ইসলামী পদ্ধতি ও কৌশলকে অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক বিনিয়োগ না করে থাকলে এবং তা শিপম্যান্ট এর পরে হলে এক ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, আর শিপম্যান্ট এর পূর্বে হলে অন্য ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। আবার ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকলে এবং তা শিপম্যান্টের পরে হলে এক ধররের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, আর শিপম্যান্ট এর পূর্বে হলে অন্য ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। ব্যাংক IBP এর মাধ্যমে কম মূল্যে মালামাল ক্রয় করবে এবং অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে রপ্তানি করবে এবং মুনাফা অর্জন করবে। অথবা কর্জে হাসানা (Quard) দিয়ে রপ্তানি কাজে সহায়তা দান করবে।

বৈদেশিক মুদ্রার আদান প্রদান (Remittance)

ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহকের নির্দেশিত বিদেশে অবস্থানরত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বরাবরে টিটি, ডিডি, এমটি ইত্যাদি ইস্যুর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে থাকে। একে বহির্মুখী রিমিট্যান্স (Outward Remittance) বলে। অপর দিকে বিদেশ থেকে টিটি, ডিডি, এমটি ইত্যাদির মাধ্যমে যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে তা ব্যাংক গ্রহণ করে এবং প্রেরকের নির্দেশ মোতাবেক প্রাপককে প্রদান করে থাকে। একে অন্তর্মুখী রিমিট্যান্স (Inward Remittance) বলে। ব্যাংক সার্ভিস চার্জ/কমিশনের ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রার এ সকল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। এছাড়া মুদ্রার বিনিময়ের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

www.pathagar.com

ব্যাংক বিদেশে গমনেচ্ছুক ও আগন্তুক গ্রাহকদের পক্ষে ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু, ক্রয় ও ভাঙ্গানোর কাজও করে থাকে। বিনিময়ে ব্যাংক কমিশন/ সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট

ইসলামী ব্যাংক আল ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব খুলে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ জমা গ্রহণ করে। যে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, দূতাবাস, বিদেশী নাগরিক, এবং প্রবাসী বাংলাদেশী চাকুরীজীবী নাগরিকগণ এ ধরনের হিসাব খুলতে পারে। ব্যাংক এ ধরনের হিসাবে মুনাফা প্রদান করে না। একাউন্ট হোল্ডার তার ইচ্ছানুযায়ী একাউন্ট হতে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ তুলে নিতে পারে কিংবা ব্যাংকের নির্ধারিত মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করে তার সমপরিমাণ ব্যাংলাদেশী মুদ্রা অর্থাৎ টাকা তুলে নিতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক মুদ্রা তথা ডলার, পাউন্ড, রিয়াল ইত্যাদি এবং ট্রাভেলার্স চেকের ক্রয় বিক্রয় করে থাকে। ব্যাংক নির্ধারিত মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে এবং নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে। ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় ইসলামী শরীয়ায় অনুমোদিত। তবে শর্ত হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ হতে হবে। বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করা যাবে না। বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করা হলে তা সুদী লেনদেন হবে। কারণ ডলার, পাউন্ড, রিয়াল, দিনার, টাকা ইত্যাদি মুদ্রা জাতীয় হলেও একই জাতীয় মুদ্রা নয় যা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একই জাতীয় জিনিসের বিনিময় করতে হলে তা হাতে হাতে করতে হবে এবং পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে কমবেশী করা হলে তা রিবা আল ফাদল হবে। আর বাকীতে কমবেশী করে বিনিময় করা হলে তা রিবা নাসিয়া হবে। কিন্তু ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময়ের ক্ষেত্রে কমবেশী করে বিনিময় করা যাবে। এতে সুদ হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, বিনিময় হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ করতে হবে। বাকীতে হলে তা সুদী লেনদেন হবে। তাই ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করে থাকে এবং ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক সার্ভিস চার্জ এর বিনিময়ে পাসপোর্ট এন্ডোর্সমেন্টও করে থাকে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ইসলামী ব্যাংক ঃ আসলেই সুদমুক্ত কিনা?

ইসলামী ব্যাংক কি আসলেই সুদমুক্ত? সুদ ব্যতীত ব্যাংক চলে কিভাবে? ইসলামী ব্যাংক সুদ গ্রহণ না করে বিনিয়োগ করে কিভাবে? ডিপোজিটরদের যে মুনাফা দেয়া হয় তা কি সুদ নয়? সুদী ব্যাংক আর ইসলামী ব্যাংকতো একই রকম ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাহলে পার্থক্য কোথায়? ইসলামী ব্যাংক সুদ খায় না, লাভ খায়; আসলেতো ঘুরে ফিরে একই কথা? সুদ আর মুনাফার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? সুদী প্রতিষ্ঠানগুলো বলে সুদ (Interest); আর আপনারা বলেন মুনাফা (Profit)। ঘুরায়ে ফিরায়েতো একই কথা। আপনারা এভাবে ডাইরেকট সুদ খান না; একটু ঘুরায়ে খান। তাই না?

এসব প্রশ্ন ও আপত্তিকর মন্তব্য আমার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, শুভাকাঙ্খি ও পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে করে থাকেন? আমি একটি ইসলামী ব্যাংকের সাথে জড়িত আছি বলেই হয়তোবা আমার নিকট তাঁদের এতসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। আমাকেও এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাঁদেরকে। বুঝাতে হয় ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে। কিন্তু সময়ের সল্পতার কারণে অনেক সময় বিস্তারিত ভাবে সকল প্রশ্নের জবাব দেয়াও সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলশ্রুতিতে 'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' বইটির লিপিবদ্ধকরণ ও প্রকাশনার পরিকল্পনা নেয়া হয়। পূর্ণ বইটিই মূলতঃ প্রশ্নকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব। ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যত রকম প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এবং যে যে বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানতে আগ্রহী তারই ভিত্তিতে বইটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইটি পাঠ করলে যে কোন পাঠক পাঠিকা ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবে এবং ইসলামী ব্যাংক আসলেই সুদমুক্ত কিনা তারও জবাব পাবে।

বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্ব আজ সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির উপর পরিচালিত। যুগ যুগ ধরে সুদী অর্থ ব্যবস্থার সাথে জড়িত থাকার ফলে আমাদের চিন্তা চেতনাও হয়েছে সুদ ভিত্তিক। অথচ এমন এক যুগ ছিল যখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে, আর চালু ছিল রাসূলল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত সুদ বিহীন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

সেকালে আধুনিক কালের ন্যায় কোন ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল না বটে; কিন্তু মুসলমানগণ ইসলামী পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছিল ইসলামের শুরু থেকেই। বর্তমান কালে ব্যাংকিং ব্যবস্থার কথা শুনলে আমরা অনেকেই সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাকে বুঝি। মনে করি, ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে সুদভিত্তিক লেনদেন করা। সুতরাং সুদ ব্যতীত ব্যাংক চলে আবার কিভাবে?

অথচ ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক কোন সুদী লেনদেন করে না; কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে সুদ গ্রহণ করে না এবং কাউকে সুদ প্রদানও করে না। ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে তথা বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই মুদারাবা, বাই মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে থাকে এবং প্রাপ্ত মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ ডিপোজিটর বা ব্যাংকে অর্থ জমাকারীদের প্রদান করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ডিপোজিটরদেরকে যে মুনাফা প্রদান করে থাকে তা সুদ নয়।

সুদী ব্যাংকগুলো ডিপোজিটরদেরকে চুক্তি মোতাবেক পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করে থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে না। বরং ইসলামী ব্যাংক যা মুনাফা অর্জন করে থাকে চুক্তি মোতাবেক সেই মুনাফার একটি অংশ প্রদান করে থাকে। সুদী ব্যাংকগুলো একটি নির্ধারিত হারে সুদ আদায়ের শর্তে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ প্রদান করে থাকে কিন্তু ইসলামী ব্যাংক সমূহ মূলধনের অতিরিক্ত কিছু পাবার উদ্দেশ্যে কাউকে ঋণ দেয় না। কারণ ইসলামী শরীয়ায় ঋণের ক্ষেত্রে দেয় ঋণের/মূলধনের অতিরিক্ত কোনকিছু আদায় করা যায় না। ঋণের ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক মূলধনের অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয় তা সুদ বলে গণ্য হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুনাফা অর্জনের জন্যে সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে। কাউকে ঋণ দেয়া, আর মুনাফা লাভের জন্যে অর্থ বিনিয়োগ করা বা ব্যবসা বাণিজ্য করা এক কথা নয়। এছাড়া বলা যায় যে, সুদী ব্যাংকগুলো অর্থ বা টাকার ব্যবসা করে, অর্থাৎ টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক টাকার ব্যবসা করে না, বরং পণ্যের ব্যবসা করে; আর টাকাকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ টাকার সাহায্যে পণ্যের ব্যবসা করে।

www.pathagar.com

আসলে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ভাল জ্ঞান না থাকা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামী পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণেই আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে সুদ তো হবেই। অথচ সুদ ও মুনাফা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য যা অত্র বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

সুদী ব্যাংকগুলো সুদ খায়, আর ইসলামী ব্যাংকগুলো খায় মুনাফা। আসলে ঘুরে ফিরে একই কথা – এ ধরনের মন্তব্য যারা করে থাকেন বা যাদের মনে উদয় হয় তাদেরকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে এর জবাব দেয়া যেতে পারে। যেমন– বংশ বৃদ্ধি, মানুষের শরীরের জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্যে ইসলামে নিকাহ্ অর্থাৎ বিবাহ্ বন্ধনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিবাহ্ বন্ধনের বৈধতার জন্যে কিছু বিধি বিধানও দেয়া হয়েছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলবে এটাই নিয়ম এবং বৈধ পন্থা। এখন কেউ যদি মনে করে যে, নিজের স্ত্রীর সাথে যে জৈবিক চাহিদা পূরণ করা যায়– তাতো অন্য কোন নারী বা শালিকার সাথেও করা যায়। আসল অঙ্গতো একই। আর এটা ভেবে কোন পাপিষ্ঠ যদি অন্য কোন নারী বা শালিকার সাথে যৌন সম্ভোগ করার চেষ্টা করে তাহলে কি তা বৈধ হবে? নিশ্চয়ই নয়। কোন মুসলমান বিবেকবান লোকই এটাকে মেনে নিবে না, নিতে পারে না এবং কোন ধর্মেও এর অনুমোদন নেই। আর ইসলামেতো সম্পূর্ণভাবেই তা হারাম। জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে হলে অবশ্যই হালাল পন্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আর তা হচ্ছে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিবাহ্ বন্ধন।

এমনিভাবে স্ত্রীর ঘরে যদি সন্তান হয় তাহলে সকল স্বামীই সে সন্তানকে নিজ সন্তান বলে স্বীকার করে। কিন্তু চাকরানীর যদি সন্তান হয় তবে কেউই তাকে নিজ সন্তান বলে স্বীকার করে না। অথচ স্ত্রী যে অঙ্গ দিয়ে এবং যে প্রোসেসে সন্তান প্রসব করেছে, চাকরানীও সেই অঙ্গ দিয়ে এবং একই প্রোসেসে সন্তান প্রসব করছে। তথাপি কেউ নিজ সন্তান বলে না। কারণ এ দু'টির মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। আর তা হচ্ছে 'ইজাব' এবং 'কবুল'। স্বামী স্ত্রীকে 'কবুল' বলে গ্রহণ করেছে আর চাকরানীকে 'কবুল' বলে গ্রহণ করে নাই। আর এ পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণেই স্ত্রী হালাল হয়, আর শালিকা বা অন্য কোন নারী হয় হারাম। স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে নিজ সন্তান বলে স্বীকার করা হয়। আর চাকরানীর গর্ভজাত সন্তানকে নিজ সন্তান বলে অস্বীকার করা হয়। তদরূপ আল্লাহ্ তায়ালা সুদ কে হারাম করেছেন আর ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। আর

www.pathagar.com

মুনাফা অর্জনের জন্যে ক্রয় বিক্রয়ের কতকগুলো ইসলামী পদ্ধতিও দেয়া হয়েছে। কেউ যদি ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয় বা ব্যবসা বাণিজ্য না করে নিজের মনগড়া ভাবে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে যা ইসলাম সমর্থন করে না তাহলে সেটা হবে অবৈধ বা সুদী লেনদেন। সুদ ও মুনাফার মধ্যে রয়েছে পদ্ধতিগত পার্থক্য। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী পণ্যের ক্রয় বিক্রয় এবং অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। আর সুদী ব্যাংকগুলোতে মুনাফা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিগুলো সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। বরং তাদের টিকে থাকার মূল ভিত্তিই হচ্ছে সুদ। সুতরাং মুনাফা এবং সুদকে এক করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন সুদমুক্ত। আর এতদুদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম তদারকি করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দানের জন্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে একটি শরীয়া কাউন্সিল। দেশের শীর্ষ স্থানীয় ওলামায়ে কিরাম, আইনবিদ ও অর্থনীতিবিদগণের নিয়ে এ শরীয়া কাউন্সিল গঠিত। শরীয়া বোর্ড অনুমোদন করে না এমন কোন খাতে ইসলামী ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং এ সব দিক থেকে বলা যায় ইসলামী ব্যাংক একটি সুদমুক্ত ব্যাংক।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা সমালোচনা ও গীবত করতে অভ্যস্ত। এতে যেন তাদের আনন্দ। কোন ভাল কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ তাদের না হলেও সমালোচনা ও গীবত করা হতে তারা পিছিয়ে নেই। কেউ সমালোচনা করেন বুঝে, কেউ না বুঝে, আবার কেউবা দেখা দেখি। কেউ সমালোচনা করেন নিজকে জাহির করার জন্যে, কেউ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে, কেউ আনন্দ লাভের জন্যে, আবার কেউ অভ্যাসের দাস হয়ে। ভাল কাজে কোন উৎসাহ, সঠিক পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা না দিয়ে বরং সমালোচনা করতঃ তা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করা এক শ্রেণী লোকের অভ্যাস। এখানে গঠনমূলক সমালোচনার কথা বলা হচ্ছে না। কারণ গঠনমূলক সমালোচনা বা পরামর্শ কোন কাজকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে এবং মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এখানে ঐসব সমালোচনার কথা বলা হচ্ছে, যেসব সমালোচনায় কোন পরামর্শ নেই, দিক নির্দেশনা নেই, কল্যাণ নেই, নেই কোন সমাধান। সমালোচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, কিংবা ভাল কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। এক শ্রেণীর আলেমও আছেন যারা কোন ভাল কাজে সঠিক পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা না দিয়ে শুরু করেন সমালোচনা। ফলে ভাল উদ্দেশ্যে শুরু

www.pathagar.com

করা কাজটি চতুরদিকের সমালোচনায় মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা হয়তো একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন না যে, তাঁদের এ ধরনের সমালোচনা সাধারণ মানুষকে কত মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

আলেম নন এমন কোন ব্যক্তি যখন আমাকে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে জানতে চান তখন তাঁকে প্রশ্নের জবাব দেই এবং ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আমার কোন শুভাকাঙ্খি আলেম বন্ধু যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন অথবা কোন শ্রদ্ধাভাজন আলেম ব্যক্তিকে যখন বলতে শুনি ইসলামী ব্যাংক কি আসলেই সুদমুক্ত? নাকি ইসলামের নামে ভাওতাবাজী? তখন সত্যিই কষ্ট হয়। তিনি একটুও চিন্তা করলেন না যে, তার এ দু'টি বাক্য কত ক্ষতিকর ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে যখন সুদী অর্থব্যবস্থা বিরাজমান তখন ১৯৮৩ ইং সনের ৩০শে মার্চ এদেশের কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে এদেশের ধর্মপ্রাণ লোকদেরকে সুদের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্যে বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড"। বর্তমানে এ ব্যাংক এদেশের প্রথম শ্রেণীর ব্যাংক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যাংকের এ সাফল্য এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়েছে অনেক ত্যাগ, পরিশ্রম করতে হয়েছে রাত দিন এবং অতিক্রম করতে হয়েছে সমস্যার পাহাড়। ইতিমধ্যে এদেশে আরো ৪টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে "আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড" সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রমে কোন ত্রুটি নেই কিংবা সবকিছুই ১০০% সঠিক ও ইসলামী শরীয়া সম্মত। এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেহেতু ব্যাপক কার্য্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এবং বর্তমান অর্থ ব্যবস্থার সর্বত্রই রয়েছে সুদ, কাজেই ইসলামী ব্যাংকিং কার্য্যক্রমের কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো কোন ত্রুটি থাকতে পারে বা থাকবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করণ ও এর সমাধানের জন্যেই প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে শরীয়া কাউন্সিল। শরীয়া কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যগণ এতদুদ্দেশ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। একটি সম্পূর্ণ সুদী অর্থব্যবস্থার মধ্যে পরিপূর্ণ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে রয়েছে বহুবিদ সমস্যা। আর এসকল সমস্যার মধ্য দিয়েই ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে সাফল্যের সাথে। সে দিন বেশী দূরে

www.pathagar.com

নয় যেদিন ব্যাংলাদেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা হবে ইসলামী করণ এবং সম্পূর্ণ সুদমুক্ত ইনশাআল্লাহ। বর্তমান বিশ্বে একাধিক ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, যেখানে ইসলামী শরীয়াহ-কে পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করা হয়।

আমাদের দেশের আলেম সমাজের মধ্যে বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাভাজন এমন কোন কোন আলেম হয়তোবা আছেন যারা এখনো বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, ব্যাংক আবার কিভাবে সুদমুক্ত হয়। তাঁদের বিরূপ মন্তব্য কেবলমাত্র ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কেই নয়; অন্যান্য বিষয়েও তাঁদের বক্তব্য অনেকের নিকট আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিমূলক। এজন্যে ঐ সমস্ত বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাভাজন আলেমগণ অনেকের নিকট বিতর্কিত ব্যক্তি বলেও পরিচিত। ঐ সকল সম্মানিত আলেমগণ বাতিলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন না। কিন্তু ওলামায়ে কিরাম বা অন্য কেউ যদি ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে কোন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী গ্রহণ করেন তখন তাঁরা বাতিলের পক্ষপাতিত্ব করে বিবৃতি দিতে শুরু করেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সুদকে নির্মূল করে সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা নিরপেক্ষ। সুদী ব্যাংক ও অন্যান্য সুদী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁদের কোন আপত্তি নেই; তাঁদের আপত্তি ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে। শত শত বছর ধরে সুদী অর্থব্যবস্থা এবং সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে জড়িত থাকার কারণেই তাঁরা ব্যাংক বলতে কেবল সুদকে বুঝেন কিনা জানা নেই।

হযরত আবু হুয়ায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "অবশ্য অবশ্য এমন এক যুগ আসবে যখন কোন মানুষই সুদ ব্যতীত বাকী থাকবে না। কেউ যদি সুদ না খায় কমপক্ষে এর ধোঁয়া বা ধুলিকণা হলেও শরীরে লাগবে" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখব, আমরা যেন সুদের মধ্যে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে ডুবে আছি। আমরা যে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করি তার মধ্যেও রয়েছে সুদ। কারণ এ কাপড় সুদী ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত। যে ইন্ডাষ্ট্রিতে এ কাপড় উৎপাদিত হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদী ব্যাংকের টাকার মাধ্যমে। আমরা যে দুধ, চিনি বা অন্য কোন খাদ্য খাই তাতেও রয়েছে সুদ। কারণ সুদী ব্যবস্থাপনায় উহা উৎপাদিত। যে বাড়ীতে আমরা বসবাস করি তাতেও রয়েছে সুদ। কারণ বাড়ীর ইট, সিমেন্ট, রড, ঢেউটিন ইত্যাদি সুদী ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে প্রস্তুতকৃত। এমনিভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, গাড়ী, বাড়ী, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি সবকিছুতেই ছড়িয়ে আছে সুদ। কিন্তু এতে আমাদের কোন দুঃখ নেই, আফসোস নেই। নেই সুদ নির্মূল করার বৃহৎ কোন পরিকল্পনা। ওযরের মাসআলা বলে আমরা এসব কিছুকেই হয়তো জায়েজ করে নিচ্ছি। এভাবেই আমরা সহযোগিতা করে যাচ্ছি সুদ-কে

www.pathagar.com

তথা সুদী প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

কেউ যদি কোন মসজিদ, মাদ্রাসা বা ইয়াতীম খানায় এক লক্ষ টাকা দান করেন, তাহলে আমরা তাঁহাকে ভাল দানশীল মনে করে ভালবাসি এবং জোরে সোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এতো টাকা তিনি কোথায় পেলেন? কিভাবে টাকা উপার্জন করেন তা আমরা জানি না। আর এটি আমাদের জানার বিষয়ও নয়। আমাদের বিষয় হচ্ছে, এক লক্ষ টাকা পেয়ে গেলাম। অথচ তিনি যে লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করছেন, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করছেন, সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন, সুদী ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে গাড়ী, বাড়ী, ইন্ডাস্ট্রিজ তৈরী করেছেন, আর ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা ওভারডিউ করে জনগণের আমানতের খেয়ানত করে যাচ্ছেন তা আমরা জানি না। আর জানলেও তা না জানার ভান করে তার নিকট দান দক্ষিণার জন্যে আবেদন জানাই। কারণ জানার চেষ্টা করলে দান হয়তো হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। আর এভাবে দান দক্ষিণা পেয়ে শুকর আলহামদুলিল্লাহ বলে একজন অসৎ লোকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে তার সকল অপকর্মকে সমর্থন জানাচ্ছি।

হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল জীবিকা। আর হারাম মালের দান কবুল হয় না। সুতরাং হারাম মালের দ্বারা ইবাদত যদি কবুল হতো তাহলেতো ধনী-হতে বেশী সময় লাগত না এবং প্রতি বছর হজ্ব করতেও অসুবিধা হতো না। কারণ কারো নিকট হতে দশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে এক লক্ষ টাকা দিয়ে হজ্ব আদায়, এক লক্ষ টাকা দানদক্ষিণা, আর এক লক্ষ টাকা কুরবানী ও অন্যান্য কাজে খরচ করলেও আরো সাত লক্ষ টাকার মালিক হওয়া যেত। সুতরাং আমরা অনেকেই ইচ্ছায় হউক, বা অনিচ্ছায় হউক, আর ওযরের মাসআলা বলেই হউক সুদী লেনদেন, হারাম পন্থায় উপার্জন ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করে যাচ্ছি। সুদী ব্যাংকে একাউন্ট খুলে অর্থ জমা রেখে সুদী প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। অন্যদিকে একটি সম্পূর্ণ সুদী অর্থব্যবস্থা ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ যখন সুদমুক্ত ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দীপ্ত অংগীকার নিয়ে সাফল্যের সাথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এক শ্রেণীর লোক শুকর আলহামদুলিল্লাহ বলাতো দূরের কথা, ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে যাচ্ছেন। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আমরা কোনটিতেই ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করছি না। অথচ সে ব্যাপারে আমারে চিন্তা নেই, মাথা ব্যথা নেই; নেই কোন জিজ্ঞাসা? আমাদের জিজ্ঞাসা কেবল 'ইসলামী ব্যাংক কি আসলেই সুদমুক্ত'? ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে ওযরের মাসআলা ব্যবহার তাঁদের নিকট

www.pathagar.com

আপত্তিকর। তবে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য মন্তব্যকারীদের মুখেই হয়তো থাকবে, আর ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রযাত্রা চলবে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পানে ইনশাআল্লাহ।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় কিছু ক্রুটি অবশ্য থাকতে পারে এবং থাকবে। এছাড়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং এ কিছু সমস্যাও রয়েছে। আর এ সকল ক্রুটি ও সমস্যা চিহ্নিত করণ ও সমস্যার সমাধান খুজেঁ বের করার জন্যে গবেষণাও অব্যাহত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম তদারকি করণ এবং বিভিন্ন সমস্যার ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক সমাধানের জন্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলে রয়েছেন বায়তুল মোকাররমের খতিব আল্লামা হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক এবং আল্লামা হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন জাফরী-র মত বিজ্ঞ আলেম ও ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলে রয়েছেন আলেম সমাজের শিরমনি শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক এ জেড এম শামসুল আলম এর মত দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। এরপরও যদি কোন আলেম বা ব্যক্তি বলেন যে, ইসলামী ব্যাংক আসলেই সুদমুক্ত? নাকি ইসলামের নামে ভাওতাবাজী? তাহলে তাঁদের ঐ সব সমালোচনা ও বিরূপ মন্তব্য হবে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর।

লেখকের জানা মতে ইসলামী ব্যাংকসমুহ সবার সহযোগিতা কামনা করে এবং যে কোন পরামর্শ ও দিক নির্দেশনাকে সাদরে গ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত সুদমুক্ত ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমুহে ডিপোজিট রাখা, পরিচিতদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা, পরামর্শ দেয়া এবং অন্য যে কোন ভাবে সহযোগিতা করা। আর সহযোগিতা করতে না পারলে কমপক্ষে ইসলামের স্বার্থে ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে বিরূপ ও বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য করা হতে বিরত থাকা উচিত।

গত ২২ শে অক্টোবর ১৯৯৭ ইং সালে 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা, সাবেক সফলকাম সচিব এবং আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ জনাব এ. জেড. এম শামসুল আলম এর লেখা 'ইসলামী ব্যাংকিং খাটি ও ভেজাল' এর সাথে লেখকও একমত যে–

www.pathagar.com

"আমাদের ইসলামী ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, ইসলামী অর্থনীতি কায়িমের চেষ্টাকে নামায রোজার মতো ফরজ মনে করে চেষ্টা, প্রচেষ্টা, আন্দোলন, কলমী ও কওলী জিহাদে অন্তত শরীক হতে হবে। সুদমুক্ত অর্থনীতি কায়িমের সাধনা করতে হবে। দেশে বিদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সারা দুনিয়াকে সুদমুক্ত করার চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। সুদী ব্যাংকওয়ালারা মুসলমানদিগকে সুদী ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। আমাদের কর্তব্য হবে ইসলামী ব্যাংক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা নয়, বরং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সফল করে সারা বিশ্বময় ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তা, সাধনা ও সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করা।"

ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং ঃ সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ। একটি সম্পূর্ণ সুদী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে সুদমুক্ত ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দীপ্ত অংগীকার নিয়ে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার অনেক পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে। ইতিমধ্যে এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনেক অগ্রগতি ও সাফল্যও অর্জন করেছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহকে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি সমস্যা নিম্নে পেশ করা হলো।

১। ব্যাংকের আইনগত কাঠামোর অভাব ঃ

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' যা সম্পূর্ণ সুদী লেনদেনের নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য তফসিলী ব্যাংক সমূহের ন্যায় ইসলামী ব্যাংক সমূহও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বাংলাদেশে আজও রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্যে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত পৃথক কোন আইন তৈরী হয়নি কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংক সমূহের জন্যে পৃথক কোন ইসলামী ব্যাংকিং সেলও গঠিত হয়নি। ফলে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর সাথে প্রচলিত ব্যাংকিং আইনের সামঞ্জস্য না থাকায় ইসলামী ব্যাংক সমূহকে তাদের লিকুইডিটি ও বাংলাদেশ ব্যাংকে রির্জাভ ফান্ড এর ব্যাপারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা ভোগ করতে হয়। এ ব্যাপারে সরকারের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। আপাততঃ বাংলাদেশ ব্যাংকে 'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সেল' নামে একটি পৃথক সেল গঠন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২। ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানীর অভাব ঃ

বাংলাদেশে আজও ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু প্রচলিত আইনে বীমা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে ইসলামী ব্যাংক সমূহের যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও প্রচলিত আইনে বীমা করার বাধ্য বাধকতা থাকার কারণে সুদভিত্তিক বীমা কোম্পানীর দ্বারস্থ হতেই হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে অনিচ্ছাকৃত ভাবে সুদ ঢুকে পরে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে তড়িৎ ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সরকারকেই বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. বিশ্বের সকল দেশে ইসলামী ব্যাংকের শাখার অনুপস্থিতি ঃ

ইতিমধ্যে বিশ্বের অর্ধশত দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশ্বের সব ক'টি দেশে আজও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এক বা একাধিক ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের যোগাযোগ রাখতে হয়। এমতাবস্থায় যে সব দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে সব দেশের সুদী ব্যাংকের সাথে বাধ্য হয়ে যোগাযোগ রাখতে হয়। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক সমুহকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। তাই বিশ্বের সব ক'টি দেশে ইসলামী ব্যাংকের এক বা একাধিক শাখার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইসলামী ব্যাংকারের অভাব ঃ

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিনার জন্যে প্রয়োজন ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইসলামী ব্যাংকার। ইতিমধ্যে বিগত বছরগুলোতে কিছু সংখ্যক ইসলামী ব্যাংকার তৈরী হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। ফলে অন্যান্য সুদী ব্যাংকের অভিজ্ঞ ব্যাংকারদের কিংবা অনভিজ্ঞ নতুন লোক নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এতে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবে ব্যাংকিং কার্য্যক্রমে ইসলামী শরীয়ার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৫. সুদভিত্তিক মন মানষিকতার অপরিবর্তন ঃ

সুদী ব্যাংক থেকে এসে যে সকল কর্মকর্তাগণ ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করেন এবং যে সকল ব্যবসায়ী/গ্রাহক দীর্ঘদিন সুদী প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করেছেন তাঁদের একদিকে ইসলামী জ্ঞানের অভাব, অন্য দিকে দীর্ঘদিন সুদী লেনদের সাথে জড়িত থাকার কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সুদী মন-মানষিকতা। ইসলামী ব্যাংকে এসেও তাঁরা অনেক সময় দীর্ঘদিনের সুদী Practice কে কাজে লাগিয়ে থাকেন।

৬. শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক না হওয়া ঃ

আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠসূচী ইসলামী আদর্শভিত্তিক নয়। ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স তেমন একটা পড়ানো হয় না। অবশ্য ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইনেন্স বিষয়টি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্তি করা হলেও তা সংখ্যায় খুবই কম। ফলে প্রতিবছর যেসব ছাত্র শিক্ষাজীবন শেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং কার্য্যক্রমে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৭. ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরস্পরের মধ্যে পর্যাপ্ত হৃদ্ধতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের অভাব ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল ব্যাংকগুলোর মধ্যে যে হৃদ্ধতা, সৌহার্দতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। ব্যাংকগুলোর পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব আরো বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া বিশ্বের সবগুলো ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংঘবদ্ধ করার এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালাতে হবে। একটি ইসলামী ব্যাংকের প্রতি অন্য একটি ইসলামী ব্যাংকের বিরূপ মনোভাব বা বিদ্বেষমূলক আচরণ ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করে।

৮. বিনিয়োগের পরিবেশ এবং সৎ ও আদর্শবান ব্যবসায়ীর অভাব ঃ

ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য বা বিনিয়োগের নিরাপত্তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে ব্যবসায়ীর সততা ও বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ। যে সমাজে মানুষের মনোভাব ও চিন্তা চেতনা থাকে সুদভিত্তিক, যে সমাজে মানুষ একে অন্যের

www.pathagar.com

সম্পদ আত্মসাৎ করে, লুটপাট করে, অবৈধ ভাবে অর্থ উপার্জন করে দ্রুত বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে, যে দেশে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে; সে সমাজে সৎ ও আদর্শবান ব্যবসায়ীর নিতান্তই অভাব। ব্যাংক যে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে তা ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ নয়। তা জনগণের সম্পদ। সমাজের মধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সঞ্চয় বা আমানতের টাকা। তাই বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী মানুষের নৈতিকতা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো ঢেলে সাজানো না হলে ইসলামী ব্যাংকিং আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারবে না। কিছু কিছু ব্যবসায়ীতো এমন আছেন, যারা ইসলামী পদ্ধতি বুঝেন না বা বুঝতেও চান না। তাদের ভাষায় "টাকা দিবেন লাভ নিবেন– এর বেশী কিছু বুঝতে চাই না।" ব্যবসায়ীদের এ ধরনের মন মানষিকতা অবশ্য পরিহার করতে হবে। তাই বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজন সৎ ও আদর্শবান ব্যবসায়ী।

৯. বাই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগে সমস্যা ঃ

মুদারাবা পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামের প্রধান এবং সর্বোত্তম বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি হচ্ছে এমন একটি অংশীদারী কারবার যে কারবারে ব্যাংক সম্পূর্ণ মূলধন সরববাহ করে থাকে, আর উদ্যোক্তা নিজের শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসার লাভ ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত হারে বন্টন করা হয়। লাভ না হলে উদ্যোক্তা কিছুই পায় না। আর ব্যবসায়ে লোকসান হলে সাহিব আল মাল হিসেবে ব্যাংকের একাই সম্পূর্ণ লোকসান বহন করতে হয়, উদ্যোক্তা (মুদারিব) কোন লোকসান বহন করে না। ইসলামী ব্যাংক সমূহ সৎ ব্যবসায়ীর অভাবে এ পদ্ধতিতে তেমন কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ এ পদ্ধতিতে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তাকে কোন লোকসান বহন করতে হয় না বলে অসৎ উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী/শিল্পপতিগণ মুনাফা গোপন রাখে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পুরো মূলধনই লোকসান হয়েছে বলে হিসাব দেখায়। যার কারণে ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে।

১০. বাই মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সমস্যা ঃ

মুশারাকা পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান এবং উত্তম বিনিয়োগ পদ্ধতি। কিন্তু সৎ ব্যবসায়ীর অভাবে ইসলামী ব্যাংক সমূহ এ পদ্ধতিতেও তেমন কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ে মুনাফা হলে পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে মুনাফা বন্টন করা হয়; আর

www.pathagar.com

ব্যবসায়ে কোন লোকসান হলে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়কেই মূলধনের অনুপাতে লোকসান বহন করতে হয়। মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ দেয়া হলে অসৎ ব্যবসায়ীগণ প্রকৃত মুনাফার টাকা গোপন রাখে; উপরন্তু মূলধনের একটি বৃহৎ অংশ লোকসান হয়েছে বলে হিসাব দেখায়। ফলে ব্যাংক মারাত্মক আর্থিক সংকটে পড়ে।

১১. প্রয়োজনীয় জনশক্তির অভাব ঃ

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদী ব্যাংকের তুলনায় অধিক জনশক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ ইসলামী ব্যাংকিং সেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয় বিক্রয়সহ এমন কিছু অতিরিক্ত কাজকর্ম সম্পাদন করতে হয় যা সুদী ব্যাংকে করতে হয় না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সে কাজটি প্রয়োজনীয় জনশক্তির অভাবে আর ইসলামী পদ্ধতিতে করা হয় না। যেমন– বাই মুরাবাহা এবং বাই মুয়াজ্জাল হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের দু'টি তুলনামূলক নিরাপদ বিনিয়োগ পদ্ধতি। কিন্তু এ দু'টি পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয়ের সময় ব্যাংকের প্রতিনিধি গিয়ে মালামাল ক্রয় করতে হয় এবং ব্যাংকের মালিকানায় আনতে হয়। কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজনীয় জনশক্তির অভাবে ব্যাংক মালামাল ক্রয়ের জন্যে প্রতিনিধি পাঠায় না বা পাঠাতে পারে না। এ সুযোগে বিনিয়োগ গ্রহীতা নিজের মালই ব্যাংকের গোডাউনে রাখে কিংবা ব্যাংক মালামাল ক্রয় ব্যতীত কিংবা বিনিয়োগ গ্রহীতা মালামাল ক্রয় না করেই তার অংগসহযোগী প্রতিষ্ঠানের লেটারহেডপেডে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে বলে হিসাব দেখিয়ে বিল দাখিল করে এবং ব্যাংক তার উপর ভিত্তি করেই মালামালের মূল্য পরিশোধ বাবদ ৩য় পক্ষকে (১ম বিক্রেতা– অংগসহযোগী প্রতিষ্ঠান) পে-অর্ডার দিয়ে থাকে। এভাবে বিনিয়োগ গ্রহীতা মিথ্যা বিল দেখায়ে অন্য নামে নগদ টাকা নিয়ে যায় যা ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থি। এ ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনীয় জনশক্তি (Manpower) থাকে তাহলে ইসলামী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হতো না। তাই ইসলামী ব্যাংক সমূহে প্রয়োজনীয় জনশক্তি বাড়ালে এতদবিষয়ে সমস্যার কিছু সমাধান হতে পারে।

১২. সরকারী কর প্রশাসনে ইসলামী নীতিমালার অনুপস্থিতি ঃ

সরকারের কর ব্যবস্থা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সাজানো না হলে বৈধ ভাবে অর্জিত মুনাফাও কালো টাকায় পরিণত হয়ে যেতে পারে– যা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না হয়ে অপচয়মূলক ভোগে ব্যয় বা বিদেশে পাচার হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় কর প্রশাসনকে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সাজাতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

১৩. ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও ব্যাপক প্রচারণার অভাব ঃ

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সর্বমহলে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী (IBTRA) শুরু থেকেই এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী (AIBTRA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দক্ষ ইসলামী ব্যাংকার তৈরীর জন্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সকল ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এ বিষয়ে আরো ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দক্ষ ইসলামী ব্যাংকারের অভাব হ্রাস পাবে। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশন, বিভিন্ন বই, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সর্বমহলে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। উপরন্তু এতদবিষয়ে বইপুস্তক লেখা ও প্রকাশনায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান ও পুরস্কার ঘোষণা করা যেতে পারে।

১৪. অনাদায়ী ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় ইসলামী আইনের অভাব ঃ

অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্যে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয়। সুদী ব্যাংকগুলো তাদের মেয়াদোত্তীর্ন ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করে থাকে। ফলে নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায় না হলেও সুদী ব্যাংকগুলো তেমন কোন ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। কারণ চক্রবৃদ্ধি হারে তারা সুদ পাবেই এটা তাদের হিসাব।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মেয়াদ উর্ত্তীন হবার পর অতিরিক্ত সময়ের জন্যে তারা কোন মুনাফা আদায় করতে পারে না। কারণ অতিরিক্ত সময়ের জন্যে পুনরায় কোন মুনাফা আদায় করা শরীয়াহ্ সম্মত নয়। এটিই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে অন্যতম মৌলিক পার্থক্য। কাজেই ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে কোন বিনিয়োগ মেয়াদোত্তীর্ন হলে ব্যাংক মারাত্মক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমতাবস্থায় প্রচলিত আইনে ইসলামী ব্যাংক অনাদায়ী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে তড়িৎ কোন আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে না। এ বিষয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংকই নয় সুদী ব্যাংকগুলোও যাতে তাদের অনাদায়ী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে পারে সে জন্যে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী ও সংশোধন করতে হবে।

www.pathagar.com

১৫. অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা ও প্রতিযোগিতা ঃ

অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা ও প্রতিযোগিতা অনেক সময় ইসলামী ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অধিক লাভের প্রবণতা দেখা দিলে ব্যাংকের শাখাসমূহ সীমিত কতকগুলো ক্ষেত্রে বড় আকারের বিনিয়োগ করে। কারণ এসব ক্ষেত্রে মুনাফা বেশী, শ্রম ও ঝুঁকি কম। এতে করে ধনীকে আরো ধনী হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র খাতগুলো অবহেলিত রয়ে যায়। অর্থাৎ গরীব গরীবই থাকে। উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র সুদমুক্ত ব্যাংকিং করাই ইসলামী ব্যাংকের মূল কাজ নয়; বরং দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধনেও ইসলামী ব্যাংক সমূহকে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ১০/১২ জন ধনী ব্যবসায়ীকে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ সুবিধা দিয়ে (Class Banking) কম পরিশ্রমে অধিক মুনাফার হিসাব করা ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য নয়। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে গরীব লোকদের এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া বিনিয়োগের পরিমাণ ও খাতসম্পর্কেও ইসলামী ব্যাংকসমুহের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা দরকার।

১৬. শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় দক্ষ মুরাক্বিব (অডিটর) এর অভাব ঃ

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের একটি শরীয়াহ্ কাউন্সিল রয়েছে। দেশের শীর্ষ স্থানীয় ওলামায়ে কিরাম, ফকীহ, আইনবিদ ও অর্থনীতিবিদদের নিয়ে এ শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠিত। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্যেই এ শরীয়াহ্ কাউন্সিল। শরীয়াহ্ কাউন্সিল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম তদারক করে এবং ইসলামী শরীয়ার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের যে ক্ষমতা ও দক্ষ মুরাক্বিব সংখ্যা রয়েছে তা যথেষ্ঠ নয়। বলতে গেলে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বিশেষ কোন ক্ষমতাই নেই। কেবলমাত্র শরীয়াহ্ কাউন্সিলের নিকট যখন কোন বিষয়ে পরামর্শ ও ইসলামী শরীয়ার আলোকে সিদ্ধান্ত চাওয়া হয় কেবল তখনই তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। অডিট করার জন্যে সুপারিশ করা হলে তাঁরা অডিট করেন এবং রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা আর না করা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ইখতিয়ার। তাঁরা শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সকল সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করতে সর্বাবস্থায় বাধ্য নন এবং শরীয়াহ্ কাইন্সিলের নিকট তাঁদের জবাবদিহিতারও কোন ব্যবস্থা নেই। শরীয়াহ্

www.pathagar.com

কাউন্সিলও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তকে বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন না; তবে ইসলামী শরীয়ার আলোকে সুপারিশ করতে পারেন। ফলে সাধারণ জনগণের নিকট স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলামী ব্যাংকের সকল কর্মকান্ড কি ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হয়?

এমতাবস্থায় নামে মাত্র শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠন না করে শরীয়াহ্ কাউন্সিলকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর প্রত্যেক মিটিং-এ শরীয়াহ্ কাউন্সিলের এক বা একাধিক সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, শরীয়াহ্ কাউন্সিলের নিকট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের শরীয়াহ্ প্রতিপালন সম্পর্কিত জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং যে সব ব্যাংক কর্মকর্তা শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এছাড়া ইসলামী শরীয়াহ্ সম্মত নয়, এমন যে কোন প্রকল্প এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তকে ইসলামী শরীয়ার আলোকে বাতিল করার জন্যে শরীয়াহ্ কাউন্সিল পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সুপারিশ করতে পারবে যা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পালন করতে বাধ্য থাকবেন– এমন ক্ষমতা শরীয়াহ্ কাউন্সিলকে প্রদান করা উচিত। এছাড়া ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড পরিচালনা তথা প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত করার ব্যাপারেও শরীয়াহ্ কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শরীয়াহ্ কাউন্সিলে প্রয়োজনীয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুরাক্বিবের (অডিটরের) সংখ্যা বাড়াতে হবে, যাতে করে তাঁরা বৎসরে অন্ততঃ দু'বার ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যাংকের শরীয়াহ্ প্রতিপালন সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করতে পারেন। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের কোন সদস্য এবং মুরাক্বিব যেন ব্যাংকের কর্মকর্তা না হন এবং কোন ভাবেই যেন ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কিংবা নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অধীনস্ত না হন সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ এতে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে সমস্যা হতে পারে।

১৭. শ্রমিক অসন্তোষ ও তাঁদের অধিকার ঃ

ইসলামী ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চালচলন, কথাবার্তা, আচার ব্যবহার হতে হবে উন্নত ও মাধুর্যময়। ইসলামী ব্যাংকের একজন কর্মীর ভাল ব্যবহার/মন্তব্য ব্যাংকের প্রতি একজন সাধারণ মানুষের ভাল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে; আবার একটি খারাপ মন্তব্যের কারণে প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

সুনাম বিঘ্নিত হতে পারে এবং সাধারণ মানুষের মনে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভিন্ন রেখাপাত করতে পারে।

অন্যদিকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকেও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে সংগতি রেখে একজন নিম্নস্তরের কর্মচারীকে এমন একটি বেতন ভাতা দেয়া উচিত যা দিয়ে শ্রমিক তাঁর পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে, যার বেতন কোন সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে কম হবে না এবং সুদী প্রতিষ্ঠানগুলোও যাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদেরকে তাঁদের প্রমোশন, বেতন ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, পোস্টিং ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে তাঁদেরকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা হলে কিংবা তাঁদের উপর জুলুম করা হলে সে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বেড়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠানে ঘুষ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্তৃপক্ষকে আরো উদার ও সহনশীল হতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদেরকে অসন্তুষ্ট রেখে, তাঁদের উপর জুলুম ও অবিচার করে তাঁদের থেকে প্রতিষ্ঠানের আয়, অগ্রগতি ও উন্নত গ্রাহক সেবা আশা করা যায় না। শ্রমিক শোষণ, জুলুম ও তাদেরকে ঠকানোর নব নব কৌশল উদ্ভাবনের পথ পরিহার করে তাঁদের প্রতি আরো উদার ও সহনশীলতার পথ অবলম্বন করতে হবে, যাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনৈসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলো আদর্শ গ্রহণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়।

পরিশেষে এ কথাই বলতে চাই যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহ বহু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সল্প সময়ে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক সমূহের ভবিষ্যত সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। আধুনিক সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান প্রসার ঘটাতে যেখানে লেগেছে প্রায় হাজার বছর, সেখানে ১৯৬৩ সালে মিসরে ক্ষুদ্রাকারে ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রথম যাত্রা শুরু হয়ে অদ্যাবধি বিশ্বব্যাপী প্রায় দুই শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ সে দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বাংলাদশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী করণে রূপ লাভ করবে। তবে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে আরো দূর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে, পার হতে হবে অনেক চড়াইউৎরাই।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' বইটি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে লেখক যে সকল গ্রন্থের আংশিক বা সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন এবং লিখনীতে সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়েছেন তার তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। তফসীরে মা'রেফুল কোরআন (১ম ও ২য় খন্ড)– মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহঃ)
২। সীরাতুন নবী (সঃ)– আল্লামা শিবলী নু'মানী (রহঃ)
৩। সহীহ্ আল বুখারী– আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (রহঃ)
৪। ফতোয়ায়ে আলমগীরী (কিতাবুল বুয়ূ)
৫। কিমিয়ায়ে সাআদাত– ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)
৬। তরিকুল ইসলাম– আল্লামা নেছারউদ্দীন আহমদ (রহঃ)
৭। সীরাতে ইবনে হিশাম– আবু মুহাম্মদ আবদুল মালেক ইবনে হিশাম।
৮। তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন– সাইয়্যেদ কতুব শহীদ (রহঃ)
৯। ইসলামে হালাল হারামের বিধান– মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ)
১০। সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ)
১১। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন– ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১২। জামে আত তিরমিজি– আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (রহঃ)
১৩। মেশকাত শরীফ– অনুবাদঃ মাওঃনূর মোহাম্মমদ আ'জমী (রহঃ)
১৪। বেহেশতি জেওর– আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)
১৫। ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা– শামসুল আলম
১৬। ইসলামের অর্থনীতি– মাওলানা আবদুর রহীম (রহঃ)
১৭। ইসলামী অর্থনীতি– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ)
১৮। সুদ সমাজ অর্থনীতি– অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন
১৯। ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন– ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
২০। আল হিদায়া (কিতাবুল বুয়ূ)
২১। এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন– ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)
২২। ইসলামী ব্যাংকিংঃ নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি– এ, কে. এম. ফজলুল হক এবং আবদুল গোফরান
২৩। ইবনে মাজাহ– আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ (রহঃ)
২৪। ইসলামী রাষ্ট্র– শামসুল আলম
২৫। কাওয়াইদুল ফিকাহ– মুফতী আমীমুল ইহ্সান (রহঃ)
২৬। ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা– মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী
২৭। আল হিদায়া (কিতাবুল মুদারাবা ও কিতাবুশ শিরকাত)

www.pathagar.com

২৮। তাফসীরে তাবারী– ইসলামিক ফাউন্ডেশন
২৯। Thought on Islamic Banking— Islamic Economics Research Bureau.
৩০। ইসলামী অর্থনীতিঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ ঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
৩১। শরহে মানিউল আসার– বরাতে মা'রেফুল কোরআন
৩২। ইসলামী বিশ্বকোষ (৪র্থ খন্ড)– ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩৩। ইসলামের অর্থনীতি– হাসান জামান
৩৪। ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ)
৩৫। ইসলামী অর্থনীতিঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ– ডঃ আবদুল মান্নান
৩৬। Isamic Banking- Shahid Hassan siddiqi
৩৭। ইসলামের অর্থনীতিক ব্যবস্থা– মাওলানা হিফজুর রহমান
৩৮। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)– ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩৯। সীরাতে ইবনে ইসহাক– মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার
৪০। বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনঃ রীতি ও পদ্ধতি– এম. এ ইউসুফ এম. আর সিনহা
৪১। The Economic system of Islam- Dr. M. Omar chapra.
৪২। ইসলামের যাকাত বিধান– ইউসুফ আল কারযাভী, অনুঃ মাওলানা আবদুর রহীম
৪৩। সীরাতুন নবী (২য় খন্ড)– আল্লামা শিবলী নুমানী (রহঃ)
৪৪। আবু দাউদ– সুলায়মান ইবনুল আশয়াস ইবনে ইসহাক (রহঃ)
৪৫। আহকামুল কুরআন– আবুবকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ)
৪৬। আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া
৪৭। তাফসীরে ইবনে কাসীর– ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪৮। তাফসীর তাফহীমুল কুরআন– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ)
৪৯। বুখারী শরীফ (অনুবাদ)– মাওলানা আজিজুল হক
৫০। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা– ইসলামী ব্যাংক অফিসার'স কল্যাণ সমিতি– ১৯৯৪
৫১। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি– অনুঃ– আবদুল মান্নান তালিব
৫২। ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা– শাহ্ আবদুল হান্নান
৫৩। Banking without Interest- Islamic Foundation Bangladesh
৫৪। ইসলামী ব্যাংক ঃ কতিপয় ভ্রান্তি মোচন– এম. আজিজুল হক
৫৫। আল মুখতাসারুল কুদূরী– ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল কুদূরী (রহঃ)
৫৬। ইসলামী বিশ্বকোষ (২২শ খণ্ড)– ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৫৭। বিবিধ পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

- যারা সুদ খায় তারা (হাশরে) সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে, নিশ্চয়ই ব্যবসাতো সুদেরই মতো, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর সুদকে করেছেন হারাম।

  – সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

- যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ সুদ পরিহার না কর) তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

  – সূরা বাকারা ঃ ২৭৯

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সুদী লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, (পাপের দিক থেকে) তারা সকলেই সমান অপরাধী।

  – সহীহ মুসলিম

- সুদের ভেতর সত্তর প্রকার গোনাহ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন গোনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতূল্য।

  – বায়হাকী ও ইবনে মাযাহ

- আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া পাপগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় পাপ হল ঋণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা এবং তা পরিশোধ করার উপযুক্ত সম্পত্তি রেখে না যাওয়া।

  – আবু দাউদ

- *আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) সুদকে এত কঠোর ভাষায় কেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন? সুদ, মুনাফা ও ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি? ইসলামী ব্যাংকসমূহ কিভাবে সুদ বিহীন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তা জানতে হলে বইটি পাঠ করুন।*

www.pathagar.com